য়ুরোপ-প্রবাসীর

পত্র।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৩।
1881

উপহার।

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন

রবি।

ভূমিকা।

বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল;— কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে, আর কোন উপকার হউক্ বা না হউক্, একজন বাঙ্গালী ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজন-দের সহিত মুখামুখী এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠক-দের দেখা আবশ্যক।

এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় নানা কারণে আমি কোন মতেই নিজে তদারক করিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত ইহাতে ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। এই অপরিহার্য্য ত্রুটি পাঠ-কেরা মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থকার।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।

(প্রথম পত্র।)

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা "পুনা" ষ্টীমারে উঠ্‌লেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখা মিলিয়ে গেল। চারদিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পোড়লেম। গোপন কর্‌বার বিশেষ প্রয়োজন দেখ্‌ছিনে, আমার মনটা বড়ই কেমন নির্জ্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মাণ, হোয়ে পোড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্‌গে—ওসব করুণ-রসাত্মক কথা লেখ্‌বার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখ্‌লেও, হয় তোমার চোখের জল থাক্‌বে না, নয় তোমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ! ২০শে থেকে ২৬শে পর্য্যন্ত যে কোরে কাটিয়েছি তা আমিই জানি! "সমুদ্র পীড়া"

কাকে বলে অবিশ্যি জান, কিন্তু কি রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পোড়েছিলেম, সে কথা বিস্তারিত কোরে লিখ্‌লে পাষাণেরও চোখে জল আস্‌বে! ৬ টা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠিনি। যে ঘরে থাক্‌তেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোট; পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জান্‌লা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্য্যম্পশ্যারূপ ও অবায়ুস্পর্শ-দেহ হোয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যে বেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর কোরে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথাটার ভিতর যেন একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার বেঁধে গেল, মাথার ভিতর যা কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ কোরে দিলে, চোখে দেখ্‌তে পাইনে, পা চলে না, সর্ব্বাঙ্গ টলমল করে। দু পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে বোসে পোড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি কোরে জাহাজের 'ডেকে' অর্থাৎ ছাতে নিয়ে গেলেন। একটা বেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইচে। সেই অন্ধকারের মধ্যে—সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত কর্‌তে কর্‌তে আমাদের জাহাজ একলা চোলেছে, যেখানে চাই সেই দিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে—সে এক

মহা গম্ভীর দৃশ্য! জাহাজ যখন চলে তখন তার দুই দিকে যেন আগুন ভেঙ্গে পড়ে, অন্ধকার রাত্রে সে বড় সুন্দর দেখায়। একেই Phosphorescence বলে।

সেখানে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারলেম না। ভয়ানক মাথা ঘুরতে লাগল। ধরাধরি কোরে আবার আমার ক্যাবিনে (ঘরে) এলেম। সেই-যে বিছানায় পড়্‌লেম, ছ দিন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা তুলিনি। আমাদের যে ষ্টুয়র্ড্‌ ছিল, (যাত্রীদের সেবার জন্য জাহাজে যে সব চাকর থাকে)—কারণ জানিনে—আমার উপর তার কেমন বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোন মতেই ছাড়ত না। সে বোল্‌ত, না খেলে আমি ইঁদুরের মত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়ব (weak as a rat)। সে বোল্‌ত সে আমার জন্যে সব কাজ কর্‌তে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আস্‌বার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হোল। সে দিন আমার ষ্টুয়র্ড্‌ এসে নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বার বার অনুরোধ কোরতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে ত উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের

মত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছি। মাথাটা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভাল-রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মত শরীরটা যেন আমার ঠিক্ গায়ে লাগ্‌ছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পোড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপর বেলা দেখি একটা ছোট নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চোলেছে। চার দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আর ডাঙ্গা নেই, জাহাজ-শুদ্ধ লোক অবাক্। তারা আমাদের ষ্টীমারকে ডাকৃতে আরম্ভ করলে; জাহাজ থাম্‌ল। তারা একটি অতি ছোট নৌকায় কোরে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরব দেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্চে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হোয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙ্গে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হোয়ে গেছে; অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্‌দিকে ও কতদূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে; তারা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। সে নৌকো যে মস্কট পর্য্যন্ত পৌঁছোবে, তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ কোরতে লাগ্‌ল।

২৮ শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড় পর্ব্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য্য সবে মাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্ব্বতময় ভূভাগের

প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বলব। পর্ব্বতের উপর রঙ্গিন্ মেঘগুলি এমন নত হোয়ে পোড়েছে, যে মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্য্যকিরণ পান কোরে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্ব্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পোড়েছে। আয়নার মত পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকাগুলি আবার কেমন ছবির মত দেখাচ্ছে!

এডেনে পৌছে বাড়িতে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেম। কিন্তু লিখ্‌তে গিয়ে দেখি যে এই ক-দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্‌টো-পাল্‌টা হোয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘোটেছে; কি কোরে লিখ্‌ব, ভাল মনে আস্‌চে না। ভাব গুলো যেন মাকড়ষার জালের মত, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্চে। কিসের পর কি লিখব, তার একটা ভাল রকম বন্দোবস্ত কোর্‌তে পারছিনে। এই অবস্থায় লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেম, এমন বিপদে পোড়ে তোমাকে যে লিখ্‌তে পারিনি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখ, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হোয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা' মনে কর্‌তেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলেনা। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্ বোলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে

দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ্‌তেম তখন দেখ্‌তেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে কর্‌তেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ কোর্‌তে পারি—ঐ দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌বে। ঐ দিগন্তের পরে যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকৃত; তখন মনে হোত না, ঐ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আস্‌বে! কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চোল্‌চে না, কেবল একটি দিগ-ন্তের গণ্ডীর মধ্যে বোসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সঙ্কীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু দেখ, এ কথা বড় গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রণ পর্য্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগ্‌লে দশজনে যে হেসে উঠ্‌বে; গ্যালিলিওর সময়ে এ কথা বোল্লে হয়ত আমাকে কয়েদ যেতে হোত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ কোরে-ছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়-একটা গায়ে লাগ্‌বে না। যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠ্‌লেই আমার এমন মাথা ঘুর্‌তে থাকে যে আমার দেখা-শুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ কর্‌লেম, তখন

জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পোড়্‌ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পোড়্‌ল। আমি স্বভাবতই "লেডি"-জাতিকে বড় ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁস্‌তে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চানক্য পণ্ডিত থাক্‌লে "লেডি"-দের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাক্‌তে পরামর্শ দিতেন। একত, মনোরাজ্যে নানা-প্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘট্‌বার সম্ভাবনা—তা' ছাড়া সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে কি কথা বোল্‌তে কি কথা বোলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু কোমল-স্বভাব লেডি তাঁদের আদব-কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে মূর্চ্ছা যান, আর দশদিক্ থেকে দশটা জেণ্টল্‌ম্যান্ একেবারে হাঁ হাঁ কোরে এসে পড়েন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে পথহারা হোয়ে একেবারে ভেবাচেকা খেয়ে যাই; পাছে রাস্তায় পা ফেল্‌তে তাঁদের গাউনের উপর পা ফেলি; পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগীর মাংস কাট্‌তে গিয়ে নিজের আঙ্গুল কেটে বসি—এই রকম সাত পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাক্‌তেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেণ্টল্‌ম্যানেরা সর্ব্বদা খুঁৎখুঁৎ কর্‌তেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী একজনো ছিল না। এক-জন এত লম্বা, তাঁর ঠোঁট এত বন্ধুর, তাঁর মুখে এত দাগ,

তাঁর দাঁতের এত দৈর্ঘ্য, তাঁর আহারের পরিমাণ এত অপরিমিত যে, তেমন দুটো পুরুষ সচরাচর খুঁজ্‌লে পাওয়া যায় না। একজন আছেন তাঁকে জ্যামিতিশাস্ত্রের রেখা (Length without breadth) বলা যেতে পারে। তাঁর শরীর লম্বা, মুখ লম্বা, হাত লম্বা, পা লম্বা, চোক ছোট, নাক ছোট, মাথা ছোট। এক জনের দাঁতের সম্পূর্ণরূপে অভাব ছিল, কিন্তু আহার-কালে দন্তবান্‌ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পরাস্ত মান্‌ত। জাহাজে কেবল একজন যুবতী আছেন মাত্র, কিন্তু জেণ্টল্‌ম্যান্‌দের পোড়া অদৃষ্টবশতঃ যাঁরা অধিকবয়স্কা ছিলেন তাঁরাই যৌবনের মুখস পোরে নানা প্রকার হাব্‌-ভাব কোরে পুরুষদের হৃদয়-রাজ্যে একটা গোলমাল বাধাবার জন্যে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ কর্‌তেন, আর যুবতীটি ছিব্‌-লামীর বয়স গিয়েছে মনে কোরে ঘোম্‌টা (Veil) টেনে এক প্রান্তে সারাদিন বাইবেল পোড়্‌তেন। পুরুষদের মন লুটপাট কর্‌বার জন্যে এই দিদিমার বয়সী লেডিগণ যে রকম প্রাণপণে যত্ন করতেন, তা দেখ্‌লে তোমার মায়া হোত। পুরুষের কাছে তাঁদের সেই অতি মধুর ললিত-গলিত ভাবের হাসি, অতি ঢল-ঢল ভাবের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে আমার প্রচুর পরিমাণে হাস্য ও করুণরসের আবির্ভাব হোত! কাপড়ে চোপড়ে, রঙে-চঙে, তাঁরা তাঁদের ভাঙ্গা-চুরো রূপকে কোন প্রকারে ঠেকো দিয়ে রেখেছেন মাত্র!

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়

হোয়েছিল। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হোয়েছিল। তিনি লোক বড় ভাল। এমন ধাঁচের লোক বড় সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসি-তামাসা কোরে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা কোবে, ভেবে-চিন্তে, মেজে-ঘোষে কথা কন না; ঠাট্টা কবেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য্য বুঝে হিসাব কোরে কথা কন না, মেপে-জুকে হাসেন না ও ছদিক্ বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। তাঁর মনটা এখনো হামাগুড়ি দিচ্চে—কত' প্রকার যে ছেলেমানুষী করেন তার ঠিক নেই; ঘোরতর বিজ্ঞতার আতিশয্যে মুখটা অন্ধকার কোরে তাঁকে মোটাগলায় কথা কইতে কখনো শুনি নি। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি, ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখ্‌লে আমার বড় ভাল লাগে। তাঁর একটা স্বভাব আছে যে কাকেও তিনি তার পিতা-মাতা-প্রদত্ত নাম ধোরে ডাকেন না—তিনি নিজে স্বতন্ত্র নাম-করণ করেন। আমাকে তিনি "অবতার" বল্‌তেন, Gregory সাহেবকে "গড়্‌গড়ি" বল্‌তেন, জাহাজের আর এক যাত্রীকে "ক্ষুদ্রিমৎস্য" বোলে ডাক্‌তেন; সে বেচারীর অপরাধ

কি তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বোল্লেও হয়। এই জন্যে ব—মহাশয় তাকে মৎস্যশ্রেণীভুক্ত করে ছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতার-শ্রেণীর মধ্যে পোড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। খাবার সময়ে তাঁর এক গল্প ছিল যে, এক জন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, তাব অপরিমিত আহার দেখে তার পাশের এক জন ভদ্র লোক বল্লেন, "মহাশয়, পরের খরচে আহার কোচ্চেন অতএব বড় ভাবনার বিষয় নেই বটে, কিন্তু মনে রাখবেন পেটটি আপনার!" কিন্তু ব—মহাশয় নিজে সকল সময় সেইটি মনে রাখেন না।

আমাদের জাহাজের T—মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনিনি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। এক দিন আমরা দু চারজনে মিলে জাহাজের ছাতে দুই দণ্ড আমোদ-প্রমোদ কর্‌ছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বল্লেন "কেমন সুন্দর তারা উঠেছে," এই আমাদের ফিলজফর মহাশয় তারার সঙ্গে মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে একটা উৎকট সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা সুরু কল্লেন—আমরা বেচারীরা "মূর্খেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া" রইলেম। গল্প-

সন্ন ঘুচে গেল, গান বাজনা থেমে গেল, জন দুয়েক ঢুলতে আরম্ভ কোর্‌লেন, জন দুয়েক হাই তুলতে আরম্ভ কোর্‌লেন—সমস্ত মাটি হয়ে গেল।

আমাদের জাহাজে একটি আস্তো জন্‌বুল্ ছিলেন। তাঁর তাল বৃক্ষের মত শরীর, ঝাঁটার মত গোঁফ, সজারুর কাঁটার মত চুল, হাঁড়ির মত মুখ, মাছের চোকের মত ভাববিহীন ম্যাড়্‌মেড়ে চোক, তাঁকে দেখ্‌লেই আমার গা কেমন কর্‌ত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সোরে যেতেম। এক এক জন কোন অপরাধ না কোর্‌লেও তার মুখশ্রী যেন সর্ব্বদা অপরাধ কোর্‌তে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুন্‌তে পেতেম তিনি ইংরিজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকর বাকর দের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ কোরেছেন, ও দশদিকে দাপাদাপি কোরে বেড়াচ্চেন। তাঁকে কখনো হাস্‌তে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্ত্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হোয়ে বোসে আছেন। কোন কোন দিন "ডেকে" বেড়াতে আস্‌তেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপা-কটাক্ষে নেত্রপাত কর্‌তেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মত মনে কর্‌তেন।

প্রত্যহ খাবার সময় ঠিক্ আমার পাশেই B—বোস্‌তেন। তিনি একটি ইয়ুরোপীয়। কিন্তু তিনি ইংরাজের মত গান গাইতে, শিষ দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক

ক্ষোরে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়ই অনুগ্রহের চোখে দেখ্‌তেন। এক দিন এসে মহা গম্ভীর স্বরে বোল্লেন—"Young man, তুমি Oxford-এ যাচ্চ? Oxford University বড় ভাল বিদ্যালয়;"—এ কথা তিনি না বোল্লে Oxford University যেন মাটি হোয়ে যেত! আমি এক দিন ট্রেঞ্চ সাহেবের "Proverbs and their lessons" বই-খানি পোড়্‌ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিষ দিতে দিতে দুচার পাত উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে বল্লেন "হাঁ, ভাল বই বটে!" ট্রেঞ্চের শুভাদৃষ্ট!! আমার উপর তাঁর কিছু মুরুব্বিয়ানা ব্যবহার ছিল।

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিশি-পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলোয়ের গাড়িতে উঠে অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা ষ্টীমার অপেক্ষা করে—সেই ষ্টীমারে চোড়ে ভূমধ্য-সাগর পার হোয়ে ইটালীতে পৌঁছিতে হয়। আমরা over-land যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাব্‌তে হোল। আমরা তিন জন বাঙ্গালী ও এক জন ইংরাজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া করলেম। মানুষের "divine" মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাব্‌তে পারে, তা' সেই নৌকার মাঝিটার মুখ দেখ্‌লে জান্‌তে পারতে। তার চোক দুটো যেন বাঘের মত, কালো কুচ্‌কুচে রং, কপাল নীচু,

ঠোঁট পুরু, সবশুদ্ধ মুখের তাঁর অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বোন্‌ল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হোল। র—মহাশয় ত সে নৌকোয় বড় সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বোল্লেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প কোর্‌লেন। কিন্তু যাহোক্, আমরা সেই নৌকায় ত উঠ্‌লেম। মাজিরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজি কয়, ও অল্প স্বল্প ইংরিজি বুঝ্‌তে পারে। আমরা ত কতক দূর নির্ব্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরাজ যাত্রীটির সুয়েজের পোষ্ট-আফিসে নাব্‌বার দরকার ছিল। পোষ্ট-আফিস অনেক দূর, এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝিটি একটু আপত্তি কোর্‌লে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হোল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা কোল্লে "পোষ্ট-অফিসে যেতে হবে কি? সে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব"—আমাদের রুক্ষ-স্বভাব সাহেবটি মহা খাপা হোয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "your grand mother" এইতো আমাদের মাঝি রুখে উঠ্‌লেন, "What? mother? mother? what mother dont say mother" আমরা মনে কর্‌লুম সে সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে "what did say? (অর্থাৎ কি বল্লি?)" আমরা রয়েছি বোলেই বোধ হয় সাহেব তাঁর

রোখ ছাড়লেন না। আবার বল্লেন "your grand mother" এইত আব রক্ষা নেই। মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভাল নয় দেখে নরম হয়ে বল্লেন "you don't seem to understand what I say!" অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ কোর্ত্তে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরাজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "বস্—চুপ!" সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আব তাঁর বাক্য স্ফূর্ত্তি হল না! আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "কতদূর বাকী আছে?" মাঝী অগ্নিশর্ম্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "Two shillings give, ask what distance" এই অপূর্ব্ব ইংরাজির ভাষান্তর হচ্চে "সবে দুশিলিং মাত্র ভাড়া দেবেন, তা আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্চে কতদূর।" আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দুশিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা আইনে নেই বুঝি! মাঝীটা যখন আমাদের এই রকম ধমক দিচ্চে, তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্চে, তারা ত পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোরে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ কোল্লে। মাঝি মহাশয়ের বিষম বদ্‌মেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হোয়ে উঠেছিল। এক দিকে মাঝি ধম্‌কাচ্চে, এক দিকে দাঁড়ি-গুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, আমরা নিরুপায় রাগে ও লজ্জায় পুড়্‌ছিলেম মাঝিটার উপর প্রতিহিংসা তোল্‌বার আর কোন উপায়

না দেখে আমরাও তিন জনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম—ও মনে মনে একটা সান্ত্বনা পেলেম যে "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!' এরকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ সহরে গিয়ে ত পৌঁছিলেম। আমার চক্ষে সুয়েজ সহরের নূতনত্ব এইটুকু লাগ্‌ল যে, এর চেয়ে খারাপ সহর আমি আর দেখি নি। সুয়েজ সহর সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বার অধিকার নাই, কারণ আমি সুয়েজের আদ মাইল জায়গার বেশী আর দেখি নি। সহরের চারি দিকে একবার প্রদক্ষিণ কর্‌বার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্ব্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোন ফললাভের সম্ভাবনা নেই।" তাতেও আমি নিরুৎসাহ হইনি কিন্তু শুন্‌লেম গাধায় চড়ে বেড়ান ছাড়া সহরে বেড়াবার আর কোন উপায় নাই। শুনে সহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কোমে গেল, তার পরে শোনা গেল, এদেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না. চালক যে দিকে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, গাধাটির সকল সময়ে সেদিকে যাবার ইচ্ছে হয় না; তাঁরো একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এই জন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে এক প্রকার জঘন্য চোকের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদু-

ভাব—রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐ রকম রোগ-গ্রস্ত দেখ্‌তে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চারদিকে বিতরণ কোরে বেড়ায়। রোগ-গ্রস্ত চোখ থেকে ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্ন চোখে গিয়ে বসে, এই রকমে চার দিকে ঐ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সুয়েজে আমরা রেলোয়ে উঠ্‌লেম। এ রেল গাড়ির অনেক প্রকার রোগ আছে। প্রথমতঃ শোবার কোন বন্দবস্ত নেই, কেন না, বস্‌বার জায়গা-গুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়তঃ এমন গজ-গামিনী রেলগাড়ি সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চোলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠ্‌লেম তখন দেখ্‌লেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জোমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাস করা যায়। এই রকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা অ্যালেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দুপারে—সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রোয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুও। মাঝে মাঝে দুই একটা কোঠা বাড়ি—বাড়ি গুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মত, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই একটা জানালা। এই সকল কারণে বাড়ি গুলোর যেন শ্রী নেই। যাহোক্ আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে

পা পর্য্যন্ত যে রকম অনুর্ব্বর মরুভূমি মনে কোরে রেখে-ছিলুম, চারিদিক দেখে তা কিছুই মনে হোলনা। বরং চারদিককার সেই হরিৎক্ষেত্রের উপর, খেজুর-কুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল। অ্যালেক-জান্ড্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্যে "মঙ্গোলিয়া" ষ্টীমার অপেক্ষা কোর্‌ছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম, আমার একটু একটু শীত-শীত কোর্‌তে লাগ্‌ল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল কোরে স্নান কর্‌লেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধুলো প্রবেশ কোরেছিল। স্নান করার পর আলেক্‌জান্ড্রিয়া সহর দেখ্‌তে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকা ভাড়া কর্‌লেম। এখানকার একটা একটা মাঝী সার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বল্লেই হয়। তারা গ্রীক্, ইটালিয়ান্, ফ্রেঞ্চ, ইংরিজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলন-সই রকম কথা কইতে পারে। শুন্‌লেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তা ঘাটের নাম, সাইন্‌বোর্ডে দোকানগুলির আত্ম-পরিচয়, অধিকাংশই ফরাসী ভাষায় লেখা। অ্যালেক্‌জান্ড্রিয়া সহ-রটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকান বাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো—তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড় বেশী রকম হয়। খুব বড় বড় বাড়ি—বড় বড় দোকান, সহরটি খুব জম্‌কালো বটে।

অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ায় বন্দর খুব প্রকাণ্ড। অসংখ্য অসংখ্য জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। ইয়ুরোপীয়, মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল দুঃখের বিষয় হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার পাঁচ দিনে আমরা ইটালীতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ কোরে, জিনিষ পত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠ্‌লেম। জ্যোৎস্না রাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড় একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত কচ্ছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ সহর, বাড়ি গুলির জানেলা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল্ পোড়ে গেল, কখনো শুনি—ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিষ-পত্র গুলো নিয়ে কি করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাক্‌ব কি বেরোবো কিছুই স্থির নেই। এক জন Italian officer এসে আমাদের গুণ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে—কিন্তু কেন গুণ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে তা' ভেবে পাওয়া গেল না, জাহাজের মধ্যে এই রকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হোল যে, এই গণনার সঙ্গে আর আমাদের ট্রেনে চড়ার সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হোয়ে উঠ্‌ল।

অবশেষে সে রাত্রে বিন্দিশির হোটেলে আশ্রয় নিতে হোল।

এইত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়্‌ল। জানোই ত আমি কি রকম কাল্পনিক, মনে কোরেছিলেম, য়ুরোপে পৌঁছিয়েই কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে, সে যে কি, তা' কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য-রাজ্যের প্রায় বনে না। আমার স্বভাব দোষে অনেক জিনিষ ভাল কোরে ভোগ করতে পারি নে। কোন নূতন দেশে আস্‌বার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে কোরে রাখি যে, এসে আর তা' নূতন বোলে মনেই হয় না; কোন মহান্ দৃশ্য দেখ্‌বার আগেই আমি তাকে এমন মহান্‌তর মনে কোরে রাখি যে, তা দেখে আর মহান্ বোলে মনে হয় না। ইউরোপ আমার তেমন নূতুন মনে হয়নি শুনে সকলেই অবাক্!

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিশির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম। সকালে একটা আধ-মরা ঘোড়া ও আধ-ভাঙ্গা গাড়ি চোড়ে সহর দেখ্‌তে বের্‌ হোলেম। সারথির সঙ্গে আর গাড়ি ঘোড়ার সঙ্গে এমন অসামঞ্জস্য, যে কি বোল্‌ব! সারথির বয়স চোদ্দো হবে—কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে—আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হোল। * ছোট-খাটো সহর যেমন হোয়ে থাকে, ব্রিন্দিশিও

তাই। কতক গুলি কোঠা বাড়ি, দোকান বাজার, রাস্তা-ঘাট আছে, হাঁ কোরে দেখ্‌বার জিনিষ একটিও নেই। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা কোরে ফির্‌চে, দু চার জন লোক মদের দোকানে বোসে গল্প-গুজব কোর্‌চে—দুচার জন রাস্তার কোনে দাঁড়িয়ে হাসি-তামাসা কোর্‌চে; লোক জনেরা অতি নিশ্চিন্ত-মুখে গজেন্দ্র-গমনে গমন কর্‌চে; যেন কারো কোন কাজ নেই, কারো কোন ভাবনা নেই—যেন সহর শুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় বড় গাড়ি ঘোড়ার সমারোহ নেই, লোক জনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই রাস্তা থেকে এক জন ছোক্‌রা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বোস্‌ল। ব—মহাশয় বোল্লেন, "বিনা আয়াসে এঁর কিছু রোজগার কর্‌বার বাসনা আছে;" তিনি এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, "ঐটে চর্চ্চ, ঐটে বাগান, ঐটে মাঠ," ইত্যাদি, তাতে যে আমাদের বিশেষ কিছু উপকার হয়েছিল তা নয়, তাঁর টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নি, আর, তাঁর টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হোত না। তাঁকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠ্‌তে বলে নি, কেউ তাঁকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে তাঁর বাচ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে হোল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার

ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চারদিকে আঙুরে আঙুরে আচ্ছন্ন। থোলো থোলো আঙুর ফোলে রয়েছে। দু রকম আঙুর আছে—কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালো গুলিই আমার বেশী মিষ্টি লাগ্‌ল। বড় বড় গাছে আপেল, পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধোরে আছে। এক জন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যান-পালিকা) কতকগুলি ফল ফুল নিয়ে উপস্থিত কোর্‌লে, আমরা সে দিকে বড় নজর কল্লেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় কর্‌বার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াচ্চি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সুমুখে হাজির হোল, তখন আর অগ্রাহ্য কর্‌বার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড় সুন্দর দেখ্‌তে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন অতি চমৎকার। আমরা রাস্তায় ঘাটে কেবল ছোট-লোকদের মেয়েদের দেখেছি মাত্র, কিন্তু তাদেরি এমন ভাল দেখ্‌তে যে কি বোল্‌ব।

তিনটের ট্রেনে আমরা ব্রিন্দিশি ছাড়লেম্‌। রেলোয়ের পথের দুধারে আঙুরের ক্ষেত্র, সে চমৎকার দেখ্‌তে। চার-দিকের দৃশ্য এমন সুন্দর যে কি বোল্‌ব। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, কুটীর, ক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম প্রভৃত এত কিছু কবির স্বপ্নের ধন, সমস্ত চারদিকে শোভা পাচ্চে। গাছ পালার

মধ্যে থেকে যখন কোন একটি দূরস্থ নগর, তার প্রাসাদ-চূড়া, তার চর্চ্চের শিখর, তার ছবির মত বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড় ভাল লাগে। এক একটি দৃশ্য আমার এত ভাল লেগেছিল যে তা বর্ণনা কোর্‌তে আমার ইচ্ছে কোর্‌চে না। সন্ধ্যে বেলায় একটি পাহাড়ের নীচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না, তার চারদিকে গাছপালা, সন্ধ্যার ছায়া জলে পোড়েছে, সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা কোর্‌তে চাইনে।

রেলোয়ে কোরে যেতে যেতে আমরা Mont Cenis-এর বিখ্যাত tunnel দেখ্‌লেম। এই পর্ব্বতের এপাশ থেকে ফরাসীরা, ওপাশ থেকে ইটালিয়নরা এক সঙ্গে খুদ্‌তে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুঁদ্‌তে খুদ্‌তে দুই যন্ত্রীদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখা-সমুখী উপস্থিত হয়। এই গুহা অতিক্রম কোর্‌তে রেল গাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিন রাত আলো জ্বালাই আছে, কেন না, এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা পর্ব্বত-গুহা ভেদ কোর্‌তে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর, নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম—এই রাস্তাটুকু আমরা যেন একটি কাব্য পোড়্‌তে পোড়্‌তে গিয়েছিলেম।

সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কি জমকালো সহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পোড়্‌লে অভিভূত হোয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। আমার মনে হোল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কি আবশ্যক। একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড, যে, ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলে থাক্‌তে গেলেও আমার বোধ হয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক নেই। স্মরণ-স্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে-বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা "টার্কিষ্ বাথে" গেলেম। প্রথমতঃ আমরা একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম, সে ঘরে অনেকক্ষণ থাক্‌তে থাক্‌তে কারো কারো ঘাম বেরোতে লাগ্‌ল, কিন্তু আমার ত বেরোল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মত, চোক মেলে থাক্‌লে চোক জ্বালা কোর্‌তে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে আমার খুব ঘাম হোতে লাগ্‌ল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে—তার পরে ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ ডল্‌তে লাগল।

তার সর্ব্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংস-পেশল চমৎকার শরীর আমি আর কখনো দেখিনি "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শাল-প্রাংশু র্মহাভুজঃ।" আমি মনে মনে ভাব্‌লেম, ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোন আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বোল্লে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে—এখন পাশের দিকে বাড়্‌লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব। আধ ঘণ্টা ধোরে সে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন কোল্লে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে আমি যত ধূলো মেখেছি, আমার শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। শরীরটিকে যথেষ্ট রূপে দলিত কোরে আমাকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ কোরে পরিস্কার কোল্লে। পরিষ্করণ-পর্ব্ব শেষ হোলে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড় পিচ্‌কিরি করে গায়ে গরম জল ঢাল্‌তে লাগল—হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ কোরে বরফের মত ঠাণ্ডা জল বর্ষণ কোত্তে লাগল—এই রকম কখনো ঠাণ্ডা কখন গরম জলে স্নান কোরে একটা জল-যন্ত্রের মধ্যে গেলেম—তার উপর থেকে, নীচে থেকে, চার পাশ থেকে, জল বাণের মত গায়ে বিঁধ্‌তে থাকে—সেই বরফের মত ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিক ক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমাট হোয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হোল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরি

এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মত আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা কোর্‌লে— আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন; তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি কোরতে লাগল— "দেখ, দেখ, এরা কি অদ্ভুত রকম কোরে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মত।" এতক্ষণে স্নান শেষ হোল। আমি দেখ্‌লেম, টার্কিষ বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তার পরে সমস্ত দিনের জন্য এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস্ এক্‌জিবিষণ্ দেখ্‌তে গেলেম। তুমি এইবার হয়ত খুব আগ্রহের সঙ্গে কাণ খাড়া কোরেছ, ভাব্‌ছ আমি প্যারিস্ এক্‌জিবিষণের বিষয় কিনা জানি বর্ণনা কোরব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি বলব, কলকাতার য়ুনিবর্সিটিতে বিদ্যা শেখার মত আমি প্যারিস এক্‌জিবিষণের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভাল কোরে দেখি নি। একদিনের বেশী আমাদের প্যারিসে থাকা হোল না—সে বৃহৎকাণ্ড একদিনে দেখা কারো সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখ্‌লেম—কিন্তু সে রকম দেখায়, দেখ্‌বার একটা তৃষ্ণা জন্মালো, কিন্তু দেখা হোল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাক্‌লে তবে তা বর্ণনা কর্‌বার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্‌জিবিষণের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণতঃ মনে আছে যে, চিত্র-

শালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি— স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি— নানা দেশ বিদেশের নানা জিনিষ দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর, প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম— এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখিনি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াসা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব—এই হচ্চে লণ্ডনের যথা সর্ব্বস্ব। আমি দুই এক ঘণ্টা মাত্র লণ্ডনে ছিলেম—যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করলেম তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে বাঁচলেম—আমার বন্ধুরা আমাকে বোল্লেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম-দৃষ্টিতেই ভালবাসা হয় না; কিছু দিন থেকে তাকে ভাল কোরে চিন্‌লে তবে লণ্ডনের মাধুর্য্য বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পত্র।

আমি ইংলণ্ড দ্বীপটাকে এত ছোট, ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে কোরেছিলেম যে, ইংলণ্ডে আস্‌বার আগে আমি আশা কোরেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে; মনে কোরে-

ছিলেম, এই দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্ল্যাডষ্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমূলরের বেদ-ব্যাখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুন্‌তে পাব; মনে কোরেছিলেম, যেখানে যাই না কেন, intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ত; কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হোয়েছি। মেয়েরা বেশ ভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম্ম কোর্‌চে, সংসার যেমন চোলে থাকে তেমনি চোলচে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা কিছু কোলাহল শোনা যায়। তুমি যদি কোথাও গেলে ত মেয়েরা জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, তুমি Ballএ গিয়েছিলে কি না, কন্সর্ট কেমন লাগ্‌ল, থিয়েটরে একজন নতুন actor এয়েচে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বোলবে, আফ্‌গান-যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর? Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর কোরেছিল, আজ দিন বেশ ভাল, কালকের দিন বড় miserable ছিল। এদের মেয়েতে মেয়েতে যে সব গল্প চলে তা' শুন্‌লে তোমার ভারি মজা মনে হবে, একটি কুশ্রী বালিকার সঙ্গে একটি ধনী ব্যারিষ্টরের বিয়ে হওয়াতে তাই নিয়ে একটি স্ত্রীসভায় যে সমালোচনটা চোলছিল, তা শুনে আমার চক্ষুস্থির হোয়ে গিয়েছিল; কুশ্রী মেয়ের বিয়ে হোয়ে গেলে এদেশের মেয়েদের প্রাণে বোধ হয় বড় আঘাত লাগে. মাতৃ-শ্রেণীর মধ্যে ভারি চোক-

টেপাটেপি পোড়ে যায়, তাঁরা মনের যন্ত্রণায় আর কিছু কোরতে না পেরে আড়ালে আবডালে সে বেচারীর প্রতি যথাসাধ্য বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ কোরতে থাকেন। মাতৃদলের মধ্যে যাঁদের কুশ্রী মেয়ে আছে, তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার যদি অমন ভাল বিয়ে হোয়ে গেল তবে আমার মেয়েরা কি অপরাধ কোরলে; যাঁদের সুশ্রী মেয়ে আছে তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার বিয়ে হোয়ে গেল আর আমার মেয়েদের হোল না? আর সাধারণ মিস্-শ্রেণীদের ত রাগে, ঘৃণায়, অভিমানে বুক ফেটে যায়, যে বেচারীর সৌভাগ্যক্রমে বিয়ে হোয়ে গেছে যেন তার কত অপরাধ! যাঁরা সেই কুশ্রী মেয়ের রূপ নিয়ে সমালোচনা কচ্চিলেন তাঁদের মধ্যে একটি মেয়েও সুশ্রী ছিলেন না, পরের কুরূপ নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তাঁদের এক তিলও নেই। কাপড় চোপড়, গয়না পত্র, কার চোক টেরা, কার নাক মোটা, কার ঠোঁট পুরু, কার বাঁ হাতের কোড়ে আঙ্গুলের নখের কোন্ বাঁকা,—এই সব নিয়ে এখানকার মেয়েতে মেয়েতে ভারি হাসি-তামাসা চোলে থাকে; আমার যতখানি অভিজ্ঞতা (যদিও খুব কম) তাতে তো আমি এই রকম দেখেছি। এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যকমতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে,

এইত আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এদেশের old maid শ্রেণীরা ভয়ঙ্কর কাজের লোক। Temperance Meeting, Working men's Society প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মূলে তাঁরা আছেন। পুরুষদের মত তাঁদের আপিসে যেতে হয় না; মেয়েদের মত তাঁদের ছেলে পিলে মানুষ কোর্‌তে হয় না, এদিকে হয়ত এত বয়স হোয়েছে যে "বলে" গিয়ে নাচলে বা flirt কোরে সময় কাটালে দশ জনে হাসবে, হাতে তাঁদের সময় অগাধ পোড়ে রোয়েছে, তাই জন্যে তাঁরা অনেক কাজ কোরতে পারেন, বাস্তবিক তাতে অনেক উপকার হয়। বিদেশ থেকে আমরা এই মেয়েদেরই নাম বেশী শুন্‌তে পাই—কিন্তু এদের থেকেই যদি সমস্ত বিলিতি মেয়েদের বিচার কোরতে যাও তবে হয়ত ভ্রমে পোড়বে। এখানকার বিবিরা দরজি-শ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাসান-রাজ্যের বিধাতা ও যুবকদলের খেলানাস্বরূপ, খেলানা আমি এই অর্থে বলচি,—যে, যখনি কারো সন্ধ্যের সময় একটু সময় কাটাবার আবশ্যক হোল, দুই একটি মিসের সঙ্গে হয়ত তিনি Sentimental অভিনয় কোরে এলেন। পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত, যদি একজন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে কোরলেন জীবনের একটা মহান লক্ষ্য সিদ্ধ হোল, পূর্ব্ব জন্মের অনেক তপস্যা সার্থক হোল, মন-ভোলানো-যজ্ঞে তাঁদের নিজের সুখ স্বাস্থ্য বলিদান দিতে

তাঁরা কুণ্ঠিত নন, কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বোলতার মত কোমর কোরে তুলবেন—তার জন্যে তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য কোরতে ও সকল প্রকার রোগ সঞ্চয় কোর্‌তেও রাজি আছেন। বাহারে কাপড় পোরে মাথায় গোটা কতক পালক গুঁজে দিন রাত্রি তাঁরা পুতুলটি সেজে আছেন, অভিনয় কোরে কোরে এমন তাঁদের অভ্যাস হোয়ে গেছে যে অস্বাভাবিকও তাঁদের স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। যে মেয়ের সাজসজ্জা সৌন্দর্য্য বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক ও অযত্ন-সাধ্য বোলে মনে হয়, যাদের কথা বার্ত্তার মাধুর্য্যে আয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না, মনে হয় affectation আদোবে জানে না, তারাই হয় তো পাকা affectation জানে। এমন হোতে পারে যে, একজন মেয়ে হয়ত পুরুষের প্রেমে পোড়েছে, সেই পুরুষের হৃদয় অধিকার করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বোলেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে থাকেন, তা প্রায় দেখা যায় না—যেমন অনেক শিকারী, খাবার জন্যে পাখী মার্‌তে যায় না, তাদের বন্দুকের লক্ষ্য সিদ্ধ হোল বোলে আরাম পায়, হৃদয় অধিকার কোরতে এঁরাও সেই আরাম পান। আমি মন ভোলাবার জন্য এ রকম হাব ভাব, হাত পা নাড়া, গলা সেধে সরু করা, মিষ্ট ভাবের হাসি বের করা চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে, হাব ভাবে আমার মন বোধ হয় কেউ ভোলাতে পারে না—পুরুষদের মন ভোলানো যাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য,

সেই মেয়েদের দেখলে আমার বড় মায়া হয়—যেন তাদের নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এদেশের কি বেশী উন্নতি দেখ্‌ছি জান? না, এঁরা সাজগোজের শাস্ত্রে আমাদের চেয়ে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ কোরেচেন, আর লেখাপড়া শিখেছেন—লেখা পড়া শিখেছেন অর্থে এখানে এই রকম বোঝাচ্ছে যে নভেল পড়বার সময় এঁদের কখনো ডিক্সনারী খোলবার আবশ্যক হয় না! আমি মনে কোরতেম intellectual খাদ্যই এদেশের লোকদের মনের এক মাত্র খোরাক—আমি মনে কোরতেম, এদেশের মেয়েরাও intellectual আমোদকেই প্রধান আমোদ মনে করে ও নাচ তামাসাকে তার নীচে স্থান দেয়। যদিও এদেশের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা সুরু হোয়েচে, কিন্তু সে এত অল্প যে, তা' কারো নজরেই আসে না। বিলেতে এসে আমি অনেক বিষয়ে নিরাশ হোয়েছি। এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজীর দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান রাশ রাশ দেখতে পাই, কিন্তু বইয়ের দোকান দুটো দেখতে পাইনে—আমিত একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা কেন্‌বার আবশ্যক হোয়েছিল কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে এক জন খেলনা-ওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম কোরতে হোয়েছিল—

আমি আগে জান্‌তেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন দরকারী একটা বইয়ের দোকানও তেমনি!

ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে কি পড়ে জান, লোকের ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখ্‌তে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস্ হুস্ কোরে চোলেছে, পাশের লোকদের ওপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে মহা ব্যস্ত ভাব প্রকাশ পাচ্চে—সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। ইংলণ্ডে যে কত রেলোয়ে আছে তার ঠিকানা নেই, সমস্ত লণ্ডন-ময় রেলোয়ে—প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা ট্রেন যাচ্চে। একটা রেলোয়ে ষ্টেশনে গেলে দেখা যায়, পাশাপাশি যে কত শত লাইন খোয়েছে তার ঠিক নেই। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আস্‌বার সময় দেখি, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে—উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারিদিক থেকে হুস্‌হাস্ কোরে ট্রেন ছুটেছে—সে ট্রেন গুলোর চেহারা দেখ্‌লে আমার লণ্ডনের লোক মনে পড়ে—এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁস্ ফাঁস্ কোর্‌তে কোর্‌তে চোলেছে, এক তিল সময় নষ্ট কোরলে চলে না! দেশ ত এই এক রত্তি, নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দু পা চোল্লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাইনে! আমরা একবার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস্ কোরেছিলেম,

কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আসতে হয় নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর এক ট্রেন এসে হাজির!

জীবিকার জন্যে এদেশে যেমন যুঝাযুঝি এমন আর কোথাও দেখি নি! এ দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়—কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বোসে থাক্‌বার যো নেই—একেত আমাদের দেশের মত এদেশের জমীতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি কোর্‌তে হয়—প্রথমতঃ শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তার পরে কম খেলে এদেশে বাঁচ্‌বার যো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খেতে হয়, এদেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাক্‌লে চলে না, তার ওপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাঙ্গ-লার খাওয়া নাম মাত্র, কাপড় পরাও তাই। এদেশে Fittestরাই Survive করে, এদেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুল্‌তে পারে, দুর্ব্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই—একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কোর্‌তে হয়, তাতে কার্য্য-ক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি কোর্‌চে।

এ দেশের ছোট লোকদের দেখ্‌লে মনে হয় না তাদের কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে—তারা যেন পশু থেকে এক ধাপ উঁচু। তাদের মুখ দেখ্‌লে—নিদেন তাদের মধ্যে এক এক জনের মুখ দেখ্‌লে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে—তাদের

মুখ দেখে আর কেউ "human face divine" বোল্‌তে পারে না, পশুত্ব-ভাবব্যঞ্জক তাদের সেই লাল-লাল মুখ দেখ্‌লে কেমন ঘৃণা হয়! আর, তারা যে ময়লা তা' আর কি বোল্‌ব। এই সে দিন একটা পুলিষের মোকদ্দমা দেখ্‌ছিলেম; একটা ছোট লোকের ছেলে মজা দেখ্‌বার জন্যে একটা ঘোড়ার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল, এমন পশুত্ব কখনো শুনেছ?

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হোতে চোল্লো। একটা মজা দেখ্‌চি, এখানকার লোকেরা আমাকে অতি-দুগ্ধ-পোষ্য বালকের মত মনে করে। মনে করে, ইণ্ডিয়া থেকে এসেচে কিছু জানে না, শোনে না, এ'কে দুচারটে জিনিষ দেখিয়ে-শুনিয়ে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দেওয়া ভাল। এক দিন Dr—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম, সে যে আমাকে বিরক্ত কোরে তুলেছিল তা আর বলবার কথা নয়। একটা দোকানের সুমুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল—সে মনে কোরেছিল, ফোটোগ্রাফ দেখে আমার একেবারে তাক্ লেগে যাবে—চক্ষু স্থির হোয়ে যাবে—সে আমাকে সেই খানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের মহা ব্যাখ্যান কোর্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে—সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এক রকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে কোরে আঁকে না—আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে,

আমার এমন লজ্জা কোচ্ছিল! আমি তাকে বিশেষ কোরে বল্লেম যে, আমি ও খবরগুলি বিশেষ জানি, কিন্তু সে বিশ্বাস কোরবে কেন? একটা ঘড়ির দোকানের সাম্‌নে গিয়ে, ঘড়িটা যে একটা খুব আশ্চর্য্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা কোরতে লাগলেন; আমিত তাঁর অনুগ্রহের জ্বালায় একেবারে জ্বালাতন হোয়ে গিয়েছিলেম! একটা Evening partyতে Miss—— আমাকে জিজ্ঞাসা কোরছিলেন, আমি এর পূর্ব্বে পিয়ানোর ডাক শুনেছি কি না? এ দেশের অনেক লোক হয়ত পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারত-বর্ষের সম্বন্ধে যদি এক বিন্দুও খবর জানে! ভারতবর্ষের লোকেরা গোখাদক নয় শুন্‌লে হয়ত তারা চার দণ্ড হাঁ কোরে থাকে—ইংলণ্ড থেকে কোন দেশের যে কিছু তফাৎ আছে তা তারা কল্পনাও কোরতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই। এই মনে কর, প—ডাক্তারকে আমার শিক্ষক খুব educated man বোলে সুখ্যাতি কোরে থাকেন কিন্তু তিনি Shelley বোলে যে এক জন কবি তাঁদের দেশে জন্মেছিল সেই খবর টুকু মাত্র জানেন, কিন্তু শেলী যে চেঞ্চি (Cenci) বোলে একখানা নাটক লিখেছেন, বা তাঁর Epipsychidion বোলে যে একটি কবিতা আছে, তা' আমার মুখে প্রথম শুন্‌তে পেলেন!

তৃতীয় পত্র।

আমরা সে দিন "ফ্যান্সি-বলে" অর্থাৎ ছদ্মবেশ নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে পুরুষ নানা রকম সেজে গুজে সেখানে নাচ্‌তে গিয়েছিল—সে দেখতে বেশ জম্‌কালো! প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যাণ্ড বাজচে—৮।৭০০ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট ত তাকেই বলে—যে দিকে পা বাড়াই বিবিদের গাউন—যে দিকে চোক্ ফেরাই চোক্ ঝলসে যায়—এক একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি কোরে ঘুরে ঘুরে নাচ্‌তে আরম্ভ কোরেছে, দেখে মনে হয় যেন সবাই একেবারে আমোদে উন্মত্ত হয়ে গেছে—জ্ঞানশূন্য হয়ে যেন যোড়া যোড়া পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্চে, এক একটা ঘরে এমন ৭০।৮০ জন যুগল মূর্ত্তি ঘুর্‌চে—এমন ঘেঁসাঘেঁসি যে, কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তার ঠিক্ নেই, একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্য মাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকে লোকারণ্য; এক একটা বিবির খাবার বিরাম নেই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার মুখ চোলচে। এক একটা বিবির নাচের বিরাম নাই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার পা চলচে। সকলেরই মুখে হাসি, মন অধিকার কর-

বার যত প্রকার গোলাগুলি আছে, বিবিরা তা অকাতরে নির্দ্দয়ভাবে বর্ষণ করচেন—কিন্তু ভয় কোরো না, আমাদের মত পাষাণ হৃদয়ে তার একটু আঁচড়ও পড়ে নি! এক জন বিবি Snow maiden অর্থাৎ নীহার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্ব্বাঙ্গে পুঁথির সজ্জা, আলোতে একেবারে ঝক্ মক্ কোরচে, একজন মুসলমানিনী মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা লাল ফুলো ইজের, ওপরে একটা রেসমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মত,—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। এক জন আমাদের দিশি মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা সাড়ি ও একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর পোরেছিলেন, তাতে ইংরিজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভাল দেখাচ্ছিল। এক জন বিলিতি দাসী সেজে গিয়েছিল—যে রকম তার চেহারা, তাতে দাসীর পোসাক ছাড়া আর কিছুতে তাকে মানাতো না—এই রকম নানা লোক নানা রকম পোষাক পোরে গিয়েছিল। আমি বাঙ্গালার জমীদার সেজেছিলেম, জরী দেওয়া মখমলের কাপড়, জরী দেওয়া মকমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। জনকতক ব্যক্তি মিলে পীড়াপীড়ি কোরে আমাকে একটা দাড়ি গোঁপ পরালেন, দুই এক জন মহিলা আমাকে দেখে বোল্লেন যে, সে দাড়ি গোঁপে আমাকে ভারি ভাল দেখাচ্চে, তাতে আমার স্বভাবতই ভারি গর্ব্বের আবির্ভাব হোল, আমি

সেই দাড়ি গোঁপ পোরেই "বলে" গিয়ে উপস্থিত হলেম—কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আছেন, আমি যে নাকালটা হলেম তা আর বক্তব্যও নয়, শ্রোতব্যও নয়, তা' শুনলে পাষাণেরও চোক্ ফেটে মুক্তার মত ডাগর ডাগর অশ্রুবিন্দু দর-দর ধারে বিগলিত হয়ে ধরণীতল অভিষিক্ত করবে—যে সকল সুন্দরী বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, আমার দাড়ি গোঁপ দেখে তাঁরা আর কেউ আমাকে চিন্‌তে পারেন না—অমুকের সঙ্গে সকলেই সেক্‌হ্যাণ্ড করলে—অমুক বাবুব সঙ্গে সকলেই সেক্ হ্যাণ্ড কোল্লে কিন্তু এ গরীবকে আর কেউ পোছে না। আমি যার কাছে যাই, সেই সোবে পড়ে! আমি তো রাগে, দুঃখে, অভিমানে, বিরক্তিতে, আত্ম-গ্লানিতে অভিভূত হয়ে সেই মুহূর্ত্তেই দাড়ি গোঁপ উৎপাটন কোরে একেবারে পকেটে গুঁজলেম; তখন সমস্ত ভালোর ভালোয় মীমাংসা হয়ে গেল। আমাদেব মধ্যে অমুক অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন—সাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরীতে ঝক্‌মকায়মান পাগড়ি, জরীর কোমরবন্দ—এইতো তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা মনেও কোরো না, কিন্তু বিচার করবার লোক কোথায়? ধরা পড়্‌বার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে অমুক বাবু আফ্‌গান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা অমুকের বাড়িতে নাচের নিম-

ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধ্যে বেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হোলে কি রকম পোষাক পোর্‌তে হয় জান? এখানে শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পোর্‌তে হয়, কিন্তু Evening party প্রভৃতিতে যেতে হোলে পাত্‌লা কালো বনাতের কাপড় পোর্‌তে হয়, কেননা নিমন্ত্রণ সভায় খুব গ্যাস জ্বলে, অনেক লোকের সমাগম হয়, তাতে ঘর বেশ গরম হয়ে ওঠে, তা ছাড়া, যদি নাচ্‌তে হয় তা হোলে অত্যন্ত গরম হবার কথা। সন্ধ্যে পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধব্‌-ধোবে শাদা হওয়া চাই, তার ওপরে প্রায়-সমস্ত-বুকখোলা এক বনাতের ওয়েষ্ট কোট থাক্‌বে, কাল ওয়েষ্ট কোটের মধ্যে শাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাক্‌বে, গলায় শাদা ফিতে (necktie) বাঁধা, সকলের ওপর একটি টেল্‌ কোট (লাঙ্গুল কোট)—টেল্‌কোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্য্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটুপার্য্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্য্যন্ত, কিন্তু পেছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা ন্যাজের মত ঝুল্‌তে থাকে; আমরা যখন ইংরাজদের হনুকরণ করি, তখন বাধ্য হোয়ে এই ল্যাজ কোট পোর্‌তে হোল, কেননা ল্যাজ কোট না পোর্‌লে হনুকরণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। নাচ-পার্টিতে যেতে হোলে হাতে এক জোড়া শাদা দস্তানা পোর্‌তে হয়, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে

নাচ্‌তে হবে, তোমার খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিম্বা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে তাঁদের দস্তানা ময়লা হোয়ে যেতে পারে। অন্য কোন জায়গায় লেডিদের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কোর্‌তে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেল্‌তে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার আবশ্যক হয় না। যাহোক্‌, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনও নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কোর্‌চেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন কোর্‌চেন, সকলকে অভ্যর্থনা কোর্‌চেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণ সভায় গৃহকর্ত্তার বড় উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়ন গৃহে নিদ্রা দিন, তাতে কারো বড় কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর আলোকাকীর্ণ, কিন্তু শত শত রমণীদের রূপের আলোকে সে গ্যাসের আলো ম্রিয়মান হোয়ে পোড়্‌ছে, চারিদিক উজ্জ্বল, হাস্যময়; রূপের উৎসব পোড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রেই চোকে ধাঁধাঁ লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা, বাঁসি বাজ্‌চে, ঘরের চারিধারে কৌচ, চৌকি সাজানো রয়েছে। ইতস্ততঃ দেয়ালের আয়নার ওপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পোড়ে ঝক্‌মক্‌ কোর্‌চে। নাচবার ঘরের মেজে

কাঠের, তার ওপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে পা পিছুলে যায়; এখানে ঘর যত পিছল হয় ততই নাচ্‌বার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে নাচের গতি খুব সহজ ও সুন্দর হয়, পা কোন বাধা পায় না, আর আপনাআপনি পিছ্‌লে আসে। ঘরের চারিদিকে আশে-পাশে যে সকল বারান্দার মত আছে, তাই একটু ঢেকে ঢুকে, গাছ পালা দিয়ে, দুই একটি কৌচ চৌকী রেখে Lover's bower (প্রণয়ীদের কুঞ্জ) নামে অভিহিত করা হোয়েছে। সেই খানে, নাচে শ্রান্ত হোয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হোয়ে দুই একটি যুবক যুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাক্‌তে পারেন। ঘরে ঢোক্‌বার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা এক এক খানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কি কি নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরাজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এক রকম হচ্চে স্ত্রী পুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দুজন লোক এক সঙ্গে নাচে; আব একরকম হোচ্চে চারটি জুড়ি নর্ত্তক নর্ত্তকী চতুষ্কোণ হোয়ে সুমুখা-সুমুখী দাঁড়ায় ও হাতধরাধরি কোরে নানা ভঙ্গীতে চলাফেরা কোরে বেড়ায়, কোন কোন সময় চার জুড়ী না হোয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচাকে Round dance বলে ও চলা-ফেরা কোরে বেড়ানোর নাম Square dance। নাচ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রী, মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ কোরে দেন,

অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে কোরে কোন এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন "মিস্ অমুক! ইনি হোচ্চেন মিষ্টার অমুক।" অমনি মিস্ ও মিষ্টার পরস্পর পরস্পরকে শিরঃকম্পন করেন। কোন মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তুমি যদি তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তে ইচ্ছে কর, তা হলে পকেট্ থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো Programmeটি বের কোরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো "আপনি কি অমুক নৃত্যে বাকদত্তা হয়ে আছেন?" অর্থাৎ "আর কেউ কি আগে থাক্‌তে আপনার সঙ্গে অমুক নাচের বন্দোবস্ত কোরে গেছেন?" তিনি যদি 'না' বলেন তাহলে তাঁকে বোলো "তা' হোলে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচ্‌বার সুখভোগ করতে পারি?" তিনি তোমাকে Thank you বোল্‌লে তুমি বুঝ্‌লে যে তোমার কপালে তাঁর সঙ্গে নাচ্‌বার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটীতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম লিখে রেখো, এবং তাঁর কাগজে তোমার নাম লিখে দিও। কাগজটা এই রকম,

PROGRAMME (নাচের নাম)	ENGAGEMENTS (যাদের সঙ্গে নাচবার বন্দো-বস্ত হল তাদের নাম।)
I. Lancers	
II. Valse	Miss Gordon
III. Quadrille	
IV. Galop	Mrs. Egincourt
V. Polka	
ইত্যাদি	ইত্যাদি

এক পাশে নৃত্যের নাম, অপর এক পাশে নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর নাম। নাচের বাজ্‌না বেজে উঠল। অমনি শত শত যুগলমূর্ত্তি হাত ধরাধরি কোরে নাট্য-গৃহে নাচের জন্তে প্রস্তুত হোয়ে দাঁড়ালেন। নাচ আরম্ভ হোল। ঘুর্—ঘুর্—ঘুর্। একটা ঘরে মনে কর, চল্লিশ পঞ্চাশ যুড়ি নাচ্‌চে, ঘেঁসাঘেসি, ঠেলাঠেলি, এ-ওর ঘাড়ে পোড়ছে, এ-ওর গাউন মাড়িয়ে দিচ্চে, যুড়িতে যুড়িতে ধাক্কা-ধাক্কি, কিন্তু তবু ঘুর্—ঘুর্—ঘুর্। মনে হয় যেন আহ্লাদে পাগল হোয়ে সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে; তালে তালে বাজনা বাজ্‌চে, তালে তালে পা পোড়্‌চে, ঘর গরম হোয়ে উঠেছে, আর সে যে কি একটা উত্তেজনার তরঙ্গ উঠেছে, সে কি বল্‌ব! কোন নর্ত্তক-যুগলের দুজনের দুজনকেই হয়ত খুব ভাল লেগেছে, তাদের দুজনের ঠোঁটে হাসি একেবারে ফেটে পোড়্‌ছে। কোন যুবতীর ভাগ্যে এক বৃদ্ধ কুরূপ নর্ত্তক জুটেছে, তার মুখে আর হাসি নেই, সে অতি আড়ষ্ট ভাবে যন্ত্রের মত নাচ্‌চে। কোন লেডি partner (সহ-নর্ত্তক) পান নি, তিনি দেয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে সদ্বেষ-নয়নে হাসিমুখ ঘূর্ণ্যমান নর্ত্তক-যুগলকে নিরীক্ষণ কোর্‌চেন, আর বিফলে প্রফুল্লতার ভাণ কোরতে চেষ্টা কোর্‌চেন। তাঁর নাম Wall-flower, অর্থাৎ "দেয়াল-কুসুম;" তিনি স্থির-ভাবে দাঁড়িয়ে নাট্যশালার দেয়ালের শোভা বর্দ্ধন করেন! একটা নাচ শেষ হোল, বাজনা থেমে গেল; নর্ত্তক মহাশয়

তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফল মূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়ত আহার পান কোর্‌লেন, না হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বোসে রহস্যালাপ কোরতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড় মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচ্‌তে পারিনে, প্রতিপদে ভুল হয়, লোকের গাউন মাড়িয়ে দিই, প্রতি লোককে ধাক্কা দিই, বেতালে পা ফেলি, কখনো বা অসাবধানে আমার সহনর্ত্তকীর পাও মাড়িয়ে দিই, আর এই রকম নানা প্রকার গলদ্‌ কোরে অবশেষে নাচের মাঝখানে থেমে পড়ি ও আমার সহচরীর কাছ থেকে মার্জ্জনা ভিক্ষা কোরে সে দিক থেকে আস্তে আস্তে পিট্টান দিই! সত্যি কথা বোল্‌তে কি, আমার নাচের নেমন্তন্ন-গুলো বড় ভাল লাগে না। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ওরকম পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার আদবে ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচ্‌তে আমার মন্দ লাগে না। Miss অমুকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল, আর তাঁকে বেশ দেখ্‌তে, তাঁর সঙ্গে আমি Gallop নেচেছিলেম, তাই জন্যে তাতে আমার কিছু ভুল হয় নি। কিন্তু Miss অমুকের সঙ্গে আমি Lancers নেচেছিলেম, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, আর তাঁকে অতি বিশ্রী দেখ্‌তে, তাঁর চোক দুটো বের করা, তাঁর

গাল দুটো মোটা, দাড়ির দিকটা অত্যন্ত ছোট, সব চেয়ে তাঁব স্বভাব খিটমিটে। তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তে গিয়ে যত প্রকার দোষ হওয়া সম্ভব, তা ঘোটেছিল। যেমন তাস খেল্‌বাব সময়ে খারাপ partner পেলে তার পরে তার দলের লোক চোটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ partner পেলে মেয়েরা ভারি চোটে যায়। তিনি বোধ হয় নাচবার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা কোরে-ছিলেন; নাচ ফুরিয়ে গেল আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন! আমি একবার একটি সুন্দরী partner পেয়েছিলেম, তাঁর সঙ্গে না নাচ্‌তে আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা কোরেছিলেম, কিন্তু গৃহকর্ত্রী আমাকে বিশেষ কোরে নাচ্‌তে অনুরোধ কোর্‌লে, পীড়াপীড়ির পর নাট্য-শালায় অবতরণ কোর্‌লেম, কোন মতে নাচ্‌টা সমাপন কোরে দে ছুট্‌! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চোম্‌কে উঠেছিলেম; দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটী ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই ত আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভাল লাগল যে কি বলব! তার সঙ্গে কোন মতে আলাপ করবার জন্যে আমি ত ছটফট কোরে বেড়াতে লাগলেম। কত দিন মিনে কর কাল মুখ দেখিনি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের ভালমানুষী নম্রভাব এমন মাখানো যে কি বলব! আমি অনেক ইংরেজ মেয়ে-

দের মুখে ভালমানুষী নরমভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কি একটা তফাৎ আছে বল্‌তে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মত, শাদা মুখ দেখে দেখে, আর উগ্র অসঙ্কোচ সৌন্দর্য্য দেখে দেখে আমার মনটা ভিতরে ভিতরে বড় বিরক্ত হোয়ে গিয়েছিল, এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। সেই শ্বেতাঙ্গিনীদের সভায় একটি কালো মিষ্টিমুখ দেখে আমার মনটা চুম্বকের মত সেই দিকে আকৃষ্ট হোয়েছিল। আমার বোধ হয় এরকম হবার মানে আছে—হাজার হোক্, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, তারা আমাদের কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী আচার ব্যবহারের মর্ম্মের ভিতরে ঢুক্‌তে পারে না। আমি এতদূর ইংরিজি ভাব শিখিনি যে তাদের সঙ্গে বেশ খোলা-খুলি পরিচিত ভাবে কথাবার্ত্তা কইতে পারি, তাদের সঙ্গে দেখা হোলে কথাবার্ত্তা কবার যে সকল বাঁধি গৎ আছে, সে-গুলি খুব ঝাড়তে পারি; আমি জিজ্ঞাসা কোরতে পারি, সম্প্রতি অপেরায় যাওয়া হয়েছিল কি না, অমুক থিয়েটরে অমুক অভিনেতার অভিনয় কেমন লাগল, আজ ভারি ভাল দিন, ইত্যাদি। এই সকল বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন কোর্‌তে সাহস হয় না, ইংরিজী মনের ভাবগতি খুব ভাল রকম জানলে তবে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে দুই একটা কথাবার্ত্তা কওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষীয়েরা আমাদের আপনাদের লোক, তাদের কাছে আমাদের অধিকার অনেকটা বিস্তৃত, চন্দ্রলোকের একটা

মেয়ে মনে কোরে তাদের কাছে ঘেঁস্‌তে তেমন একটু ইতস্তত: করবার ভাব আসে না। যাহোক্, দুঃখের কথা বোল্‌ব কি, যখন আমি একেবারে অত্যন্ত মুগ্ধ হোয়ে পড়েছি, তখন শোনা গেল যে সে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে ; শুনে আমার মনটা একেবারে বিগড়ে গেল, আর তার সঙ্গে আলাপ করা গেল না, কিন্তু কালো মুখের ছাপ আমার মনে রয়ে গেল।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য্য উঠেছেন। এদেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন্, সে দিন এদেশে একটি লোকও কেউ অন্তঃপুরে থাকে না—সে দিন লোকেরা একটু বেড়িয়ে বাঁচে। সে দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিল্‌বিল্ কোর্‌তে থাকে—এদেশে যদিও "বাড়ির ভিতর" নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের দেশে নয়—এদেশের সূর্য্যই যখন অনেত্রম্পশ্যরূপ তখন এ দেশের মেয়েরাও ত অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হবেই।

সাড়ে আট্‌টার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছটার সময় বিছানা থেকে উঠ্‌লে এদেশের লোকেরা এত আশ্চর্য্য হয় যে, দিন-দুপরে একটা স্কন্ধকাটা দেখ্‌লেও তারা সে রকম আশ্চর্য্য হয় না। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এ দেশের লোকেরা যাকে স্নান বলে, আমি সে রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায়

জল ঢেলে স্নান করি; গরম জল নয়—এখানকার এই বরফের মত ঠাণ্ডা জল। মাথায় জল ঢেলে স্নান করাকে এ দেশের লোকে অসাধারণ বীরত্ব মনে করে, আমার নাম যে কেন এখনও ছাপার কাগজে উঠে যায় নি, আমি তাই ভাবচি। নটার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ৯টা আর সেখানকার ৬টা সমান। আমাদের আর একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া—মধ্যাহ্ন ভোজন। প্রত্যহ***পার কর্‌চি তাতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই, মাঝে মাঝে ভেড়ার পদ-সেবাও কোরে থাকি। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে তার পরে রাত আট্‌টার সময় আর একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে, এই রকম আমাদের দিনের প্রধান কার্য্য হচ্চে খাওয়া।

অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, চারটে বাজে বোলে, চারটে বাজলে পরে আলো না জেলে পড়া দুষ্কর। এখানে প্রকৃত পক্ষে ৯টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আট্‌টার কমে ওঠা হয় না। এখানকার লোকের ছটার সময় হয়তো দুপর রাত্তির, এ দেশের প্যাঁচারা ছাড়া আর কেউ তখন জেগে নেই; তার পরে আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়, তাই এখানকার দিনগুল এমন ছোট মনে হয় যে কি বল্‌ব! এখানকার দিনগুল যেন দশটার সময় আপিস্ কোর্‌তে আসে, আর চারটের সময় বাড়ি ফিরে যায়। এখানে কাজ কোরে

অবসর পাওয়া দূরে থাক্, কাজ করবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর আমার মনের জড়-অবস্থা হয়, এমন জড়-অবস্থা হয় যে তখন আর কোন কাজ কর্বার শক্তি থাকে না—সুতরাং আমার এ রকম ছোট দিনের সঙ্গে কার-বার করা পুষিয়ে উঠ্চে না—ট্যাক্-ঘড়ির ডালা খুলতে খুল্‌তেই এ দেশের দিন চোলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চোড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে চলে যায়—সে আর ফুরোয় না। এখানকার দিনগুলি যে কেবল অচিরস্থায়ী তা নয়, যতক্ষণ থাকে তাই না হয় একটু ভদ্র লোকের মত থাক্, তা নয়,—মুখ ভার কোরে খুঁৎখুঁৎ করতে করতেই তাঁর সমস্ত সময় চলে যায়।

মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত,—এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ্-টিপ্ কোরে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চোল্‌চে ত চোল্‌চেই—সে কেমন একটা ভিজে ভিজে ভাব। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে, কাঁচের জান্‌লার উপর টিপ্‌টিপ্ কোরে জল ছিটিয়ে পড়চে, কেমন একটা অন্ধকার-অন্ধকার কোরে এসেছে! আমাদের দেশে যেমন স্তরে স্তরে মেঘ করে, এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে

হয় কোন কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে; সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবরজঙ্গমের যে কি একটা অবসন্ন মুখশ্রী দেখা যায় তা বর্ণনা করা যায় না। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুন্‌তে পাই বটে যে, কাল বজ্র হয়েছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে, তাঁর মুখ থেকেই সে খবরটা পাই—এখানকার বজ্রধ্বনি শুন্‌তে গেলে বোধ হয় Microphone ব্যবহার কোরতে হয়। সূর্য্যতো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সক'লে উঠে সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে পাই, তবে তখনি আবার মনে হয়—

"এমন দিন না রবে—তা' জান"

এই অন্ধকার দেশে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে, কিছু লেখা বেরোয় না, এমন কি গুছিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারিনে। চিঠি লেখবার বা অন্য কিছু লেখবার কথা মনে হোলেই আমার কেমন হাই উঠ্‌তে থাকে। দেশের সে সূর্য্যালোক ও জ্যোৎস্না কেমন সুখস্বপ্নের মত মনে পড়ে। আমাদের দেশে সেই সকাল-সন্ধ্যার ও জ্যোৎস্না-রাত্রির মর্য্যাদা এ দেশে এসে বিশেষ কোরে বুঝ্‌তে পেরেছি!

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আস্‌চে; লোকে বল্‌চে, কাল পরশুর মধ্যে হয় ত আমরা বরফ পড়া দেখ্‌তে পাব। তাপমান যন্ত্র ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছে—সেই তো হচ্চে freezing point, অল্প স্বল্প frost দেখা দিয়েছে। রাস্তার

মাটি খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে, কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট্ হয়ে গিয়েছে, রাস্তার মাঝে মাঝে কাচের টুক্‌রোর মত শিশির খুব শক্ত হয়ে জোমে গিয়েছে, দুই এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুণ ছড়িয়ে দিয়েছে,—বরফের এই প্রথম সুত্রপাত দেখ্‌চি। খুবই শীত পড়েছে, এক এক সময়ে হাত পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে যত ভাবনা হয়, সহমরণে যেতে হলেও আমার তত ভাবনা হয় না। কিন্তু আমার বীরত্বের কাহিনী শুন্‌লে হয়তো তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। সেই সকালে উঠেই আমি বরফের মত ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে স্নান করি, মনে হয় মাথাটা যেন খোসে পড়্‌ল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়; কিন্তু তার পরেই যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাতে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যেতে হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক এক জন সত্যি সত্যি হেসে উঠে, এক এক জন এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাস্‌বার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়েছে, তারা আমাদের দিকে এত হাঁ কোরে চেয়ে থাকে যে পেছনে গাড়ি আস্‌চে হুঁস্ নেই। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ইস্কুলের ছোক্‌রা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে উঠে, এক এক জন

চেঁচাতে থাকে—"Jack, look at the blackies!" কিন্তু আমি সে সব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।

চতুর্থ পত্র।

আমরা সে দিন House of Commonsএ গিয়েছিলেম, ভারি নিরাশ হোয়েছিলেম। পার্ল্যামেণ্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে খুব তাক্ লেগে যায়; কিন্তু ভিতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না। একটা বড় ঘরে House বসে, ঘরের চারিদিকে গোল গ্যালারী, তার এক দিকে দর্শকেরা বসে, আর একদিকে খবরের কাগজের Reporterরা বসে। গ্যালারীর অনেকটা থিয়েটরের dress-circleএর মত। গ্যালারীর নীচে, অর্থাৎ থিয়েটরের জায়গায়, stall থাকে,—সেইখানে মেম্বররা বসে। তাদের জন্যে দুপাশে দশ দশখানি বেঞ্চি আছে, এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্ণমেণ্টের দল বসে, আর এক পাশের পাঁচ খানি বেঞ্চিতে বিপক্ষ দল বসে, আর সুমুখের একটা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর একটা কেদারা আছে—সেই খানে প্রেসিডেণ্টের মত এক জন (যাকে Speaker বলে) মাথায় পরচুলা

(wig) পোরে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বোসে থাকেন। যদি কেউ কখন কোন অন্যায় ব্যবহার বা কোন আইন বিরুদ্ধ কাজ করে, তাহোলে Speaker উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের reporterরা সব বসে, তার পেছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারি থাকে, সেইখানে মেয়েরা বসে, বাইরে থেকে মেয়েদের দেখা যায় না; দেখেছো পার্ল্যামেণ্টের মেয়েদের আব্রু কত! আমরা যখন গেলেম, তখন O'donnel বোলে এক জন Irish member ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, Press Act-এর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন কোরছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে Irish member-রা Houseএ অত্যন্ত অপ্রিয়—তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হোয়ে গেল। Houseএর ভাবগতিক দেখে আমি ভারি আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেম, এমন ছেলেমানুষী সচরাচর দেখা যায় না। যখন একজন কেউ বক্তৃতা কোরচে, তখন হয়ত অনেক মেম্বর মিলে "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" কোরে জানোয়ারের মত চীৎকার কোরে ডাকাডাকি কোর্‌চে, হাস্‌চে, এবং যত প্রকার অসভ্যতা করবার তা কোরচে। আমাদের দেশে সভায় ইস্কুলের ছোক্‌রারাও হয়ত এমন করে না। কিন্তু তাও দেখেছি, এখানকার অন্যান্য সভায় এ রকম গোলমাল চণ্ডীপাঠ হয় না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হোচ্চে আর মেম্বরেরা কপালের ওপর টুপী টেনে দিয়ে অকাতরে

নিদ্রা যাচ্চেন। একবার দেখলেম যে ভারতবর্ষীয় বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে ৯।১০ জনের বেশী মেম্বর ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা supper খেতে গিয়েছেন; আর যেই Vote নেবার সময় হোল অমনি সবাই চারদিক থেকে এসে উপস্থিত হোলেন। সবাই প্রায় ঘর থেকে ঠিক কোরে এসেছিলেন, কোন্ দিকে Vote দেবেন; বক্তৃতা শুনে বা কোন প্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তাতো বোধ হয় না। অনেক সময় Patriotism, Parti-ism-এর কাছে পরাস্ত মানে। যতদূর দেখেছি আমার ত বোধ হয় Conservative রা অত্যন্ত অন্ধভাবে তাদের দলের গোঁড়া। Liberal দের কতকটা reasonable বোলে মনে হয়, তারা যা ভাল বোঝে তাই করে, তাই জন্যে Liberalদের আপনাদের মধ্যেও এত মতভেদ। নাক কান চোকমুখ বুজে একটা দল-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লে আর বড় একটা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকে না। যাহোক্, আমি ভাবছিলেম, এই রকম দলাদলির ছিবলেমির উপর কত কত রাজ্য দেশের শুভাশুভ নির্ভর কোরচে!

গত বৃহস্পতিবারে House of Commons-এ ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চোলেছিল, সে দিন ব্রাইট সিভিল সর্ভিস্ সম্বন্ধে ও গ্ল্যাড্‌ষ্টোন তূলা-জাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। * টার

সময় পার্ল্যামেণ্ট খোলে। আমরা কতকগুলি বাঙ্গালী মিলে ৪টে না বাজ্‌তে বাজ্‌তে হৌসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনো হৌস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হৌসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চার দিকে Burke, Fox, Chatham, Walpole, প্রভৃতি রাজনীতি বিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তর মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রোয়েছে। প্রতি দরজার কাছে পাহারাওয়ালা পাকাচুলের পরচুলা-পরা। গাউন-ঝোলানো পার্ল্যামেণ্টের কর্ম্মচারীরা হাতে দুই একটা খাতা পত্র নিয়ে আনাগোনা কোরছিলেন। তাঁদের মনে কি ছিল, আমি অবিশ্যি ঠিক কোরে বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু তাঁদের সেই ভ্রূক্ষেপ-শূন্য মুখের ভাব দেখে আমার কল্পনা হোচ্ছিল, যেন তাঁরা মনে মনে দর্শনার্থীদের বোল্‌ছিলেন, "আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখ, আজকের কি হবে না হবে তাই দেখ্‌বার জন্যে তোমরাত দুয়ারের কাছে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছ, কিন্তু আমরা তা' সমস্ত জানি, এখন কিছু ভাংচিনে, ক্রমে ক্রমে সব টের পাবে।" তাঁদের দেখে আমার কি মনে পোড়ল জান? আমাদের দেশের গ্রেট্‌ন্যাশানেল থিয়েটরে যখন এখনো যবনিকা ওঠেনি, দর্শকেরা সব বোসে আছে, তখন ষ্টেজের সেই পাশের দরজা দিয়ে দুই একজন ষ্টেজসংক্রান্ত লোক একবার ষ্টেজ থেকে বেরোচ্ছেন, একবার ষ্টেজের মধ্যে ঢুকচেন, যেন তাঁরা দর্শকদের জানাতে চান—"তোমরা ত এ ষ্টেজের মধ্যে ঢুক্‌তে পার না, এর

ভিতরে কি হোচ্চে কিছুই জাননা, ঐ বেঞ্চিগুলো পর্য্যন্তই তোমাদের অধিকারের সীমা।" এই রকম তাঁদেরও সেই মহারহস্যময় মুখের ভাব! এই উইগ-গাউন্-পরা ব্যক্তিগণ পার্ল্যামেণ্টের ক্লার্ক। এঁদের হাতের কাগজ পত্রগুলো দেখ্‌লে গা-টা কেঁপে ওঠে। চারটের সময় হৌস্ খুলল। আমাদের কাছে Speaker's galleryর টিকিট ছিল। House of Commons-এ ৫ শ্রেণীর গ্যাল্যারী আছে,—Stranger's gallery, Speaker's gallery, Diplomatic gallery, Reporter's gallery, Lady's gallery. হৌসের যে কোন মেম্বরের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যাল্যারির টিকিট পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হোলে তবে বক্তার গ্যাল্যারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। Diplomatic galleryটা কি পদার্থ তা ভাল কোরে বোলতে পারিনে, আমি যে ক'বার হৌসে গিয়েছি, দুই একজন ছাড়া Diplomatic galleryতে লোক দেখ্‌তে পাই নি। Stranger's gallery থেকে বড় ভাল দেখা শুনো যায় না, তার সামনে Speaker's gallery, Speaker's galleryর সুমুখে Diplomatic gallery। আমরা গ্যালারিতে গিয়ে ত বোসলেম। পরচুলাধারী Speaker মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মত তাঁর সিংহাসনে গিয়ে বোসলেন। হৌসের সভ্যেরা-সব আসন গ্রহণ কোরলেন। কাজ আরম্ভ হোল। হৌসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হৌসের পূর্ব্ব অধিবেশনে এক এক জন মেম্বর বোলে রাখেন

যে "আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা কোরব, তার উত্তর দিতে হবে।" একজন হয়ত জিজ্ঞাসা কোরলেন, "অমুক জেলায় একজন মাজিষ্ট্রেট অমুক আইন-বিরুদ্ধ কাজ কোরেছেন, সেক্রেটরী মহাশয় তার কি কোন সংবাদ পেয়েছেন, আর সে বিষয়ে কি কোন বিধান কোরেছেন?" এ বিষয়ে যিনি দায়ী, তিনি উঠে তার একটা কৈফিয়ৎ দিলেন। সেদিন O'donnel নামে একজন Irish member উঠে জিজ্ঞাসা কোরলেন যে, "Echo এবং আরো দুই একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি কোন সংবাদ পেয়েছেন? আর সে সকল অত্যাচার কি খৃষ্টানদের অনুচিত নয়?" অমনি গবর্ণমেণ্টের দিক থেকে সার্ মাইকেল হিকস্‌বিচ্ উঠে ওডোনেলকে খুব কড়া কড়া দুই এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিষ্ মেম্বর ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন,—এই রকম অনেকক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি কোরে দুই পক্ষ শান্ত হোয়ে বোসলেন। এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমস্ত হোলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হৌস থেকে অধিকাংশ মেম্বর উঠে চোলে গেলেন। দুই একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সর্ব্বিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হৌসে দাখিল কোরলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য্য ও দয়া যেন

মাথানো। ব্রাইট্‌কে যখন আমি প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট্‌ বোলে চিন্‌তেম না, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট্‌ সে দিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হৌসে অতি অল্প মেম্বরই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন কোরছিলেন, এমন সময়ে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন উঠলেন। গ্ল্যাডষ্টোন ওঠবামাত্রেই সমস্ত ঘর একবারে ঘোর নিস্তব্ধ হোয়ে গেল, গ্ল্যাডষ্টোনের স্বর শুন্‌তে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আস্‌তে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পূরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মত গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হোতে লাগল, সে এমন চমৎকার যে কি বল্‌ব! কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জ্জন গর্জ্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে কোন লোক বোসেছিল, সকলই একেবারে স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডষ্টোনের কি এক রকম দৃঢ় স্বরে বলবার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর কোরে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি-বদ্ধ কোরে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের কোর্‌চেন। আর সেই রকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙ্গে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। আই-রিষ্‌ মেম্বর সলিভানের সঙ্গে গ্ল্যাডষ্টোনের বাগ্মিতার তফাৎ

কি জান? সলিভান খুব হাত পা নেড়ে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, হুটপাট কোরে বোলে যান, তাঁর বক্তৃতা মনে লাগে বটে, কিন্তু সে ভাব বড় বেশিক্ষণ থাকে না, তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জনও যেমন থামে, শ্রোতাদের মনও অমনি জুড়িয়ে যায়। গ্ল্যাডষ্টোন অনর্গল বলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন করা, তার কোন অংশ অসম্পূর্ণ নয়; তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেন না সে-রকম বলপূর্ব্বক বোল্‌লে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, তিনি যে কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন; তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার কোরে বলেন না, মনে হয় যা বোলছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস। গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতাও যেমন থাম্‌ল, অমনি হৌস শূন্যপ্রায় হোয়ে গেল, দুদিকের বেঞ্চিতে ৬।৭ জনের বেশী আর লোক ছিল না। গ্ল্যাডষ্টোনের পর স্মলেট্ যখন বক্তৃতা আরম্ভ কোরলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বোল্লেও হয়; কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউস্‌কে সম্বোধন কোরে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা কল্লেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই। দুই একজন মেম্বর, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প কোর্‌ছিলেন, কেউ বা চোখের ওপর টুপি টেনে দিয়ে ডিস্‌রেলীর পদচ্যুতির পর রাজ্যের

প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন। হৌসে Irish member-দের ভারি যন্ত্রণা; সে বেচারীরা যখন বক্তৃতা কর্‌তে ওঠে, তখন হাউসে যে অরাজকতা উপস্থিত হয় সে আর কি বলব! চারদিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, অভদ্র মেম্বরেরা হাঁসের মত "ইয়া" "ইয়া" কোরে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক "hear" "hear" শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়। এই রকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসম্বরণ কোরতে পারেন না, খুব জ্বোলে ওঠেন. আর তিনি যতই রাগ কোরতে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিষ্ মেম্বরেরা এই রকম জ্বালাতন হোয়ে আজকাল খুব প্রতিহিংসা পরায়ণ হোয়েছেন। হাউসে যে কোন কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর একজন কোরে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিব্রত কোরে তোলেন। আমি ঠিক কোরে বোলতে পারিনে, যে, আইরিষ্ মেম্বরেরা আগে থাকতেই ঐ রকম আচরণ কোরতেন বোলেই অন্যান্য মেম্বরেরা তাঁদের প্রতি ঐ রকম অত্যাচার করেন, কি, অন্যান্য মেম্বরদের কাছে অত্যাচার সোয়ে সোয়ে আইরিষ্ মেম্বরেরা এই রকম প্রতিহিংসা তুলতে আরম্ভ কোরেছেন। আমার স্বভাবতই আইরিষ্ মেম্বরদের প্রতি টান, সুতরাং স্বভাবতই আমার বিশ্বাস হয় যে, শেষোক্তটাই বেশী সম্ভব। এর কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়, মনে কর আইরিষদের অনুগ্রহ

কোরে পার্ল্যামেণ্টে স্থান দেওয়া হোয়েছে, আইরিষরা সেই অনুগ্রহ পেয়েই যদি শান্ত ছেলেগুলির মত হোসে বোসে থাক্‌ত, তাদের অস্তিত্ব আছে কি না আছে যদি জানা না যেত, তা হোলে অনুগ্রহ-কর্ত্তারা সন্তুষ্ট থাক্‌তেন, কিন্তু তারাও যদি অন্যান্য মেম্বরদের মত বাদানুবাদ কোর্ত্তে থাকে, নিজের মত প্রকাশ করে, অন্য লোকের মত প্রতিবাদ করে, তা হোলে সকলের চোটে ওঠা খুব স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়া-কৌন্সিলে যদি এক দল ভারতবর্ষীয় মেম্বর থাকে, আর তারা যদি জুজুর মত বোসে না থাকে, সকল কথাতেই "হাঁ" না দিয়ে যায়, আর সঙ্কুচিত স্বরে কিছু বোলতে গিয়ে অমনি গবর্ণমেণ্টের নীরব চোক্‌-রাঙ্গানি দেখে থতমত খেয়ে যদি না বোসে পড়ে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উৎসাহজনক পিট-থাবড়া খেয়ে আহ্লাদে যদি গোলে না পড়ে, তাহোলে তাদের কি দুর্দ্দশা হয় মনে কোরে দেখ দেখি! তাহোলে দুদিন বাদেই তাদের ঘাড়ে হাতটি দিয়ে বলা হয়, "বেরোও, বেরোও, বাপুগণ!" ইংলণ্ডে, সভ্যদেশে, সমস্ত য়ুরোপের চোখের সামনে এ রকম ঘোটতে পারে না; একবার যখন তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তুমি নিজে রাজি হোয়ে তাদের সমান অধিকার দিলে, বোল্লে যে, তোমাতে আমাতে আর বিভিন্নতা রইল না, তবে আজ কেন খুঁৎ-খুঁৎ কর? কিন্তু লোকে তা' ক'রে থাকে। আমাকে যদি

কোন লেখক তার লেখা শোনাতে আসে, আর বিশেষ কোরে বলে যে, "তুমি খুব স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ কোরো, আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না।" তা শুনেই যে আমি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করি তা' নয়, কেন না আমি মনে করি, ও-ব্যক্তি অত কোরে বোল্‌ছে যখন, তখন ওর ধ্রুব বিশ্বাস যে, ওর লেখায় এমন কোন দোষ নেই, যা' আমি বের করতে পারি। আমি এখেনে দুজন ব্যক্তিকে বাঙ্গলা পড়াতেম, তাঁদের দুজনের মধ্যে যিনি একটু ভাল পড়তে পারতেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, যে, "আমাদের দুজনের মধ্যে কে শীঘ্র শিখতে পারে?" আমি একটু ইতস্তত: করাতে তিনি বোল্লেন, "তোমার কিছু মাত্র ভয় নেই, আমাকে নিন্দে কোরলে আমার তিল মাত্র কষ্ট হবে না।" অত কোরে কেন বল্লেন; জান? তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জান্‌তেন যে, আমি তাঁর প্রশংসা কোর্‌বো। যিনি ভাল শিখতে পারতেন না, তিনি আমাকে ও-কথা জিজ্ঞাসাই কোরতেন না। এক দল বিজ্ঞ, বৃদ্ধ, তাঁদের সভায় আমাকে প্রবেশ কোর্‌তে অনুমতি দিয়ে বোল্‌তে পারেন যে, আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোর্‌তে তোমাকে পূর্ণ অধিকার দিলেম, কিন্তু সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোর্‌তে গেলে তাঁরা মনে মনে রাগ কোর্‌তে ত্রুটি করেন না। এর দুটো কারণ থাক্‌তে পারে; এক, তাঁরা যখন অধিকার দেন, তখন তাঁদের মনে মনে বিশ্বাস থাকে

যে, বিজ্ঞতায় ও বালকের চেয়ে আমরা এত শ্রেষ্ঠ যে, আমাদের কাছে ও ঠোঁট খুল্‌তে পার্‌বে না; নয়, তাঁদের সকলের মত এই যে, বালকের কাছ থেকেও জ্ঞান শিক্ষা করা যায়, কিন্তু সে মতের চারাগাছটি তাঁদের মাথায় সবে জোন্মেছে মাত্র, তার ডালপালা হৃদয় পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে নি। তাঁদের মত বটে যে, সকলকে সমভাবে দর্শন করা উচিত, কিন্তু সমভাবে দর্শন করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাঁদের মত যতক্ষণ কার্য্য-ক্ষেত্রে না নাবে, ততক্ষণ তাঁরা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কোরতে পারবেন,—এই কল্পনার উপর বিশ্বাস কোরে দশ জনকে সমবেত কোরলেন, কিন্তু যেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহার কোরতে আরম্ভ কোরলেন, অমনি দেখ্‌লেন তাঁদের বুকের ভিতরে লাগে। আমার বোধ হয়, ইংরাজ মেম্বরদের সঙ্গে আইরিষ মেম্বরদের এই রকম সম্পর্ক। পার্লামেণ্টের কথা তবে আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌।

পঞ্চম পত্র।

প্রাণিবৃত্তান্তের সূচিপত্রে ইঙ্গ-বঙ্গ নামক এক অদ্ভুত নতুন জীবের উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—তাদের ক'টা ক্ষুর ক'পাটি দাঁত, ও সিংহচর্ম্ম তাদের গায়ে ঢিলে হয় কি

কথা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ সমেত একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখ্‌বার বাসনা আছে, সকলে অবধান কর। "এই বেড়াল বনে গেলেই বন বেড়াল হয়।" তোমাদের সেই বন্ধু, যে "হংস মধ্যে বকো যথা" হোয়ে তোমাদের মধ্যে থাক্‌ত, যা'র বুদ্ধির অভাব দেখে তোমরা অত্যন্ত ভাবিত ছিলে, ইস্কুলের মাষ্টাররা যাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া কর্‌বার আশা একেবারে পরিত্যাগ কোরেছিলেন, সেই যখন এ বন থেকে ফিরে যাবে, তখন তার ফুলোনো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা দেখে তোমরা আধখানা হোয়ে, পিছু হোটে হোটে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ-বেতালের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি "Oberon" ফির্‌বে, সে তোমাদের প্রতি-লোকের চোখে এমন একটি মায়া-রস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দ্দভ-মুখসিত "Bottom"-এর মতও দেখ্‌তে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হোয়ে যাবে।

বিলেতে নতুন এসেই বাঙ্গালীদের চোখে কোন্ জিনিষ ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙ্গালীদের কি রকম লাগে, সে সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাততঃ কিছু বোলব না। কেন না, এ সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যাঁরা পূর্ব্বে বিলেতে অনেক কাল ছিলেন, ও বিলেত যাঁরা খুব ভাল

কোরে চেনেন, তাঁরা আমাকে সঙ্গে কোরে এনেছেন, ও তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস কোরছি। বিলাতে আস্বার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুন্‌তে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিষ নিতান্ত নতুন মনে হোয়েছে, এখানকার লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট্ খেয়ে খেয়ে আচার ব্যবহার আমাকে শিখ্‌তে হয় নি। এখানকার সমাজের স্ফটিক-শালায় প্রবেশ কোরে যখনি জল মনে কোরে কাপড় তুলতে গিয়েছি, তখনি আমার সঙ্গী আমাকে চোখ টিপে বোলে দিয়েছেন "এ জল নয়, এ মেজে।" সুতরাং আমাকে অপ্রস্তুত হোতে হয় নি। এখানকার চাকচিক্যময় সমাজের দেয়াল-ব্যাপী আয়না দেখে আমি দরজা মনে কোরে যেমন সেই দিকে যাবার উদ্যোগ কোরেছি, আমার সঙ্গী অমনি আমার কাণে কাণে বোলে দিয়েছেন যে, "এ দরজা নয়, এ দরজা নয়, এ দেয়াল।" সুতরাং মাথা ঠুকে ঠুকে আমাকে শিখ্‌তে হয় নি যে, সেটা দরজা নয়, দেয়াল। অন্ধকারে প্রথম এলে কিছু দেখা যায় না, অনেক ক্ষণ থাক্‌লে অন্ধকার চোখে অনেকটা সোয়ে গেলে তার পরে চার দিকের জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু আমাকে সে রকম কোরে দেখতে হয় নি, আমার সঙ্গেই আলো ছিল। আমি তাই ভাব্‌ছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাততঃ তোমাদের কিছু বোলব না। এখানকার দুই এক জন বাঙ্গালীর

মুখে তাঁদের যে রকম বিবরণ শুনেছি, তাই তোমাদের লিখ্‌ছি।

জাহাজে ত তাঁরা উঠ্‌লেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই এঁদের প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তা'দের "সার্ সার্" (Sir) বোলে সম্বোধন কোর্‌তেন, তাদের কোন কাজ কোর্‌তে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো বাধো কোর্‌ত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসঙ্কোচ ভাবে থাক্‌তেন। কোথায় কি কোর্ত্তে হবে রে বাপু, গোরা কাপ্তেন, গোরা মাঝি, পাছে রুখে দু কথা শুনিয়ে দেয়, নিতান্তই তাদের আশ্রয়ে আছি, কালো মানুষ দেখেও যে, টিকিট কিন্‌তে দিয়েছেন, এই তাঁদের যথেষ্ট অনুগ্রহ। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে, ও রকম সঙ্কোচ বোধ হত, তার আর একট কারণ ছিল—"এক জন ইংরাজ যাত্রীর চেয়ে আমাদের ও রকম সঙ্কোচের ত্রস্ত অবস্থা কেন হয়,জান? সেটা কেবল ভয়ে নয়, তাব সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। আমাদেব কপালে 'নেটিব' বোলে একেবাবে মার্কা মারা ছিল, আমবা যদি একটা কোন দস্তব বিরুদ্ধ কাজ করি, তা হোলে সাহেবরা হেসে উঠবেন, বলবেন ওটা অসভ্য, কিছু জানে না। তাই জন্যে যে কাজ কোর্ত্তে যাই, মনে হয়, পাছে এটা বেদস্তর হোয়ে পড়ে, আর বেদস্তর কাজ কোরলে তারা হুট কোরে তাড়িয়েই বা দেয়, আর যদি বা তাড়িয়ে না

দেয়, নেটিব বোলে হেসেই বা উঠে।" জাহাজে ইংরাজদের সঙ্গে মেশা বড় হোয়ে ওঠে না। যে সাহেবেরা তখন জাহাজে থাকেন, তাঁরা টাট্‌কা ভারতবর্ষ থেকে আস্‌চেন, সে "হজুর, ধর্ম্মাবতার"গণ কৃষ্ণবর্ণ দেখলে নাক তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে চোলে যান, ও এই ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট লক্ষণগুলি সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ কোরে কৃষ্ণ-চর্ম্মের মনে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার কোরেছেন জেনে মনে মনে পরম সন্তোষ উপভোগ করেন। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরাজ দেখতে পাবে, তাঁরা হয়ত তোমাকে নিতান্ত সঙ্গী-হীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা কোর্‌বেন, জান্‌বে তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক, বংশাবলীক্রমে তাঁরা ভদ্রতার বীজ পেয়ে আস্‌চেন, তাঁরা এখানকার কোন অজ্ঞাত-কুল থেকে অখ্যাত নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ফেটে আট-খানা হোয়ে পড়েন নি। এখানকার গলিতে গলিতে যে "জন, জোন্স, টমাস্"—গণ কিল্‌বিল কোর্‌চে, যাদের মা, বাপ, বোনকে, একটা কসাই, একটা দরজী, ও এক জন কয়লা-বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হোয়ে যায়, যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়ত সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তাশুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হোয়ে তাদের পথ ছেড়ে

মেয়, তাদের এক একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এরকম অবস্থায় সে ভেকদের পেট উত্তরোত্তর ফুল্‌তে ফুল্‌তে যে হস্তীর আকার ধারণ কোরবে, আমি ত তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনে। তারা রক্তমাংসের মানুষ বৈত নয়, যে দেশেই দেখ না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান পদ পায়, তখনি সে চোক রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে মহত্বের একটা আড়ম্বর, আস্ফালন কোরতে থাকে; এর অর্থ আর কিছু নয়, তারা মহত্বের শিক্ষা পায়নি। যে সাঁতার জানে না, তাকে জলে ছেড়ে দেও, সে অবিশ্রান্ত হাত পা ছুঁড়তে থাক্‌বে, তার কারণ, সে জানে না যে, ভেসে থাক্‌বার জন্যে অন্য কৌশল আছে। যে কোন জন্মে ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দেও, ঘোড়া বিপথে গেলে সে চাবুক মেরে মেরেই তাকে জর্জ্জরিত কোরবে; কেন না, সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে সোজা পথে আনা যায়। কিন্তু ভদ্র ইংরেজদের দেখ, তাঁদের কি সুন্দর মন! মাঝে মাঝে এক একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা আংগ্লো-ইণ্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গার্ব্বিত হোয়ে ওঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খল-ছিন্ন হোয়ে, সহস্র সহস্র সেবক-দের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও ভদ্র মনের এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা। দূর হোক্‌গে—আমি কি

কথা বোলতে কি কথা পাড়লেম দেখ! যাহোক্, এতক্ষণে জাহাজ সাউথ্হাম্পটনে এসে পৌঁচেছে, বঙ্গীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লণ্ডন উদ্দেশে চোল্লেন। ট্রেণ থেকে নাব্‌বার সময় একজন ইংরাজ গার্ড এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কোল্লে, তাঁদের কি প্রয়োজন আছে, কি কোরে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে; তাঁরা মনে মনে বোল্লেন "বাঃ! ইংরেজরা কি ভদ্র!" ইংরাজরা যে এত ভদ্র হোতে পারে, তা' তাঁদের জ্ঞান ছিল না; অবিশ্যি তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হোল, কিন্তু তা হোক্, আমাদের দেশে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে একটু আদর ও ভদ্রতা পাবার প্রত্যাশে রাজা রায়বাহাদুররা কত হাজার হাজার টাকা খরচ কোরচেন, তবুও ভাল কোরে কৃতকার্য্য হোতে পারচেন না; এ জেনে এক জন নবাগত বঙ্গ-যুবক একজন যে কোন শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটি মাত্র সেলাম পেতে, অকাতরে এক শিলিং ব্যয় কোর্ত্তে পারেন। যাহোক্, বিলেতে প্রথম পদার্পণ করবামাত্রেই তাঁরা এই অতি নতুন ও আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করেন যে, ইংরাজরা কি ভদ্র! আমি যাঁদের বিষয় লিখছি, তাঁরা অনেক বৎসর বিলাতে আছেন, বিলেতের নানা প্রকার ছোট-খাটো জিনিষ দেখে তাঁদের কি রকম মনে হোয়েছিল, তা' তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে সব বিষয় তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক কোরে রেখেছিলেন। ঘর-ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো, একটা বড় আয়না এক জায়গায় ঝোলানো রোয়েছে, কৌচ, কতকগুলি চৌকি, দুই একটা কাঁচের ফুলদানি, এক পাশে একটি ছোট পিয়ানো। কি সর্ব্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বোল্লেন, "আমরা কি এখেনে বড়-মানুষী কোর্ত্তে এসেছি? আমাদের বাপু বেশী টাকা কড়ি নেই, এরকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!" তাঁদের বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে, বহুপূর্ব্বে তাঁদেরো এক দিন এই রকম দশা ঘোটেছিল; নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙ্গালী মনে কোরে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে সেই বন্ধুরা বোল্লেন, "এখানকার সকল ঘরই এই রকম!" তাঁরা বোল্লেন "বটে!" দেশের উপর বৈরাগ্যের এই তাঁদের প্রথম সূত্রপাত হোল। তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশে সেই একটা সেঁৎসেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্ততঃ হুঁকোর বৈঠক রোয়েছে, কোমরে একটু খানি কাপড় জড়িয়ে জুতো জোড়া খুলে দুচার জনে মিলে শতরঞ্চ খেলা যাচ্ছে, বাড়ির উঠোনে একটা গরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে, ইত্যাদি। সেখান থেকে এসে এ কার্পেট-মোড়া, চিত্রিত-দেয়াল, চৌকি-টেবিল-সমা-

কুল ঘরে বাস কোরতে পাওয়া অনেক জন্মের অনেক তপস্যার ফল বোলে মনে হয়!” তাঁরা বলেন,—প্রথম প্রথম দিনকতক তাঁদের সে ঘর কেমন আপনার মত মনে হোত না, চৌকীতে বোস্‌তে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ কোরতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হত। কৌচে বোস্‌তে হোলে অত্যন্ত আড়ষ্ট হোয়ে বোস্‌তেন, ভয় হোত, পাছে কৌচ ময়লা হোয়ে যায়, বা কোন প্রকার হানি হয়; তাঁদের মনে হোত, কৌচ-গুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া হোয়েছে, ওগুলো ব্যবহার কোরতে দিয়ে মাটি করা কখনই ঘরের কর্ত্তার অভিপ্রেত হোতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব ত এই, তার পরে আর একটি প্রধান কথা বলা বাকি আছে।

বিলেতে ছোটখাট বাড়িতে “বাড়িওয়ালা” বোলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়ত, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, “বাড়িওয়ালী”-র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোন প্রকার বোঝা পড়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওয়ালীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম বাড়িতে পদার্পণ কোরলেন, দেখলেন, এক বিবি এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের “সুপ্রভাত” অভিবাদন কোরলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হোয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে অতি আড়ষ্ট হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের

অন্যান্য ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসঙ্কুচিত স্বরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে কর একটা জীবন্ত বিবি—জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন সে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গ-যুবকের অত্যন্ত ভক্তির উদয় হোল, কোন কালে যে এই অসমসাহসিকদের মত তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হোল না। যা হোক্, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত কোরে দিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধোরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্য্যাপ্ত হাস্যকৌতুক কোর্‌লেন। পূর্ব্বোক্ত গৃহ-কর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীত ভাবে, কি চাই কি না চাই, জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে আস্‌ত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হোত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যে দিন তিনি এই বিবিকে একটুখানি ধম্‌কাতে পেরেছিলেন, সে দিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। জীবনের মধ্যে এই প্রথম একজন ইংরেজকে, একজন বিবিকে ধমকাতে পেরেছিলেন, অথচ সে দিন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্ব্বত চলাফেরা কোরে বেড়ায় নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি!

কার্পেট-মোড়া ঘরে তাঁরা অত্যন্ত সুখে বাস কোরচেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশে আমার নিজের ঘর বোলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; আমি যে ঘরে বোসতেম,

সে ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত কচ্চে, আমি এক পাশে বসে লিখ্‌চি, দাদা এক পাশে একখানা বই হাতে কোরে ঢুলচেন, আর এক দিকে মাদুর পেতে গুরু মশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর কোরে কোরে নামতা পড়াচ্চেন। এখানে আমার নিজের ঘর, আমার নিজের মনের মত কোরে সাজালেম, সুবিধামত কোরে বইগুলি এক দিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোন ভয় নেই যে, এক দিন পাঁচটা ছেলে মিলে সে সমস্ত ওলট-পালট কোরে দেবে, আর এক দিন ছুটোর সময় কালেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্চে না, অবশেষে অনেক খোঁজ খোঁজ কোরে দেখা যাবে বাড়ির ভিতরে মেজ মাসীমার কুলুঙ্গির উপর একখানা, দাদার বালিশের নীচে একখানা, আর একখানি নিয়ে আমার ছোট ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত আছেন। এখানে তোমার নিজের ঘরে তুমি বোসে থাক, দরজাটি ভেজানো, সট্‌ কোরে না বোলে কোয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোক্‌বার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারিদিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় নি, নিরিবিলি নিরালা, কোন হাঙ্গাম নেই।” স্বদেশের উপর ঘৃণা জন্মাবার সূত্রপাত এই রকম কোরে হয়। তার পরে একবার যখন তোমার মন বিগড়ে যায়, তখন তুমি খিটখিটে হোয়ে ওঠ, দেশের আর কিছুই ভাল

লাগে না, নানাপ্রকার খুঁটিনাটি খোরতে প্রবৃত্তি হয়। তার পরে যখন বিবিদের সমাজে মিশতে আরম্ভ কর, তখন দেশের উপর ঘৃণা বদ্ধমূল হোয়ে যায়। প্রায় দেখা যায়, আমাদের দেশের পুরুষরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড় মেশেন না; তার কতকগুলি কারণ আছে। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে এক-রকম বলিষ্ঠ স্ফূর্ত্তির ভাব থাকা চাই, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাধো-বাধো নাকি-সুরে দুচারটে সসঙ্কোচ "হাঁ না" দিয়ে গেলে চলেনা, খুব প্রাণখুলে কথা কওয়া চাই, পাঁচটা লোক দেখেই একেবারে অভিভূত হোয়ে পোড়েছি—এ রকম ভাব প্রকাশ না পায়; রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অবাধে তোমার স্বাধীন মত ব্যক্ত কোর্ব্বে, তোমাকে কেউ ঠাট্টা কোরলে তুমি অমনি সরমে মোরে যেওনা, তুমিও তোমার আলাপীর সঙ্গে ঠাট্টা কোরে মজা কোরে ঘর সরগরম কোরবে, বহুদিনের পর তোমার পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলে "Hallow my old boy" বোলে খুব সবল সেক্‌হ্যাণ্ড কোরবে, আর খুব গড়গড় কোরে কথা কোয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের এ রকম ভাব প্রায় দেখা যায় না। বাঙ্গালী অভ্যাগত ডিনার টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে অতি মৃদু ধীরস্বরে মিষ্টি-মিষ্টি টুক্‌রো-টুক্‌রো দুই একটি কথা আধ-আধ গলানো-সুরে কইতে পারেন, কোমল মধুর হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটো রস-গর্ভ বাক্য বলতে পারেন, আর সে মহি-

লার সহবাসে তিনি যে স্বর্গ-সুখ উপভোগ কোরছেন, তা তাঁর মাথাব চুল থেকে বুট-জুতোর আগা পর্য্যন্ত প্রকাশ হোতে থাকে, সুতরাং বিবি-সমাজে বাঙ্গালীরা খুব পসার কোরে নিতে পারেন। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশ্‌তে গেলে অনেক পড়াশুনো থাকা চাই, নইলে অনেক কথায় অপ্রস্তুত হোতে হয়, একটা বড় কথা পোড়লে আমরা আমাদের পুরাতন চাণক্য ঋষির উপদেশ স্মরণ করি, অর্থাৎ "তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে!" কিন্তু পুরুষ সঙ্গীদের কথাবার্ত্তায় খুব যোগ না দিলে তেমন মেশামেশি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। মহিলাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমাদের বড় শিক্ষার দরকার করে না, সে বিষয়ে আমাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব। আমাদের দেশের ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্ত-জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

একদিন আমাদের নবাগত বঙ্গ-যুবক তাঁর প্রথম ডিনা-রের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণ সভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা Miss অমুকের বাহুগ্রহণ কোরে আহারের টেবিলে গিয়ে বোস্‌লেন। মিসের প্রতি হাসি, প্রতি কথা তাঁর হৃদয়ের সমুদ্রে এক একটা বিপর্য্যয় তরঙ্গ তুলতে লাগল। আমরা আমা-দের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাইনে,

তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারিনে, আমরা কোন অপরিচিত মহিলার মুখ থেকে ছুটো কথা শুনতে পেলে আহ্লাদে গোলে পড়ি, সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্ম্ম-গ্রহন কোরতে পারিনে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের ওপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি, নইলে এত হাসি, এত কথা কেন? যাহোক্, আমাদের বঙ্গ-যুবকটি তাঁর এই প্রথম ডিনারেব নিমন্ত্রণে এক জন মহিলা, বিশেষতঃ একজন বিবির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টহাসি ও মিষ্টালাপ পেয়ে অত্যন্ত উল্লসিত আছেন। তিনি মিস্‌কে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অনেক কথা বোল্লেন, বোল্লেন—তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভাল লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে তাঁর ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে; এ কথা বলার অভিপ্রায় এই যে; বিবিটির মনে বিশ্বাস হবে যে তিনি নিজে সমস্ত কুসংস্কার হোতে মুক্ত, শেষকালে ছুই একটি মিথ্যে কথাও বোল্লেন; বোল্লেন, তিনি সুন্দর বনে বাঘ শিকার কোর্ত্তে গিয়েছিলেন, একবার নিতান্ত মোরতে মোরতে, কেবল অসমসাহসিকতা কোরে, বেঁচে গিয়েছিলেন। মিস্‌টি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অতি ভাল লেগেছে, তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোলেন, ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে

হাস্‌তে লাগলেন। "আহা, কি গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই একটি 'হাঁ না,'—যা' এত মৃদু যে, ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা' অযাচিত ভাবে মদিরার মত মাথার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!" প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে আমাদের বঙ্গ-যুবকের মনে এই কথা গুলি ওঠে। সেই দিনেই তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চিঠিলেখা স্থগিত কোরলেন!

এখন তোমরা হয়ত বুঝতে পারচ, কি কি মস্‌লার সংযোগে বাঙ্গালী বোলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্গ্‌লো-অ্যাঙ্গ্‌লি-ক্যান কিম্বা ইঙ্গ-বঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। আমি অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা কোরেছি, সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত কোরে লিখতে পারি নি। আমি তার বড় বড় দুই একটা কারণ দেখিয়েছি, কিন্তু এত সব ছোট ছোট বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে যে, সে সকল খুঁটি নাটি কোরে বর্ণনা কোর্ত্তে গেলে আমার পুঁথি বেড়ে যায়, আর তোমাদের ধৈর্য্যও কোমে যায়। সুতরাং এই খানেই সে সকল বর্ণনা সমাপ্ত করা যাক্।

এখন মনে কর, এক বৎসর বিলেতে থেকে বাঙ্গালী তাঁর দেহের ও মনের প্রথম খোলষ পরিত্যাগ কোরেছেন, ও হ্যাটকোট পরিধান কোরে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হোয়েছেন, ও

মনে মনে কল্পনা কোরচেন যে, এত দিনে তিনি গুটি-পোকাত্ব ত্যাগ কোরে প্রজাপতিত্বে উপস্থিত হোয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁকে একবার আলোচনা কোরে দেখা যাক্। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি মহা চোটে উঠেছ; তুমি বোলচ, "বিলেতে গিয়ে বাঙ্গালীদের বর্ণনা কোরতে বসাও যা, আর গোলকুণ্ডায় গিয়ে রাণীগঞ্জের পাথুরে কয়লার বিষয় লেখাও তাই!" কিন্তু স্থির হও, আমি তোমাকে কারণ দেখাচ্ছি। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, বিলাতী বাঙ্গালীর চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে। ইংরাজ ও আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙ্গালী ও ইঙ্গ-বঙ্গও তেমনি দুই স্বতন্ত্র জীব। এই জন্যে ইঙ্গ-বঙ্গদের বিষয়ে তোমাদের যত নতুন কথা ও নতুন খবর দিতে পারব, এমন বিলেতের আর খুব কম জিনিষের উপর দিতে পারব। ইঙ্গ-বঙ্গদের সংখ্যা এত সামান্য, যে, তুমি মনে কোরতে পার, আমি ব্যক্তি বিশেষদের উপর কটাক্ষ কোরে বোলছি, কিন্তু তা' নয়; আমি ইঙ্গ-বঙ্গদলের একটা সাধারণ আদর্শ কল্পনা কোরে নিয়েছি, আমার চারদিককার অভিজ্ঞতা থেকে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের বিলেতে এলে কি কি পরিবর্ত্তন হতে পারে তাই ঠিক কোরেছি, ও সেইগুলি সমষ্টি বদ্ধ কোরে একটা সমগ্র চিত্র আঁক্‌তে চেষ্টা কোর্‌ছি।

ইঙ্গ-বঙ্গদের ভাল কোরে চিন্‌তে গেলে তাঁদের তিন

রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরাজদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীদের সুমুখে কি রকম ব্যবহাব করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সুমুখে কি রকম ব্যবহাব কবেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তাঁরা বোলবেন, "আমরা তিন জায়গায় সমান ব্যবহার করি, কেননা আমাদের একটা 'Principle' আছে।" কিন্তু সেটা একটা কথার কথা মাত্র, আমি সে কথা বড় বিশ্বাস করি নে। একটি ইঙ্গ-বঙ্গকে একজন ইংরেজের সুমুখে দেখ, তাঁকে দেখ্‌লে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব! ভদ্রতার ভারে প্রতিকথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পোড়্‌ছে, মৃদু ধীর স্বরে কথাগুলি বেরোচ্ছে; তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম কোরে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ কোর্‌তে হোলো বোলে অপর্য্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর অজস্র ভদ্রতা দেখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তুষ্ট মনে প্রার্থনা কোর্ত্তে থাকেন যে, তিনি যেন জন্ম জন্ম এই রকম প্রতিবাদ করেন। কথা কোন্ আর না কোন্, এক জন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ চুপ কোরে বোসে থাক্‌লেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হোতে থাকে কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখ, দেখ্‌বে, তিনিই একজন মহা তেরিয়া-মেজাজের লোক। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেত-

বাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া ভারি! এই "তিন বৎসর" ও "এক বৎসরের" মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা' হোলে তুমি "তিন বৎসরের" প্রতাপটা একবার দেখ্‌তে পাও! তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝা-পড়া হোয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হোয়ে গেছে! যিনি প্রতিবাদ কোর্‌চেন, তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন "ভ্রান্ত," কখনো বা মুখের ওপর বলেন "মূর্খ!" তাঁর ভদ্রতা একটি গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, তার বাইরে প্রায় পদার্পণ করে না। ব্যক্তি বিশেষের জন্যে তিনি তাঁর ভদ্রতার বিশেষ বিশেষ মাত্রা স্থির কোরে রেখেছেন। ইংলণ্ডে যারা জন্মেছে, তাদের জন্যে বড় চামচের এক চামচ,—ইংলণ্ডে যারা পাঁচ বৎসর আছে, তাদের জন্যে মাজারী চামচের এক চামচ,—ইংলণ্ডে যারা সম্প্রতি এয়েছে, তাদের জন্যে চায়ের চামচের এক চামচ,—ও ইংলণ্ডে যারা মূলে যায় নি, তাদের জন্যে ফোঁটা দুই-তিন ব্যবস্থা! ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্য নিয়ে তাঁদের ভদ্রতার মাত্রার ন্যূনাধিক্য হয়। তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি, তাঁদের "Principle"—এর পায়ে গড় করি!

বিলেতে এলে লোকে "Principle" "Principle" কোরে মহা কোলাহল কোর্ত্তে থাকে, কিন্তু আমি ও-রকম বাক্যের আড়ম্বর সইতে পারিনে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে চাই, "বাস্তবিক কি তোমরা একটা স্থির মত বেঁধেছ?

আর সে মতগুলি বাঁধ্‌বার আগে কেন যে সে গুলি গ্রহণ কোর্‌লে তা' কি বিচার কোরে দেখেছ?" তাঁরা সকলেই বোলে উঠ্‌বেন "হাঁ;" কিন্তু আমি হলপ্ কোরে বোল্‌তে পারি, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বুই জন তা' করেন নি। ইংরেজরা তাঁদের যদি বলে যে, কাকে তাঁদের কান উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তা' হোলে কানে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন! সে দিন একজন গল্প কোর্‌ছিলেন, যে তাঁকে আর এক জন বাঙ্গালী জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন যে, 'মশায়ের কি কাজ করা হয়?' এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বোলে উঠ্‌লেন, "দেখুন্ দেখি, কি Barbarous!" আমি আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলেম, "কেন Barbarous বুঝিয়ে দিন ত, মশায়।" তিনি কোন মতে বোঝাতে পার্‌লেন না, তাঁর ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরী না করা নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে, তার জন্যে অন্য কারণ অনুসন্ধানের আবশ্যক করে না। আমি তাঁকে বল্লেম যে, "দেখুন মশায়, ইংরেজরা একটা জিনিষ মন্দ বলে বোলে আপনি অবিচারে অকাতরে সেটাকে মন্দ বোল্‌বেন না। কেন ইংরেজরা মন্দ বোল্‌চে, সেটা আগে বিচার কোরে দেখ্‌বেন, তার পরে যদি যুক্তি-সিদ্ধ

মনে হয়, তা হোলে না হয় মন্দ বোলবেন। চাক্‌রীর কথা জিজ্ঞাসা করা ইংরাজেরা যে, কেন মন্দ বলে তার অবিশ্যি কারণ আছে; অল্প বেতনে আপনি হয়ত অতি সামান্য চাকরী কোরচেন, আপনাকে চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা কোরলে আপনার হয়ত উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন Barbarous বোলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তখন এ সকল কারণ্‌ বিবেচনা করেন নি।" এর থেকে বেশ বুঝতে পারবে যে, যে ইঙ্গ-বঙ্গগণ আমাদের দেশীয়-সমাজে নানা প্রকাব কুসংস্কার আছে বোলে নাসা কুঞ্চিত করেন, বিলেত থেকে তাঁরা তাঁদের কোটের ও প্যাণ্টলুনের পকেট্‌ পুরে রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে যান। কুসংস্কার আর কাকে বলে বল? যতক্ষণ তুমি তোমার বিশেষ সংস্কারের একটা সন্তোষজনক কারণ দেখাতে না পার, ততক্ষণ আমি তাকে কুসংস্কার বোল্‌ব। অতএব হে ইঙ্গবঙ্গ, তুমি ভারতবর্ষের প্রতি সামাজিক আচার ব্যবহারকে যে Prejudice বোলে ঘৃণা কর, সেই ঘৃণা করাটাই হয় ত এক প্রকার Prejudice। তুমি হয়ত জাননা যে তুমি কেন ঘৃণা কোরচ। তোমার হয়ত একটা দারুণ কুসংস্কার আছে, যে তুমি ব্যতীত তোমার স্বদেশ-জাত আর সমস্ত দ্রব্যই মন্দ। আমি এক এক সময় ভাবি, এক জন বুদ্ধিমান প্রাণীর মনে কি রকম কোরে এ রকম অন্ধ কুসংস্কার জন্মাতে পারে। সে দিন

এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হোচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশ ভূষা করিনে, ইত্যাদি—শুনে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ যুবক অধীরভাবে আমাকে বোলে উঠলেন, যে, "আপনি অবিশ্যি, মশায়, এ সকল অনুষ্ঠান ভাল বলেন না।" আমি বল্লেম "কেন নয়? মৃত আত্মীয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করাতে আমিত কোন দোষ দেখিনে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে শোক প্রকাশ করবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। ইংরাজেরা কালো কাপড় পোরে শোক প্রকাশ করে বোলে শাদা কাপড় পোড়ে শোক প্রকাশ করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে কোরো না; আমি দেখছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না বোলে আমাদের দেশের লোকের ওপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হোত, ও মনে কোরতে, হবিষ্যান্ন খায় না বোলেই আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা, আর হবিষ্যান্ন খেতে আরম্ভ কোরলেই আমাদের দেশ উন্নতির চরম-শিখরে উঠতে পারবে।" এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হোতে পারে! ইঙ্গ-বঙ্গরা বলেন, দেশে গিয়ে দেশের লোককে সন্তুষ্ট করবার জন্যে দেশের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন করা ভীরুতা, শুদ্ধ তাই নয়, তাঁদের মহামান্য Principle-এর বিরুদ্ধাচরণ। এ কথা শুনতে বেশ, কিন্তু এই মহাবীরদের একবার জিজ্ঞাসা কর, তাঁরা বিলেতে কি করেন।

তাঁরা ঘাড় নত কোরে ইংরাজদের কুসংস্কারের অনুসরণ করেন কি না? তাঁরা জানেন সে গুলি কুসংস্কার, তবু জেনে শুনে সে গুলি পালন করেন কি না? তুমি হয়ত জান, ইংরেজেরা এক টেবিলে তেরজন খাওয়া অত্যন্ত অলক্ষণ মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস, তা হোলে এক বৎসরের মধ্যে তাঁদের এক জনের মৃত্যু হবেই। একজন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন, তখন কোন মতে তেরজন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা কোরলে বল্লেন, "আমি নিজে অবিশ্যি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে কষ্ট পান, তাই জন্যে বাধ্য হোয়ে এ নিয়ম পালন কোরতে হয়।" খুব উদার হৃদয় বটে! কিন্তু দেশে গিয়ে এ উদারতা কোথায় থাকে? তুমি হয়ত একটি সামান্য দেশাচার পালন কোরলে তোমার বাপ, মা, ভাই, বোন, তোমার সমস্ত দেশের লোক অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, তখন কি তুমি তাঁদের সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সেই দেশাচারের উপর তোমার বুট-শুদ্ধ পদাঘাত কর না? এইরূপ পদাঘাত কোরতে পারলে বোলে কি সমস্ত বৎসরটা অত্যন্ত মনের আনন্দে থাক না? সে দিন একজন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা কোরতে যেতে বারণ কোর্‌ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বোল্লেন, "রাস্তার লোকেরা কি মনে কোরবে?" রাস্তার লোকের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন কোরে তিনি যদি রবিবারে খেলা না করেন, তবে আত্মীয় স্বজনের কুসং-

স্কার বা সুসংস্কার বা নির্দোষ সংস্কার ছুটি কোরে রাম-নবমীর দিনে তিনি দেশে গোমাংস ভক্ষণ করেন কেন?— Principle!!!

কুসংস্কার মানুষকে কতদূর অন্ধ কোরে তোলে, তা' বাঙ্গালার অশিক্ষিত কৃষীদের মধ্যে অনুসন্ধান করবার আব-শ্যক করে না, ঘোরতর সভ্যতাভিমানী বিলিতি বাঙ্গালী-দের মধ্যে তা দেখ্‌তে পাবে। হঠাৎ বিলেতের আলো লেগে তাঁদের চোক একেবারে অন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু বিলেতের কি দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে পড়েন? আমি অনু-সন্ধান কোরে দেখ্‌ছি, কেবল বাহ্য-চাকচিক্য! এ বিষয়ে তাঁরা ঠিক বালকের মত! একখানি বই দেখ্‌লে তাঁরা তার সোনার জলের চিত্র করা বাঁধানো মলাট দেখে হাঁ কোরে থাকেন, তার ভিতরে কি লেখা আছে, তার বড় খবর রাখেন না। কতকগুলি বাঙ্গালী বলেন, "এখানকার মত ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত কোর্‌বেন!" তাঁদের সেই একটি মাত্র সাধ আছে! তাঁদের চোখে বিলেতের আর কিছু তেমন পড়ে নি, যেমন, বিলে-তের ঘর ভাড়া দেবার প্রথা! আর এক জন বাঙ্গালী, তিনি আমাদের বাঙ্গালা সমাজসংস্কার কোর্‌তে চান, তাঁর প্রধান বাতিক, তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের নাচ শেখ্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দেবেন; বিলেতের সমাজে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নাচাটাই তাঁর চোখে

অত্যন্ত ভাল লেগেছে, ও আমাদের সমাজে মেয়েদের না নাচাই তাঁর প্রধান অভাব বোলে মনে হয়, তিনি এখানকার সমাজ-সমুদ্র মন্থন কোরে ঐ নাচটুকুই পেয়েছেন! এই রকম বিলেতের কতকগুলি ছোট-খাটো বিষয়ই তাঁদের চোখে পড়ে। তাঁরা বিশেষ কি কি কারণে বিলেতের ওপর এত অনুরক্ত ও আমাদের দেশের ওপর এত বিরক্ত হোয়ে ওঠেন, তা' যদি দেখ্‌তে যাও ত, দেখ্‌বে, সে সকল অতি সামান্য,—আমি পূর্ব্বেই তা' সংক্ষেপে বোলেছি। প্রথমতঃ, এখানকার সুসজ্জিত, পরিষ্কার, পরিপাটী, নিরিবিলি বাসস্থানে স্বাধীনভাবে বাস করবার বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়তঃ, এখানকার মহিলাদের সঙ্গে মেশামেশি; তাদের মৃদু হাসি, মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার এক জন বঙ্গ-যুবকের মাথা অতি শীঘ্র ঘুরিয়ে দেয়। তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনা কোর্‌তে থাকেন; দেখেন, এখানকার মেয়েরা কেমন স্পষ্ট ও মিষ্ট কথা কয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তার উত্তর পাবার জন্যে বছর পাঁচেক অপেক্ষা কোর্‌তে হয় না, তাদের মুখের উপরও যেমন ঘোমটার আবরণ নেই, তেমনি তাদের প্রতি আচার ব্যবহারের উপরে এক প্রকার কষ্টকর সঙ্কোচের আবরণ নেই। এই রকম কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মত খুঁৎ খুঁৎ

কোর্‌তে থাকেন। যে বালকের মাটির পুতুল আছে, সে আর একটি বালকের কাঠের পুতুল দেখে প্রথমতঃ তার নিজের কাঠের পুতুল নেই বোলে কাঁদ্‌তে বসে ; এই রকমে তার নিজের পুতুলের ওপর যখন একবার বৈরাগ্য জন্মায়, তখন সেই কাঠের পুতুলের কানে একটা মাকড়ি দেখে তার খুঁৎ খুঁৎ দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, তখন বিবেচনা করেনা যে, সেই কাঠের পুতুলের কানে যেমন একটা মাকড়ি আছে, তেমনি তার মাটির পুঁতুলের গলায় একটা হার আছে ; তার মা এসে বলে, "আচ্ছা বাপু তোর পুতুলের হাতে একটা বালা পরিয়ে দিচ্ছি।" সে কাঁদতে কাঁদ্‌তে মাটিতে পা ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে চিৎকার কোরে বোলে ওঠে "না আমাব মাকড়ি চাই!" তার মা বলে, "আচ্ছা বাপু, একটা মল দিচ্ছি না হয়!" সে দ্বিগুণ পা ছুঁড়ে বোলে ওঠে, "না, আমাকে মাকড়ি দে!" ইঙ্গ-বঙ্গেরা কতকটা এই রকম করেন। একজন ইঙ্গ-বঙ্গ মহা খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌ছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মত visitor দের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে ও visit প্রত্যর্পণ কোর্‌তে যায় না! হরি হরি! তুমি কি কোরে আশা কোর্‌তে পার যে, আমাদের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পার্ব্বে? তা' হোলে একজন বাঙ্গালী এখানে এসে খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌তে পারে যে এদেশের মেয়েরা পান সাজ্‌তে পারে না। দেশে থাক্‌তে একবার

শুনেছিলেম যে আমাদের দেশের মেয়েদের উপর একজন বাঙ্গালীর অভক্তি জন্মা'বার একটা প্রধান কারণ হোচ্চে এই, যে, "ইংরাজের মেয়েরা এমন সবেশ নেবুর আচার তৈরি কোর্‌তে পারে যে, তার ভিতরে বিচি থাকে না, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা ত তা পারে না।" এ গল্পটা আমার নিতান্ত জনশ্রুতি মনে হয় না। কেন না মানুষের স্বভাবই এই যে, সাধারণতঃ এক জনের ওপর চোটে গেলে তারপরে তার খুঁটিনাটি দোষ'ত আরম্ভ করে। সে দিন একজন বাঙ্গালী এখানকার সঙ্গে তুলনা কোরে আমাদের দেশের ভোজের প্রথা যে নিতান্ত barbarous তাই প্রমাণ কর্‌বার জন্যে বোল্লেন যে আমাদের দেশে খাবার সময় মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে। আর আমাদের দেশের লোকেরা যে, barbarous তাই প্রমাণ কর্‌বার জন্যে বল্লেন যে, সেখেনে জুতো খুলে খেতে ব'সলে জুতো চুরী কোরে নিয়ে যায়। জানিনে হয়ত তাঁর বিশ্বাস, যে, মাছি যদি বিলেতে আস্‌ত, ত এত সভ্য হোয়ে যেত যে, খাবার সময় আর ভ্যান্ ভ্যান্ কোর্‌ত না। আর তিনি হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন, যে এদেশের লোকেরা জুতো খুলে খায় না। খুলে খেলে এখানে চুরি যেত কি না, সে বিষয়ে বলা ভারি শক্ত, অতএব সে বিষয়ে কোন প্রকার তুলনা উত্থাপন না করাই শ্রেয়। এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে এদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা কোরে কোরে

তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে blood heat ছাড়িয়ে ওঠে! একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে বোল্‌ছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারিদিকে ঘিরে মেয়েগুলো প্যান্‌ প্যান্‌ কোরে কাঁদতে আরম্ভ কোর্‌বে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না! অর্থাৎ তিনি চান্‌, যে তাঁকে দেখ্‌বামাত্রেই, "dear darling" বোলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন কোরে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে! এইটুকু অভিনয়ের ওপর তাঁর দেশে ফিরে যাওয়া নির্ভর কোর্‌চে। তিনি তাঁর বাড়ীর লোকদের ভালবাসার তত মূল্য দেখেন না, যত তাদের ভালবাসার অভিনয়ের! তিনি তাঁর স্বীয় পরিবারদের কত ভাল বাসেন, এর থেকে একবার বিবেচনা কোরে দেখ! তাঁদের একটি মাত্র আচারের পরিবর্ত্তন না হোলে তিনি বাড়ী ফিরে যেতে পারেন না, না জানি সে কি পরিবর্ত্তন! সে পরিবর্ত্তনে হয়ত চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তের বন্দোবস্ত একেবারে উল্টে যেতে পারে, প্রকৃতির একটা মহা বিপ্লব বাধ্‌তে পারে! সে পরিবর্ত্তন কি? না, S. K. Nandi Esqr-এর স্ত্রী পরিবারেরা যদি তাঁকে দেখে আনন্দের অশ্রু বর্ষণ না কোরে ছুটে তাঁকে আলিঙ্গন কোর্ত্তে আসে!! আমি আগেই বোলেছি বিলেতের কতকগুলি বাহ্যিক ছোট-খাটো বিষয় বাঙ্গালীর চোখে পড়ে। তাঁরা যখন সাহেব হোতে যান, তখন সাহেবদের ছোট-খাটো

আচার গুলি নকল কোর্ত্তে যান। ছোট-খাট বিষয়ে তাঁদের খুটিনাটি যদি দেখ, তবে একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে যাও! ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরী উল্টে ধোরতে হবে, কি পাল্টে ধোরতে হবে, তাই জান্‌বার জন্যে তাঁদের প্রাণপণ যত্ন, অন্বেষণ ও "গবেষণা" দেখ্‌লে তোমার তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হবে! কোটের কোন্ ছাঁট্‌টা fashionable হোয়েছে, আজ কাল nobilityরা আঁট প্যাণ্টলুন্ পরেন কি ঢল্‌কো প্যাণ্টলুন্ পরেন, Waltz নাচেন কি Polka নাচেন, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ খান, সে বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। তুমি যদি দস্তানা পরবার সময় আগে থাক্‌তে বুড়ো আঙ্গুল গলিয়ে দেও, তিনি তৎক্ষণাৎ বোঝে দেবেন, ও রকম দস্তুর নয়। ঐ রকম ছোট-খাটো বিষয়ে একজন বাঙ্গালী যত দস্তুর বেদস্তুর নিয়ে নাড়া চাড়া করেন, এমন একজন জন্‌বুল্ করেন না! তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরী ব্যবহার করো * তবে একজন ইংরাজ তাতে বড় আশ্চর্য্য হবেন না, কেন না, তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু একজন ইঙ্গ-বঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাক্‌লে তাঁর স্মেলিং-সল্টের আবশ্যক কোর্‌বে। তুমি যদি শেরী খাবার গ্লাসে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ তোমার দিকে তিন দণ্ড হাঁ কোরে তাকিয়ে থাক্‌বেন, যেন এমন জানোয়ার

---

* ইংরাজেরা মাছ খাবার সময় কেবল মাত্র কাঁটা ব্যবহার করেন। মাছ খাবার এক প্রকার বিশেষ ছুরি আছে।

তিনি কখ'নো দেখেন নি, যেন একটা অভূতপূর্ব্ব নিদারুণ বিপ্লব বেধে গল; যেন, তোমার এই একটি অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ-শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে! সন্ধে বেলায় তুমি যদি Morning-coat পর, তা' হোলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হোলে যাবজ্জীবন তোমাকে দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দেন! একজন বিলাত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে * খেতে দেখ্‌লে বোল্‌তেন "তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?" তাঁর চক্ষে রাই দিয়ে মটন খাওয়াও যা,' আর মাথা দিয়ে হাঁটাও তাই! এই রকম সব ছোট-খাটো বিষয়েই ইঙ্গ-বঙ্গদের যত দৃষ্টি। ছোট-খাটো বিষয়ে এত খুঁটি-নাটি কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তার একটা কারণ দেখাতে পারি। বাঙ্গালী হোয়ে সাহেবের মুখস্ পোর্‌তে গেলে প্রতি পদে ভয় হয়, পাছে বাঙ্গালিত্ব বেরিয়ে পড়ে; সুতরাং প্রতি সামান্য বিষয়ে সাবধান হওয়া স্বাভাবিক। তোমার বুকটা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কালো হোলেও হানি নেই, কেন না সে সব কাপড়ে ঢাকা থাকে, কিন্তু মুখটা এমন সাবধানে চুনকাম করা আবশ্যক যে, কোন জায়গায় কালো বেরিয়ে না থাকে। তুমি যদি সাহেব হোতে চাও, তবে সাহেবদের যত খানি বাইরে চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায়, তত খানি নকল কোরলেই যথেষ্ট। যে বাঙ্গালীরা বিলেতে আসেন নি, তাঁরা তোমার বাঁকানো

* বিলাতী ঔদরিক-শাস্ত্রে রাই দিয়ে মটন খাওয়া নিষিদ্ধ।

ইংরিজি সুর, তোমার হ্যাট্ কোট্, ও তোমার উদগ্র-মূর্ত্তি দেখে তাক্ হোয়ে থাক্‌বেন। কিন্তু একটা মজা দেখেছি, ইঙ্গ-বঙ্গেরা পরস্পর আপনাদের চেনেন; তাঁরা দল-বহির্ভূত লোকদের কাছে যথেষ্ট আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁদের পরস্পরের কাছে কিছু গোপন নেই, তাঁরা নিজে বেশ জানেন যে,

"কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ,
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য;
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা,
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।"

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক্ কাকটার ডানা,
মাণিকে জড়ানো হোক্ তার পা দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্,
রাজহংস নয় কভু তবুও সে কাক!

আমি আর একটি আশ্চর্য্য লক্ষ্য কোরে দেখেছি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার ব্যবহারের নিন্দে করেন, এমন একজন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছে কোরে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্য পরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্য্যের দল বোলে এক প্রকার বৈষ্ণবের দল আছে, তাদের সমস্ত অনু-

ষ্টান সবিস্তারে বর্ণনা কোর্ত্তে থাকেন, তিনি বলেন, ভারত-বর্ষীয়েরা অত্যন্ত অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তিনি ভারত-বর্ষীয়দের "নেটিব নেটিব" কোরে সম্বোধন করেন, সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে নেটিব nautch girl রা কি রকম কোরে নাচে, অঙ্গভঙ্গী কোরে তার নকল করা হয় ও তাই দেখে সকলে হাস্যে পরম আনন্দ উপভোগ করেন! তাঁরা যখন ভারতবর্ষীয়দের নিন্দে কোর্ত্তে থাকেন, তখন তাঁরা মনে মনে কল্পনা করেন তাঁরা নিজে "নেটিব" দলের বহির্ভূত। তিনি হয়ত মনে করেন, তাঁর শ্রোতারা অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে তুলনা কোরে তাঁকে পচা পুকুরের পদ্ম, কাঁটাবনের গোলাপ বোলে মাথায় কোরে নেবে। তাঁর বিশ্বাস তিনি যখন ভারতবর্ষীয়দের "প্রেজুডিসের" উপর কটাক্ষপাত কোরে অপর্য্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করেন, তখন সকলে তাঁকে অবিশ্যি সে সকল "প্রেজুডিস্" হোতে মুক্ত বোলে গ্রহণ কোর্‌বেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারত-বর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। আমার মনে আছে, আমি দেশে থাক্‌তে একজন সুশিক্ষিত উড়িষ্যাবাসী আমার কাছে কথায় কথায় বোলেছিলেন যে "উড়ে মেড়ারা বড় মূর্খ!" শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জোলে গিয়েছিল। আমার এক বন্ধু পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁর জমীদারী দেখ্‌তে গিয়ে-ছিলেন, একজন মুসলমান তাঁকে কথা-প্রসঙ্গে বোলেছিল "মশায়, নেড়েদের কথানা বিশ্বাস কোর্‌বেন না।" এই

উড়িষ্যাবাসীর মনোগত ভাব এই যে, "আমি মূর্খ নই।" আর এই মুসলমানটি জানাতে চান যে, তিনি বিশ্বাস-পাত্র। কেন না, নিজে মূর্খ হোলে এই উড়িষ্যাবাসী কখনো অন্যের মূর্খতা নিয়ে বিদ্রূপ কোর্ত্তেন না, আর এই মুসলমানটির যখন স্বজাতির অবিশ্বাসিতার ওপর এত ঘৃণা, তখন তিনি নিজে বিশ্বাসী না হোয়ে যান্ না! এই রকম দেখ্‌তে পাবে যে, সাহেব-সাজা বাঙ্গালীদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙ্গালী বোলে ধরা পড়েন। একজন বাঙ্গালী একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর কৃষ্ণ চর্ম্ম দেখে আর একজন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানীতে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হোয়ে তার কথার উত্তর না দিয়ে চোলে যান। কিন্তু এত রাগ কর্‌বার তাৎপর্য্য কি? তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না কোর্‌তে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন! তাঁর মা বাপেরা যে বাঙ্গালী ও সে হতভাগ্যেরা যে বাঙ্গালায় কথা কয় এতে তিনি নিতান্ত লজ্জিত আছেন। আহা, যদি টেম্‌সের জলে স্নান কোর্‌লে রংটা বদ্‌লাতো, তবে কি সুখেরই হোত! এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি "জাতীয়-সঙ্গীত" রামপ্রসাদী সুরে রচনা কোরেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর একটুকু মনে পড়েছে, এই জন্য আবার তার উল্লেখ কচ্চি। যদিও এটা কতকটা ঠাট্টার ভাবে লেখা হোয়েছে, কিন্তু আমার বোধ হয়

এর ভিতরে অনেকটা সত্যি আছে। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রাম-প্রসাদের মত শ্যামার উপাসক নন্, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন কোরে বল্‌ছেন—

"মা ; এবার মোলে সাহেব হব ;
রাঙা চুলে হ্যাট্ বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব !
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব,
(আবার) কালো বদন দেখ্‌লে পরে "ডার্কি" বোলে মুখ ফেরাব !"

আমি পূর্ব্বেই বিলেতের Land lady (বাড়িওয়ালী) শ্রেণীর কথা উল্লেখ কোরেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যক মত সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাক্‌লে তারা চাকরাণী রাখে, এবং অনেক সময়ে তাদের আপনাদের মেয়ে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। এই Land lady শ্রেণীরা আমাদের বিদেশী ইঙ্গ-বঙ্গদের প্রবাস-দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর করে, কিম্বা প্রবাস-সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করে। অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ সুন্দরী Land lady দেখে ঘর ভাড়া করেন। এতে তাঁদের সময় কাটাবার যথেষ্ট সুবিধে হয়। বাড়িতে পদার্পণ কোরেই তাঁর ল্যাণ্ড-লেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা'কোরে নেন, দু তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নাম-করণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হোলে তার নামে হয়ত একটা কবিতা রচনা কোরে তাকে উপহার দেন। কোন সন্ধ্যে বেলায়

হয়ত রান্না ঘরে গিয়ে ল্যাণ্ড-লেডি, তার কন্যা, ও ঘরের দাসীটিকে বিজ্ঞান, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটা বাঁধা গত শোনাতে থাকেন, তারা তাঁর লম্বা-চৌড়া কথা গুলো হজম কোর্ত্তে না পেরে হাঁ কোরে ভাবে, ইনি একজন কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে হবেন। কিন্তু Kitchen অঞ্চলে তিনি তাঁর গম্ভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে তত বিখ্যাত নন, তাঁর নিজের বাড়ির ও পাশাপাশি দুএকটি বাড়ির দাসী শ্রেণীর মধ্যে তাঁর রসিকতার অত্যন্ত নাম-ডাক শোনা যায়। এই রকম জনশ্রুতি যে, সে দিন সন্ধ্যে বেলায় সিঁড়ির কাছে তিনি বাড়ির Kitchen-maid Pollyর দাড় ধোরে এমন একটি ঠাট্টা কোরেছিলেন যে, সে হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে পালিয়ে যায়। সে দিন Land ladyর মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বোল্লেন, "না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখ্‌ছি নে!" ইঙ্গ-বঙ্গগণ বিলেতের এই দাসী-শ্রেণীর বিমল-সংসর্গে দিন দিন উন্নতি লাভ কোর্ত্তে থাকেন। আচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে যদি মিশ্‌তে চাও, তবে ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে মেশ না কেন? কিন্তু কতকগুলি কারণ আছে, যে জন্যে ভদ্র-লোকের মেয়েদের সঙ্গে তত মেশা হয় না। বাঙ্গালীদের উদ্যমের অভাব ও আলস্য বিলেতে এসেও ভাল কোরে ঘোচে না। তারা যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রম স্বীকার কোরে এক জনের

বাড়ি গিয়ে দেখা কোরে দুদণ্ড কথা কোয়ে আস্‌বে তা' বড় হোয়ে ওঠে না। তার পরে আবার অনেক পড়া শুনো কোরে দেখা শুনো কোর্ত্তে যাবার বড় সময় পেয়ে ওঠেন না। তা' ছাড়া আমি দেখেছি, এক জন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে ভদ্র স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা, ও তাদের সঙ্গে নানা সামাজিক ভদ্রতার নিয়ম পালন কোরে চলা অনেক বাঙ্গালীর পুষিয়ে ওঠে না; অনেকের দেখেছি, এক জন ভদ্র স্ত্রীর কাছে সঙ্কোচে মুখ ফোটে না, কিন্তু এক জন নীচশ্রেণীর মেয়ের কাছে তার অনর্গল কথা ফুটতে থাকে। কিন্তু সকলের চেয়ে প্রধান কারণ এই যে, ভদ্র লোকের স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁরা তেমন মনের মত স্বাধীন ব্যবহার কোর্ত্তে পারেন না, ওরকম নিরামিষ মেশামেশি তাঁদের বড় মনঃপূত নয়। দাসীদের সঙ্গে তাঁরা বেশ অসঙ্কোচে অভদ্রতাচরণ কোর্ত্তে পারেন। আসল কথা কি জান? শাদা চামড়ার গুণে তাঁরা দাসীদের যথেষ্ট নীচ শ্রেণীর লোক বোলে কল্পনা কোর্ত্তে পারেন না; এক জন বিবি দাসী বোলে মনে কোর্ত্তে পারেন না। একটা শাড়ি পরা, কাঁটাহস্ত কালো মুখ দেখলে তবে তাঁদের দাসীর ভাব ঠিক মনে আসে। আমি জানি, এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ তাঁর বাড়ির দাসীদের মেজদিদি সেজদিদি বোলে ডাকতেন, শুনলে কি গা জোলে ওঠে না? তাঁর বাড়িতে হয়ত তাঁর নিজের মেজদিদি সেজদিদি আছেন; যখন কতকগুলো নীচ শ্রেণীর

দাসীকে সেই নামে ডাক্‌চেন, তখন হয়ত তাঁর বিকৃত মনে একটু লজ্জা, একটু কষ্ট, একটু সঙ্কোচও উপস্থিত হচ্চে না। হা দুর্ভাগ্য! ছেলেবেলা থেকে যাঁদের দেখে আস্‌ছি যাঁদের ভাল বাসা পেয়ে আস্‌চি, বিলেতে এমন কি জিনিষ থাক্‌তে পারে যা' দেখে তাঁদের ভুলে যাব, তাঁদের ওপর থেকে ভালবাসা চোলে যাবে, শুদ্ধ তাই নয় তাঁদের ওপর ঘৃণা জন্মাবে। এই কতকগুলি নীচ শ্রেণীর দাসী, কতক-গুলি হীন-স্বভাব ল্যাণ্ড-লেডির সঙ্গে বৎসর দুয়ের হীন আমোদে কাটিয়ে যদি তুমি তোমার স্ত্রীর ভালবাসা, তোমার বোনের স্নেহ ভুলে যেতে পার, কত বৎসরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পার, বাড়ির সমস্ত টান ছিঁড়ে ফেলতে পার, তবে তুমি কি না কোরতে পার বল দেখি।

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর "মেজদিদি, সেজ-দিদি"–বর্গকে এত মান্য কোরে চোল্‌তেন যে তাঁর কৃষ্ণবর্ণ গুরু জনকে তার আর্দ্ধেক মান্য কোরলে, তাঁরা তাঁকে কুলের প্রদীপ ছেলে বোলে মাথায় কোরে রাখ্‌তেন। তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এই দাসীদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাক্‌ত, তাহোলে তিনি সসম্ভ্রম সঙ্কোচে শশব্যস্ত হোয়ে পোড়তেন। সে রকম অবস্থায় যদি তাঁর কোন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু গান কোরতেন বা হাস্য পরিহাস কোরতেন তা' হোলে তিনি অমনি মহা অপ্রতিভ হোয়ে বোলে উঠ্‌তেন, "আরে চুপ কর, চুপ কর, মিস্ এমিলি কি মনে কোর্‌বেন!" বিলেতে

এসে এঁরা এই রকম কতকগুলি নীচ শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশে বিবিদের সঙ্গে আলাপ কোরচি মনে কোরে মহা পরিতোষ লাভ করেন। আমার মনে আছে, দেশে থাক্‌তে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাঁকে খাওয়াই, খাবার সময় তিনি নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন, "এই আমি প্রথম খাচ্চি, যে দিন আমার খাবার টেবিলে কোন লেডি নেই।" শুনে আমি একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেম, আমি জান্‌তেম যে, কোন ভদ্র বিবি একজন অস্ত্রীক পুরুষের বাড়িতে দেখা কোরতে বা খেতে আসেন না। তবে এ ব্যক্তি বলে কি? এ বিলেতে যত দিন ছিল, নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটিয়েছিল না কি? যা হোক্‌, তখন মনে কোরেছিলেম এ ব্যক্তি বিলেত থেকে আস্‌চে, অবিশ্যি সেখেনে এমন কিছু দস্তুর আছে, যা' আমি ঠিক জানিনে। ওমা, এখেনে এসে সব বুঝতে পারচি, ব্যাপার খানা কি? এই সমস্ত ল্যাণ্ডলেডিবর্গের সঙ্গে প্রত্যহ আহার করা হোত, আর দেশে নিরীহ বঙ্গ-বাসীদের নিকট "প্রত্যহ বিবিদের সঙ্গে খেয়েছি" বোলে জাঁক করা হত। এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন, খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী উপবিষ্ট ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাকে কাপড় বোদলে আস্‌তে অনুরোধ কোরেছিলেন, শুনে সে বোল্লে, "যাকে ভালবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও

ভালবাসা যায়!" যে দাসী এ রকম কোরে উত্তর দিতে পারে তা'কে কতদূর স্পর্দ্ধা দেওয়া হোয়েছে মনে কোরে দেখ। এ সকল দেখে এখানকার ইংরাজদের আমাদের বাঙ্গালীদের উপরে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে দিন মিশেস্ উড্রো (পূজনীয় মৃত উড্রো সাহেবের বিধবা পত্নী) আমাকে বোল্‌ছিলেন, "শোনা যায়, এখানকার বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ছোট লোকদের সঙ্গে মেশে ও একত্রে খায়। একবার মনে কোরে দেখ দেখি, কতকগুলো বেহারা ও দরোয়ানের সঙ্গে তোমরা একাসনে বোসে খাচ্চ, সে কি বিশ্রী দেখা যায়!" শুনে লজ্জায় আমার শির একেবারে নত হোয়ে গেল! হে ইঙ্গ-বঙ্গ, যদি ইংরাজদের মুখ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ না শুনিলে তোমাদের চৈতন্য না জন্মায়, তবে Thackeray এ বিষয়ে কি বলেন শোন;—

"It may safely be asserted that the persons who joke with servants or barmaids at lodgings are not men of a high intellectual or moral capacity. To chuck a still-room maid under the chin, or to send Molly the cook grinning, are not, to say the least of them, dignified act of any gentleman."

অতএব যারা ভদ্র-সমাজে মিশ্‌তে চান ও ভদ্র বোলে আত্মপরিচয় দিতে চান, তাঁরা যেন কতকগুলো রাঁধুনি ঘর-ঝাঁটুনী দাসীদের সঙ্গে অযোগ্য ঘনিষ্টতা না করেন।

বিলেতের Kitchen রাজ্যে যাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরছেন, তাঁরা যেন দেশে গিয়ে না বলেন যে, বিলেতে থেকে শিক্ষা পেয়ে এলেম। এইরূপ নীচ শ্রেণীর মেয়েদের উপরে ভাল-বাসা দেখিয়ে রুটি ও কয়লাওয়ালা যুবক বেচারীদের মনে ঈর্ষা জন্মিয়ে কষ্ট দেওয়া কি সদয়-হৃদয় ভদ্রলোকের কাজ? শোনা যায়, এখেনে যখন অল্প স্বল্প বাঙ্গালীর আমদানি ছিল, তখন এখানকার সমাজে তাঁ'দের অত্যন্ত মান ছিল। অনেক ভদ্রলোক আলাপ না থাকলেও তাঁ'দের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন। এখানকার অনেক Lord ও Duke গণ তাঁদের সাক্ষাসমাগমে আহ্বান কোর্তেন। এখানকার ধনীলোকদের নিমন্ত্রণ-সভায় তাঁদের সমাদরের সীমা ছিল না। কিন্তু এখন সে সব নেই। এখন তুমি বিলেতে এলে তোমার ভাড়া-করা ক্ষুদ্র ঘরটিতে দিন-রাত বোসে থাক, ডাক্তারি ও আইনের কেতাবের লম্বা লম্বা পরিচ্ছেদগুলো গলাধঃকরণ কর, Polly, Molly, Nelly বর্গের সঙ্গে রসিকতার আদান প্রদান কর ও রাত্রি আড়াইটার পর বিছানায় গিয়ে নিদ্রা দাও। যদি তুমি স্বভাবত মিশুক্ লোক হও, তবে জোগাড় জাগাড় কোরে দুচারটে পরিবারের সঙ্গে কোন উপায়ে আলাপ কোরে নেও, কিন্তু পূর্ব্বকার মত সে রকম সমাদর আর নাই, ও ক্রমে ক্রমে হয়ত এমন দিন আস্‌তে পারে, যে দিন ভারতবর্ষের ইংরাজদের মত এখানকার ইংরাজেরাও আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বেন, কিন্তু

যদি সে দিন আসে, তবে ইংরাজদের দোষ দিও না। অনেক ভারতবর্ষীয় এখেনে এসে যে রকম অন্যায় ব্যবহার কোরে গেছেন, তা' আমি লিখ্‌তে চাইনে। ভারতবর্ষীয়দের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প বোলে সে সকল কথা অধিক লোকের কানে উঠে না; কিন্তু যখন ক্রমেই ভারতবর্ষ থেকে এখেনে যুবকদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল, যখন ক্রমেই তাঁদের দল পুষ্ট হোতে চোল্‌ল, তখন তাঁদের গুণাগুণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনা বাড়তে লাগ্‌ল। এখন যেন তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা যে সকল অন্যায়াচরণ কোর্‌বেন তা'তে যে, কেবল মাত্র তাঁদের যশোহানি হবে তা' নয়, তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতির ওপরে কলঙ্ক আনয়ন কোরবেন।

এইবার ইঙ্গ-বঙ্গদের একটি অতি অসাধারণ ও বিশেষ গুণ তোমাকে বল্‌ছি। এখানে যাঁরা যাঁরা আসেন, প্রায় কেউ কবুল করেন না, যে, তাঁরা বিবাহিত। যুবতী কুমারী-সমাজে বিবাহিতদের দাম অত্যন্ত অল্প। অবিবাহিত না হোলে কোন যুবতীর উপরে তুমি ভালবাসা দেখাতে পার না, সুতরাং বিলাতের অর্দ্ধেক আমোদ ভোগ কোর্ত্তে পার না। অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বোলে জান্‌লে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা তোমাকে ও-রকম অনিয়ম কোরতে দেয় না; সুতরাং অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে।

যা' হোক্, এই সকল ত ইঙ্গ-বঙ্গদের আচরণ। অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ দেখ্তে পাবে তাঁরা হয় ত আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণতঃ ইঙ্গ-বঙ্গত্বের লক্ষণগুলি আমি যত দূর জানি, তা' লিখেছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, ভবিষ্যতে যে সকল বাঙ্গালীরা বিলেতে আস্বেন, তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন। বাঙ্গালীদের নামে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁরা যেন সে কলঙ্ক আর না বাড়ান, তাঁরা যেন সে কলঙ্ক এ সাত-সমুদ্র পরে আর রাষ্ট্র না করেন। জোন্মে অবধি শত শত নিন্দা, গ্লানি, অপমান নতশিরে সহ্য কোরে আস্‌চি, এই দূর দেশে এসে একটু মাথা তোল্‌বার অবকাশ পাওয়া যায়, এখানকার লোকেরা আমাদের অনেকটা সমান ভাবে ব্যবহার করে বোলেই আমাদের পদাঘাত জর্জ্জরিত মন একটু বল পেয়ে আত্মনির্ভর স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুলি পৌরুষিক গুণ শিক্ষা করবার সুবিধে পায়; কিন্তু এখানেও দলে দলে এসে তোমরা যদি হীন ও নীচ ব্যবহার কোর্‌তে আরম্ভ কর, এখানকার লোকের মনেও বাঙ্গালীদের ওপর ঘৃণা জন্মিয়ে দেও, তা' হোলে এখেনেও তোমাদের কপালে সেই উপেক্ষা, সেই নিদারুণ ঘৃণা আছে! যে পথে যাবে, বাঙ্গালী বোলে তোমাদের দিকে সকলে আঙ্গুল বাড়াবে, যে সভায় যাবে, সভাস্থ লোকেরা তোমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের ভ্রূকুঞ্চিত-কটাক্ষ বর্ষণ কোর্‌বে। বিলেতের কুহক গুলি আগে

থাক্‌তে তোমাদের চক্ষে ধোর্‌লেম, যখন বিলেতে আস্‌বে, তখন সাবধানে পদ-ক্ষেপ কোরো! ইঙ্গ-বঙ্গদের দোষ গুলিই আমি বিস্তৃত কোরে বর্ণনা কোর্‌লেম, কেন না লোকে গুণের চেয়ে দোষ গুলিই অতি শীঘ্র ও সহজে অনুকরণ করে।

যাহোক্, বাঙ্গালীরা বিলাতের কামরূপে রূপান্তর ধারণ কোরে দেশে ফিরে চোল্লেন। এখন তাঁদের একটা ভয় হোচ্চে, পাছে বিলাতে আস্‌বার আগে তাঁদের যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁরা কাছে ঘেঁসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ কোর্ত্তে আসেন। দেশে গিয়ে তাই তাঁদের বিশেষ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোর্‌তে হয়। কারো বা অত্যন্ত ভাবনা হোচ্চে, দেশে গিয়ে কাকাকে কি কোরে প্রণাম কোর্‌ব? কারো বা তাঁর স্ত্রীর ঘোমটাচ্ছন্ন মুখ কল্পনায় এসে আপাদমস্তক জ্বালাতে আরম্ভ কোরেছে! যা' হোক্, দেশেত পৌঁছলেন। তাঁর স্ত্রীকে যথাসাধ্য পালিশ ও বার্নিষ কোরে "নেটিব" কাকেদের দল ছেড়ে ইংরেজ ময়ূরের দলে মিশ্‌তে চোল্লেন। আগে কে জান্‌ত বল যে, সেখানে গিয়ে অত ঠোকর খাবেন! ভারতীতে "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ" বোলে প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা আছে;—

"আমরা বিলাতে যে, এই সকল চাক্‌চিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এদেশে আমাদের চক্ষে এ সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক

প্রকার সুস্থির থাকি ; ইংলণ্ডে গিয়া ইংরেজ মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এমন ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনাকে আপনারা স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়, দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরাজী তাহাই সেব্য, যাহা দেশীয় ত্যজ্য! হায়! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফোটে, আমরা দেখিতে পাই, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া অবশেষে আমাদের চৈতন্য হয়!"

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গদের কি রকম অবস্থা হয় সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কি রকম ভাব হয় তা' আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভাল লাগে না ; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বোদলেছে, কি তাঁরা বোদলেছেন! আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য জিনিষ যা' কিছু ভাল লাগত এখন ইংলণ্ডের শীত ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভাল লাগচে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হোলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁদের ইংলণ্ডের Strawberry ফল অত্যন্ত ভাল লাগত, এমন কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন, তার মধ্যে straw-berryই তাঁদের সকলের

চেয়ে স্বাদু মনে হোত। কিন্তু এই ক'বৎসরের মধ্যে straw-berryর স্বাদ বোদলে গেল না কি! এখন দেখ্‌ছেন straw-berryর চেয়ে অসংখ্য দিশি ফল তাঁদের ভাল লাগে। আগে Devon shire-এর ক্ষীর তাঁদের এত ভাল লাগ্‌ত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখন দেখ্‌ছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভাল লাগে। প্রথম বারে বিলেতের মুখ যে রকম দেখাচ্ছিল, এবারে ঠিক সে রকম দেখাচ্ছে না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কিন্তু এর ভিতরে আমি তত আশ্চর্য্য কিছু দেখ্‌ছিনে। এ রকম হবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ হোচ্চে, বিলেত থেকে গিয়ে বিলেত ফেরতেরা সম্পূর্ণ বিলিতি চালে চলেন। তাঁদের গৃহসজ্জা বিলিতি রকমের, বিলিতি বস্ত্র পরিধান, দগ্ধ গোষ্পদ সেবন, তাঁদের স্ত্রী পরিবারদের ইংরিজি ভাবের আচার ব্যবহার; সুতরাং বিলেতের বাহ্য চাকচিক্য চোখে সোয়ে গেলে এখেনে আর তেমন কিছু জিনিষ থাকে না, যা' দেখে তাঁদের ধাঁধাঁ লেগে যায়। তা' ছাড়া তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সংসারী হোয়ে পড়েন, রোজগার কোর্ত্তে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় একরকম বোসে যায়। ভারতবর্ষীয়দের একটু বয়স হোলেই তাঁদের মন কেমন শিথিল হোয়ে যায়, তখন তাঁরা পায়ের ওপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোন প্রকারে দিন

কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ ও বিলাস ভোগ কোর্ত্তে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এঘর থেকে ওঘরে যেতে হোলে গাড়ি চলে না, হাত পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের ওপর নির্ভর কোরলে চলে না। কেন না এখানে গাড়ি ভাড়া অত্যন্ত বেশী, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন টাকা নয়। এখানে একটা থিয়েটার দেখ্‌তে যাও; সন্ধ্যে বেলা বৃষ্টি পোড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে কোরে মাইল কতক ছুটোছুটি কোরে তবে ঠিক সময় পৌঁছতে পার্ব্বে, যখন রক্তের তেজ থাকে, তখন এ সকল পেরে ওঠা যায়। যখন ছোট্ট নৌকাটির মত হাল্কা থাকা যায়, তখন পালে একটু বাতাস লাগলেই, জলে একটু তরঙ্গ উঠ্‌লেই টল্‌মল্ কোর্‌তে থাকা যায়, কিন্তু যখন স্ত্রী, পুত্র, কাজ, কর্ম্ম নিয়ে ভারগ্রস্ত হোয়ে পড়া যায়, তখন আর, একটি অবলার একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে উল্টে পোড়তে হয় না, ও একটি অশ্রু জল-ধারায় নৌকা ডুবি হয় না।

আমার চিঠি ক্রমেই বেড়ে যাচ্চে। আমার স্কন্ধে যখন উপদেশ-দানেচ্ছা চাপে, তখন আমি ঝট কোরে কলম থামাতে পারিনে; কিন্তু আর এক অক্ষরও লিখচিনে, এই খানেই থামা যাক্। কিন্তু আর একটি কথা না বোলে থাক্‌তে পারচিনে। দেশ থেকে—আমার কোন মান্য বন্ধু শিখরিণীচ্ছন্দে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটে

তোমাকে না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হোতে পারচিনে। সেইটে শোনা শেষ হোলেই নিষ্কৃতি পাবে।

“বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, নব-শিশু অনাথা, ছুট্ কোরে.
বিরাজে জাহাজে মসি-মলিন কোর্ত্তা বুট্ পোরে।
সিগারে উদ্গারে মুহু মুহু মহা ধূম লহরী,
সুখ-স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ্ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গল-কলর (collar) বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগ-তনু দেখে বড় চটে।
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি, চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে,
ছুটা-লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।

এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পোড়তে পার, তা'হলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হোলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্য্যের কাছে পড়িয়ে নিও, তা' যদি না পার, তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড় না। ইতি।

ষষ্ঠ পত্র।

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়, এক সার ২০।২৫টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম হোচ্চে Medina Villas। Villa শুন্‌লে তোমাদের হঠাৎ মনে হবে বাগান-বাড়ি; আমি লণ্ডন থেকে যখন প্রথম শুন্‌লুম যে, আমরা মেদিনা ভিলায় বাস কোর্ত্তে যাচ্চি, তখন কত কি কল্পনা কোরেছিলুম তা'র ঠিক নেই, বাগান, গাছ, পালা, ফল, ফুল, মাঠ, সরোবর ইত্যাদি। বাড়িতে এসে যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই বাড়ি, ঘর, রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া,—"ভিলা"গুর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু চার হাত জমীতে দু চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া (knocker) লাগানো আছে, সেইটেতে ঠক্ ঠক্ কোর্‌লেম, আমাদের Land lady এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চৌড়া ও উঁচুতে ঢের ছোট। ছোট ছোট ঘরগুলো চারিদিকে জানালা বন্ধ, একটু বাতাস আস্‌বার যো নেই, কেবল জান্‌লা গুলো সমস্ত কাঁচের বোলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এরকম ছোট খাটো ঘর গুলো খুব ভাল, একটু আগুন জাল্‌লেই সমস্ত বেশ

গরম হোয়ে উঠে; কিন্তু তা' হোক্,—যে দিন মনে কর মেঘে চারদিক অন্ধকার হোয়ে গেছে, টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি পোড়্ছে, তিন চার দিন ধোরে যেন বৃষ্টি অন্ধকারের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নেই, সে দিন এই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বোসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোন মতে সময় কাটে না; এক, দুই, তিন কোরে গুণে গুণে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। খালি আমি বোলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন, সে রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত Swear করার প্রবৃত্তি জন্মায়, (Swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাঙ্গালা কোন নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্ম্মিক হোয়ে ওঠে। ঘর গুলো যদি আরো একটু দরাজ হোত, তা হোলেও মনের এরকম খুঁৎ খুঁতে ভাব অনেকটা দূর হোত। ছোট হোক্ ঘর গুলো যথেষ্ট সাজানো; ছবি, টেবিল, চৌকি, কোচ, ফুলদানি, পিয়ানো ইত্যাদি গৃহ-সজ্জা। প্রায় প্রতি ঘরে এক একটা বড় বড় আয়না আছে, খেতে শুতে বোস্তে নিজের মুখ দেখ্তে পাওয়া যায়, সুশ্রী মানুষের পক্ষে এরকম মন্দ নয়, কিন্তু প্রতি পদে এই কালো মূর্ত্তি দেখলে আয়না গুলো ভেঙ্গে ফেল্তে ইচ্ছে করে; যত মনে করি সাহেব হোয়েছি, "নেটিব"ত্ব যতই ভুলে যেতে চেষ্টা করি, ততই যে ঘরে যাই, চার দিক থেকে আয়না-গুলো আমাদের কালো মুখ প্রকাশ কোরে যেন ভেংচোতে

থাকে; এক এক সময় জ্বালাতন হোয়ে উঠ্‌তে হয়। এখানকার বাড়িগুলো আমাদের দেশের কোঠা বাড়ির মত তেমন মজবুৎ নয়, বাড়ির অধিকাংশ কাঠের; আমাদের দেশে এরকম বাড়ি হোলে বোধ হয় উয়ে হজম কোরে ফেলে, বাতাসের ফুঁয়ে উড়ে যায়। যা' হোক্ এখানকার ঘর দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার কোরে রাখে; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ কোর্‌লে আর্ কোথাও এক তিল ধূলো দেখ্‌বার জো নেই, মেজের সর্ব্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক্ তক্ কোরচে কোথাও একটুখানি দাগ নেই। আমাদের পরিষ্কার-ভাব বোলে যেন একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। চোকে দেখ্‌তে খারাপ হোলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভাল দেখ্‌তে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। প্রতি পদে এরা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করে। এখানকার পুরুষেরা টুপি খুলে সন্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু এমন কোরে খোলে, যা'তে সেই সামান্য টুপি খোলাতেও শ্রী প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ এখানকার মেয়েরা প্রতি হাত পা নাড়ায় শ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে। কিছু নেবার জন্যে হাত বাড়ালে এমন কোরে বাড়ায়, যাতে সুন্দর দেখায়, খাবার সময়ে এতটুকু মুখ মোছে, যা'তে খারাপ না দেখায়, পাছে লম্বা পদক্ষেপ হয় বোলে বিবিদের এক রকম নতুন ফেসানের কাপড় উঠেছে তা'তে তা'দের হাঁটুর কাছটা বাঁধা থাকে। এমন কি আমি সম্প্রতি দুই একটা

কাগজে দেখ্‌তে পাই, একজন কাপড়ওয়ালা খুব ভাল দেখ্‌তে mourning dressএর বিজ্ঞাপন দিয়েছে, শোক-বস্ত্রও সুশ্রী দেখ্‌তে হওয়া আবশ্যক। দোকান থেকে যা কিছু জিনিষ আসে, তা' সুশ্রী কোরে মোড়া থাকে, দোকানদারেরা এরকম কোরে মোড়ার খরচটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, যা' দুদণ্ডের বেশী ব্যবহার কোর্ত্তে হবে না তা'ও সুন্দর দেখ্‌তে হওয়া আবশ্যক। এই রকম প্রতি পদে এদের শিল্প-চর্চ্চার উন্নতি হয়। প্রথম হয়ত এই রকম সুশ্রী অঙ্গ-চালনা প্রভৃতি অভ্যাস-সাধ্য, কিন্তু ক্রমে সেটা স্বাভাবিক হোয়ে যায়, ও বংশাবলী ক্রমে সংক্রামিত হোতে থাকে। এরকম শিল্প-চর্চ্চার ভাব খুব ভাল তা'র আর সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র পরিষ্কারের ভাব থাকাও আবশ্যক। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেননা আঁচানো-জল মুখ থেকে পোড়্‌চে, সে অতি কুশ্রী দেখয়, শ্রী হানি হয় বোলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে রকম কাশী সর্দ্দির প্রাচুর্ভাব, তা'তে ঘরে একটা পিক্‌দানি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে অতি কুশ্রী পদার্থ বোলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার-ভাব, তা'তে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিক্‌দানি রাখ্‌তে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এরকম একটা বীভৎস পদার্থ রাখ্‌তে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরি আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখ্‌তে পাবে

না তা' হোলেই হোল। চুলটি বেশ পরিষ্কার কোরে আঁচ-ড়ানো থাক্‌বে, মুখটি ও হাত দুটি বেশ সাফ থাক্‌বে, তা' হোলেই লোকে সন্তুষ্ট থাকে, স্নান কর্‌বার বিশেষ আবশ্যক নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে থোলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে; একরকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সে টুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হোচ্চে যে, ময়লা হোয়ে গেলে জামা বদ্‌লাবার কোন আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুক্‌রো গুলো বদ্‌লালেই হোল। এখান-কার দাসীদের কোমরে এক apron বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তাঁরা না পোঁছেন এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখ্‌ছ ঝক্ ঝক্ কোর্‌চে, সেটিও সেই সর্ব্ব-পাবক apron টি দিয়ে মোছা হোয়েছে, কিন্তু তা'তে কি হানি, দেখ্‌তে তো কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। এখান্‌কার লোকেরা কিছু অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যা'কে "নোংরা" বলে, তাই। আমাদের দেশের পরিষ্কার ও এখানকার পরিষ্কারের একটা মিলন হোলেই বেশ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মিলন হয়। ভাল দেখ্‌তে হওয়ার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কম লক্ষ্য; কিন্তু তার প্রধান কারণ আমরা গরীব। শিল্পের দিকে মনোযোগ দেবার আমাদের অবসর নেই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখ্‌তে পাই,

সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে কোন জিনিষ হোক্‌না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হোলে পরিষ্কার মনে করিনে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তা' ছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিষপত্র শীঘ্র "নোংরা" হোয়ে ওঠে না। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বদা গা খোলা থাকে, তা' ছাড়া গর্ম্মিতে এমন অপরিষ্কার হোয়ে উঠ্‌তে হয়, যে, না নাইলে তিষ্ঠোবার জো নেই। এখানে শীতেও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিষ পত্র পোচে ওঠে না, এই রকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের দেশে যে রকম পরিষ্কারের ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক কুসংস্কারও আছে। মনে কর আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কি না ফেলে? সে তৈলাক্ত অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান কোর্‌লে আবার স্নান কর্‌বার আবশ্যক হয়। তেল মেখে জলে দুটো ডুব দিলেই আমরা গা সাফ হোল মনে করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত জিনিষের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘর দুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করিনে। আমাদের চারদিক এই রকম অপরিষ্কার থাকে বোলে আমাদের স্বাস্থ্যও খারাপ। যা'হোক্‌, এবিষয়ে আর অধিক বক্তৃতা দেব না। অন্যান্য দুই এক কথা বলি।

আমাদের দুই একটি কোরে আলাপী হোতে লাগল।

ডাক্তার M একজন আধবুড়ো চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি একজন প্রকৃত ইংরাজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোন জিনিষ তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো Dover Channel পার হয় নি। আমাদের তিনি অত্যন্ত কৃপাচক্ষে দেখতেন, বোধ হয় তার প্রধান কারণ, আমাদের ইংলণ্ডে জন্ম হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে কোর্ত্তে পারেন না, যারা Ten commandments মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বোলতে কি কোরে সঙ্কোচ হোতে পারে? অখৃষ্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরাজ নয়, যে খৃষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব্ব-সৃষ্টি দেখ্‌লে তাঁর কল্পনা অত্যন্ত বিহ্বল হোয়ে পড়ে, তা'র মনুষ্যত্ব কি কোরে থাক্‌তে পারে ভেবে পান না। তাঁর motto হোচ্চে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর learn করবার ঢের আছে, কিন্তু teach করবার মত সম্বল খুব কম। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পোড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই চারিটি কোরে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমশঃ জান্‌তে পারলুম, তিনি আমাদের মনে মনে uneducated বোলে জানেন, কেন না তিনি কল্পনা কোর্‌তে পারেন না একজন Indian কি কোরে educated হোতে পারে? এখানকার বিবিরা শীতকালে

হাত গরম রাখবার জন্যে এক রকম গোলাকার পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে তা'কে muff বলে, প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব্ব পদার্থ যখন দেখি, তখন Dr. M কে সে দ্রব্যটা কি জিজ্ঞাসা করি। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি আকাশ থেকে পৌড়লেন, muff পদার্থটা আমি জানিনে শুনে তিনি ভেবে খুন। এর চেয়ে education-এর অভাব কি হোতে পারে বল? muff বোলে একটা সামান্য পদার্থ, যা বিলেতের একটা সামান্য অশিক্ষিত চাষা পর্য্যন্ত দেখ্‌লে বোলে দিতে পারে তা' আমি জানিনে! এমন ভয়ঙ্কর তোঁতা কল্পনা আমি আর কখনো দেখিনি। কিন্তু আমি এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখিছি, তাঁরা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রতি ছোট খাটো বিষয় জান্‌ব। একদিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, একজন বিবি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "বধূটিকে (Bride) তোমার কি রকম লাগ্‌ছে?" আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম, "নব-বধূটি কে?" অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নব-বধূ কোথায় আছেন তা' আমি কিছুই জানতুম না। শুনে সে বিবিটি একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন, তিনি বোল্লেন "তা'র মাথায় orange blossom দেখে চিন্‌তে পারনি?" আমার অপ্রস্তুত হবার কোন কথা ছিল না, কিন্তু বিবিটি যে রকম আশ্চর্য্য হোয়ে উঠেছিলেন তাতে আমাকে খানিকটা অপ্রস্তুত হোতে হোল। থতমত খেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম "ওঁর স্বামী সঙ্গে এয়েছেন?"

বিবিটি একটু বিরক্ত হোয়ে বোল্লেন "স্বামী আসেন নি! নব-বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী নেই!" আমি ভয় পেয়ে ভাব্‌লেম, আর অধিক প্রশ্ন করা শ্রেয় নয়। বিবিটি ভাবলেন, "কোথাকার একটা নিউজিলাণ্ডরের সঙ্গে কথা কচ্চি! এ orange blossom দেখে bride চিন্‌তে পারে না, আবার জিজ্ঞাসা করে, brideএর সঙ্গে স্বামী এয়েছে কি না! shocking!!" তাঁরা মনে করেন, এত সামান্য বিষয় আমাদের আত্ম-প্রত্যয় থেকে জানা উচিত। এই রকম এখানকার অনেক লোকের ভাব দেখিছি। যা হোক Dr. Mএর কাছে এই রকম অনেক বিষয়ে আমার education-এর অভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি সহজেই মনে কোরেছিলেন, "যে ব্যক্তি Muff কাকে বলে জানে না সে যে Shakespeare পোড়েছে সে একেবারে absurd!"

দুই মিস্ K-র সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁরা এখানকার পাদ্রির মেয়ে। পাড়ার পরিবারদের দেখাশুনো, Sunday school-এর বন্দোবস্ত করা, working menদের জন্যে Temperance সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্যে সেখেনে গিয়ে গান বাজনা করা,—এই সকল কাজে তাঁরা দিন রাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বোলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন কোর্তেন। নগরে কোথাও আমোদ উৎসব হোলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিম্বা সন্ধ্যে বেলায় এসে

আমাদের সঙ্গে গল্প কোর্ত্তেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এই রকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর কোর্ত্তেন। বড় Miss K—অত্যন্ত ভাল মানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। "হাঁ—না—তা হবে—জানিনে" এই রকম তাঁর উত্তর। এক এক সময় কি বোলবেন ভেবে পেতেন না, এক এক সময় একটা কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মাঝ খানে থেমে পোড়্‌তেন, আর কথা জোগাত না, সুতরাং বাকি টুকু আমাদের কল্পনার ওপর রেখে দিতেন। তাঁকে কোন বিষয়ে তাঁর মত জিজ্ঞাসা কোরলে তিনি বিব্রত হোয়ে পোড়তেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, "আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হোচ্চে?" তিনি বোল্‌তেন, "কি কোরে বল্‌ব!" তিনি বুঝতেন না সে বিষয়ে আমরা তাঁর মুখ থেকে একথা অভ্রান্ত বেদবাক্য শুন্‌তে চাচ্চিনে, তিনি কি আন্দাজ করেন তাই জান্‌তে চাচ্চি। কিন্তু তিনি আন্দাজ কোর্ত্তে নিতান্ত নারাজ। ছোট Miss K-র মত প্রশান্ত প্রফুল্লতার ভাব আর দেখি নি। একটি মূর্ত্তিমান সন্তোষের ভাব। দেখে মনে হয় কোন কালে তাঁর মনের কোন খানে এক তিল আঁচড় পড়েনি। খুব ভাল মানুষ, সর্ব্বদাই হাসি খুসি গল্প। কাপড় চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোন প্রকার ভাণ নেই; অত্যন্ত শাদা-সিদে।

ডাক্তার Mএর বাড়িতে এক দিন আমাদের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ হোল। এখানকার নেমন্তন্নে আমাদের দেশের মত খাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, গান বাজনা আমোদ প্রমোদের জন্যই দশ জনকে ডাকা হয়। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হোলুম। একটি ছোট ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হোয়েছে। ঘরে প্রবেশ কোরে কর্ত্তা গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হোল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশী যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হোয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোন অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিম্বা কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ কোরে দিচ্চেন, আলাপ হবা মাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বস্‌চি কিম্বা দাঁড়াচ্চি ও দুই একটা কোরে কথা বার্ত্তা আরম্ভ কোর্‌চি। প্রায় weather নিয়ে কথা আরম্ভ হয়; মহিলাটি বোল্লেন "Dreadful weather'।" সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতের ঐক্য হোল। তা'র পরে তিনি অনুমান কোল্লেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ Indianদের পক্ষে এমন weather বিশেষ trying, ও আশা কোল্লেন আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হোয়ে যাবে, ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা উঠ্‌ল আর কি। সভার মধ্যে দুই জন সুন্দরী

উপস্থিত ছিলেন, বলা বাহুল্য যে, তাঁরা জান্‌তেন তাঁরা সুন্দরী। বিলেতে আত্ম সৌন্দর্য্য-অনভিজ্ঞা যুবতী দেখ্‌বার যো নেই! এখেনে সৌন্দর্য্যের পূজো হয়; এখেনে রূপ কোন মতে গুপ্ত থাক্‌তে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত থাক্‌তে পারে না; চার দিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাঁকে জাগিয়ে তোলে; রূপের আলো দেখ্‌বামাত্র ভক্ত-দের পতঙ্গ-হৃদয় চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে ঘিরে ফেলে ও রূপসী যে দিকে যান, সেই ফড়িঙ্গের দল তার চতুর্দ্দিকে লাফিয়ে চোল্‌তে থাকে। Ball room এ তাঁর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আস্‌চে; তাঁর রুমাল কুড়িয়ে দেবার জন্যে শত শত হাত প্রস্তুত, তাঁর তিল মাত্র কাজ কোরে দেবার জন্য শত শত কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রি নিযুক্ত। রূপবান্ পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে, তারা এখান-কার Drawing room-এর Darling হোয়ে ওঠে, যুবতীরা তা'দের আদর দিয়ে দিয়ে অনর্থ কোরে তোলে। আমি দেখ্‌ছি, একথা শুনে তোমার এখানে আস্‌তে অত্যন্ত লোভ হবে। তোমার মত সুপুরুষ এখানকার মত রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়-রাজ্যে এত ভাঙ্গচুর লোকসান্ কোর্‌তে পার যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হোয়ে ওঠে, তা'হোলে চতুর্দ্দিক থেকে

নিশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রুধারি ধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব—"

তুলে দেও। তা হোলে তোমার হৃদয়টিকেও খরচের খাতায় লিখ্‌তে হয়; এত নিশ্বাস-প্রলয়-বায়ুতে ও অশ্রুবারি-ধারা-আসারে কেউ যদি টিঁকে থাক্‌তে পারেন, তা হোলে তেমন লোকের মন spiritএ ডুবিয়ে যত্ন পূর্ব্বক preserve কোরে British museum-এ রেখে দেওয়া উচিত, তেমন মন ফরমাস দিলে পাওয়া যায় না। বিলেতে রূপের চেয়ে recommendation letter খুব কম আছে। এ রকম অবস্থায় রূপ কখনো লুকিয়ে থাক্‌তে পারে না। যা' হোক্ নিমন্ত্রণ সভায় Miss H দ্বয় রূপসী-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর হোয়েছিলেন। বড় যে মেশামেশি হাসি খুসী তা' ছিল না। ছোট মিস্ একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বোস্‌লেন, আর বড় মিস্ দেয়া-লের কাছে এক চৌকি অধিকার কোর্‌লেন। আমার বোধ হয়, তা'র কারণ আমরা দুই এক জন ছাড়া ঘরে আর কেউ যুবক ছিল না। তরুণ নেত্র তাঁদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন উপভোগ কোর্‌তে পারে, এমন ত আর চসমা-চক্ষু পারে না। যা হোক আমরা দুই এক জনে তাঁদের আমোদে রাখ্‌বার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি কথোপ-কথনশাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই, এখানে যা'কে উজ্জ্বল (bright) বলে তা' নই, অনর্গল গল্প হাসি আসে না, ও

আকারে, ইঙ্গিতে, কথার আভাসে আমি রূপসীকে জানিয়ে দিতে পারি নে যে, আমার চকোর-নেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণ-চাতক তাঁর বাক্য-ধারা পান কোরে স্বর্গসুখ ভোগ কোর্‌চে। বরঞ্চ এক এক সময় তাঁরা আমার গম্ভীর মুখ ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্ত্তা শুনে তার উল্টো স্থির করেন। এ রকম অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কেন না আমার হৃদয় বাস্তবিক অত্যন্ত "gallant," যদিও আমার বাইরের ভাব দেখ্‌লে লোকের মন ঠিক তা'র উল্টো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবে। গৃহ-কর্ত্তা এক জন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশী, এই জন্যে তিনি সব চেয়ে বেশী সাজ গোজ কোরে এসেছিলেন, তাঁর দু হাতের দশ আঙ্গুলে যত আংটি ছিল, সভাস্থ সকল লোকের আঙুলের আংটির সমষ্টি তার অর্দ্ধেক হবে—কিন্তু হাজার সাজ সজ্জা করুন, তিনি বেশ জান্‌তেন যে, তাঁর রূপের বাজার সম্পূর্ণ দেউলে হোয়ে গেছে, সুতরাং তিনি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন, কখন তাঁর বাজাবার অবসর আস্‌বে। আমি যদি নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা হোতুম আর আগে থাক্‌তে না জান্‌তুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাতে পারেন, তা হোলে তাঁর দশ আঙুলের বিশটা আংটি দেখে আমি বুঝ্‌তে পার্‌তুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাবেন বোলে বাড়ি থেকে স্থির সংকল্প কোরে এয়েছেন।

যখন একজন কোন বিখ্যাত বাজিয়ে আপনার কেরামতী দেখাবার জন্যে বাজাতে বসে, তখন তা' আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হোয়ে ওঠে। আমি এখানকার গান বা বাজনার টপ্পা বা খেয়াল বেশ বুঝ্‌তে পারি, এক একটা খুব ভাল লাগে, কিন্তু কালোয়াতি কোলাহলে এক একবার আমাকে অত্যন্ত অধীর কোরে তোলে। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হোলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অনুরোধ আরম্ভ কোরলেন। আমি বড় মুস্কিলে পোড়লুম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের ওপর যে তাঁদের বড় অনুরাগ আছে তা' নয়; তবে আমাকে গান কোর্‌তে বল্‌বার তাৎপর্য্য কি? গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী দুজনেই আমার গান পূর্ব্বে শুনেছিলেন, সে গান গুলো তাঁদের অত্যন্ত হাস্যজনক লেগেছিল, তাঁদের তাতে এত আমাদ বোধ হোয়েছিল, যে, বাড়িতে গিয়েই কর্ত্তা গিন্নিতে মিলে পরামর্শ কোর্‌লেন যে, আগামী নেমন্তন্নে এই কালো Indian টাকে চীৎকার করাতে হবে, তা হোলে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সে ভারি একটা "treat" হবে। আমি মনে মনে সে সমস্তই জানি, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কি করি বল? যদি বা ভদ্রতার খাতিরও লঙ্ঘন কোর্ত্তে পার্ত্তেম, কিন্তু পাশ থেকে যখন সুন্দরী Miss H তাঁর মিষ্টতম আদরের স্বরে বোল্লেন "Yes, do give us a song, Mr. T.!" তখন Mr T. বাক্য ব্যয় না কোরে গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ

দুই; একটি আরম্ভ-সূচক কাশী-ধ্বনি কারলেন। সমস্ত সভা শান্ত হোল। আমি ভাব্‌তে লাগলুম, কি গান গাব। আমি নিজে যে গানগুলি ভাল বাসি, সে গুলিকে এমন উলুবনে ছড়াতে কেমন প্রাণে লাগে; সে গান গুলি শুনে যে সকলে হাস্‌বে, তা' আমি সহ্য কোর্ত্তে পার্ত্তুম না। একটা গান ত আরম্ভ কোর্‌লেম। এমন শোচনীয় অবস্থায় আমি আমার জীবনে আর কখনো পড়িনি; কোন প্রকার কোরে গোটা-কতক সুর ও কথার সমষ্টি গলার ভিতর থেকে বের কোরে-ছিলেম আর কি। সভাস্থ Miss ও Mrs. দের এত হাসি পেয়েছিল, যে, সে স্রোতের উচ্ছ্বাসে ভদ্রতার বাঁধ টলমল কোর্‌ছিল; কোন মতে তাঁরা হাসি গোপন কোর্ত্তে পার্‌-ছিলেন না, কেউ কেউ হাসিকে কাশির রূপান্তরে পরিণত কোর্‌লেন, কেউ কেউ হাত থেকে কি যেন পোড়ে গেছে ভাণ কোরে ঘাড় নিচু কোরে হাসি লুকোতে চেষ্টা কোর্‌-চেন, এক জন কোন উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহ-চরীর পিঠের পেছনে মুখ লুকোলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাক্‌তে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চোলছিল। সেই সঙ্গীত-শাস্ত্র–বিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের হাসি লেগেছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্ত জল হোয়ে আসে। এই রকম অবস্থায় আমার মত ভাল মানুষ যে কি দুরবস্থায় পোড়েছিল, তা, তোমরা বেশ কল্পনা কোর্ত্তে পার্‌চ। গান যখন সাঙ্গ হোল তখন

আমার মুখ কান লাল হোয়ে উঠেছে, কেবল কালো রঙ্ বোলে কেউ দেখ্তে পায় নি। চারদিক থেকে একটা প্রশংসার কোলাহল উঠ্লো, কিন্তু অত হাসির পর আমি আর সে দিকে বড় কর্ণপাত কোরলেম না। ছোট Miss H. আমাকে গানটা ইংরিজিতে অনুবাদ কোরে বোল্তে অনুরোধ কোরলেন, আমি অনুবাদ কোরলেম, গানটা হোচ্চে "প্রেমের কথা আর বোল না।" তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কোর্লেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি? ভারতবর্ষের লোকেরা হ্যাট্ কোট্ পরে কিনা, জোন্মে অবধি ইংরিজি কয় কিনা ও শীতকালে কখনো বরফের ওপরে Skate করে কিনা যিনি জান্তেন না, তিনি এ খবরটি কোথা থেকে পেয়েছেন! আমি ত মুস্কিলে পোড়ে গেলুম, নত শিরে দুই একটা আঁ্যায়োঁ কোর্লুম আর কি! যা হোক্ সেই সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে দুবার গান কো'র্তে হোয়েছিল। এই রকম গান বাজানা গল্প-স্বল্প চোলতে লাগল। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটগ্রাফ ছিল, সেই গুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কতকগুলি অভ্যাগতকে জড় কোরে দেখাতে লাগলেন। ডাক্তার M. একটা Telephone কিনে এনেছেন, সেইটি নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত কোর্চেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো আছে। এক একবার গৃহকর্ত্তা এসে এক একজন পুরুষের কানে কানে বোলে যাচ্চেন, Miss অথবা

Mrs. অমুককে Supper স্থানে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা কোর্‌লেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ কোরে তাঁকে পাশের ঘরে আহার স্থলে নিয়ে গেলেন। এ রকম সভায় সকলে মিলে একেবারে খেতে যায় না, তার কারণ তা' হোলে আমোদ প্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হোয়ে যায়। একে একে সকলের খাওয়া হোয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গান বাজনা গল্প আমোদ প্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

আমরা একটা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময়েই লোক জন একত্রে ডেকে খাওয়া দাওয়া করি। আমাদের মধ্যে পরস্পর মিলনের উপলক্ষ্য খুব কম। তা' ছাড়া, যাঁদের সভার অধিষ্ঠাত্রী করা উচিত, সেই মহিলারাই আমাদের নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত থাকেন না। খাওয়া দাওয়াই হোচ্চে আমাদের প্রধান আমোদ, তা' ছাড়া, আর বাকী যে সব আমোদ, যেমন বাইনাচ, যাত্রা, গান, প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেয়ে উচ্চতর আমোদ যে মানুষ পরস্পরে সমভাবে মিলে মেশামেশি করা, পরস্পর পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে নিজের সমস্ত গুণ প্রকাশ করা, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, সে সকল আমাদের মধ্যে নেই। কতকগুলো নীচ শ্রেণীর ভাড়াটে

মেয়ে বা এক রাত্তিরের জন্যে ধার করা গাইয়ে যখন অযথা অঙ্গ-ভঙ্গী কোরচে, বা ভাবসম্পর্ক-শূন্য রাগিণী ভাঁজচে, তখন আমরা এক দল নিমন্ত্রিত লোক হাঁ কোরে তাকিয়ে থাকি, ও "বাহবা বাহবা" করি। কিন্তু পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে আমরা সকলে মিলে গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিনে! এই রকম কেনা বা ভাড়া করা আমোদ আমরা নাট্যশালা বা রঙ্গভূমিতে প্রত্যাশা করি; কিন্তু যখন একজন বন্ধুর বাড়িতে জড় হোয়েছি, তখন সকল ভদ্র-লোকে মিলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা ও সদ্ভাবের চর্চ্চা করাই উচিত। আমরা যখন বাইনাচ দেখা, গান শোনা বা ঐ রকম কোন আমোদের জন্যে একত্র হই, তখন মনে হয় কতকগুলো লোক একটা নাট্য-গৃহে গেছে, কেবল প্রভেদের মধ্যে সেখ্যেনে টিকিট কিন্‌তে হয় না। সে রকম নিমন্ত্রণ-সভায় গেলে, মানুষ যে সামাজিক জীব, সে কেবল কতকগুলো প্রাণী আঁচড়া আঁচড়ি না কোরে একত্রে রোয়েছে দেখেই বোধ হয়। পরস্পরকে আমোদের জন্যে পরস্পরের উপর নির্ভর কোরতে হয় না। একজন গান কোরচে বা নাচচে আমরা সকলে মিলে শুনছি বা দেখছি, যদি নিজের নিজের বাড়িতে বাড়িতে বোসে শোনা বা দেখা যেত, তা হোলে আমরা পরিশ্রম স্বীকার কোরে এক জায়গায় জড় হোতেম না। মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাই ত স্বাভাবিক। মেয়েরা ত মনুষ্য-

জাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর ত তা'দের সমাজের এক অংশ কোরে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেশামেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজ-বিরুদ্ধ, রোমাঞ্চ-জনক ব্যাপার কোরে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা' অসামাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রোয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। এক দল বুদ্ধিমান বিবেচনা-শক্তি-বিশিষ্ট জীবকে কত শত শতাব্দী হোতে নির্দ্দয় লোকাচারের শাসন, পীড়ন, দমন, বন্ধন কোরে কোরে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জ্জীব, বশীভূত, সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ-মন কোরে তোলা হোয়েছে, সে একবার ভাল কোরে কল্পনা কোরে দেখ্‌তে গেলে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কোন এক জন মানুষের পরে এরকম সম্পূর্ণ একাধিপত্য করা; এক জন বুদ্ধি ও হৃদয়-বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মত, এমন কি, তা'র চেয়ে অধম, একটা ব্যবহার্য্য জড় পদার্থের মত সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ কোরে তোলা; যদি তার এক তাল সুখের জন্যে তোমার এক তিল সুখের ব্যাঘাত হয়, তা' হোলে সে টুকুও উচ্ছিন্ন কোরে দেওয়া; যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্যে তা'কে চিরস্থায়ী কষ্ট পেতে হয়, তবে তা'ও অম্লান-বদনে তার স্কন্ধে স্থাপন করা; এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের

অর্দ্ধেক মানুষকে পশু কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোলে প্রচার কর, তা হোলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা' বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিষ না দেখ্‌লে দূর থেকে কল্পনা কোর্ত্তে পারিনে, এমন কি বিশ্বাস কোর্ত্তে পারিনে। এখেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্ব্ব প্রথমেই তাদের চোখে কি ঠেকেছে?—এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি-সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হোয়েছে।*

---

* স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথা-বার্ত্তা কহা উচিত। ইংলণ্ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপযাত্রীদের চর্ম্ম-চক্ষে কি যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়; ইংলণ্ডের জল বায়ু স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র,—আমাদের দেশের জল বায়ু, পুরাবৃত্ত, জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র,—ইংলণ্ডীয় প্রকৃতির উপর ইংলণ্ডের সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আমাদের দেশীয় প্রকৃতির উপর আমাদের দেশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত,—ইউরোপযাত্রী বঙ্গ যুবকদের এজ্ঞানটি সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লেখককে যদি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি আমাদের দেশীয় প্রকৃতিকে

এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা শিক্ষার যে কত সাহায্য করে তার ঠিক নেই মুখে মুখে কথাবার্ত্তায় মেয়ে পুরুষদের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে যায়। বিনা কষ্টে ও অলক্ষিত ভাবে মনের একটা শিক্ষা হোতে থাকে। একটা বিষয়ে নানা

সমূলে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থানে ইংলণ্ডীয় প্রকৃতিকে সিংহাসনস্থ করিতে চাও?"—তাহা শুনিবামাত্র তিনি হয় ত শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ স্পষ্টাক্ষরে "না" বলিবেন;—আমাদের দেশের আচার ব্যবহার সভ্যতা যাহা কিছু সমস্তই আমাদের দেশীয় প্রকৃতির গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি, অগ্রে সেই প্রকৃতিকে উন্মূলন না করিয়া তিনি কিরূপে তাহার সেই সন্তান-সন্ততিগুলির উচ্ছেদ-কামনাকে মনে স্থান দিতে পারেন? অনতিপূর্ব্বে বহুতর ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-সমারোহের মধ্যে তিনি যখন এক জনের মুখে দেশীয় স্ত্রীলোকোচিত মাধুর্য্য ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কেন এত ভাব লাগিয়াছিল? তখন ত বহিশ্চারিণী, বহুভাষিণী, ব্যাপিকা সমাজ-রাজ্ঞী অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিণী মৃদুভাষিণী লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে ভাল লাগিয়াছিল, এখন কি তাঁহার সে ভাব অন্তরিত হইয়াছে? তাহা ত বোধ হয় না,—তিনি এক দিকে অধিক ঝোঁক দেওয়াতে লেখনীর বেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব মনে হয়। শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীদিগের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা ত নহে—যেমন স্বাধীনতা চাই তাহার সঙ্গে তেমনি শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা,

লোকের মত শুনতে পাওয়া যায়; কি রকম কোরে মত গঠিত কোর্ত্তে হয়, কি রকম কোরে মত ব্যক্ত কোর্ত্তে হয়, ও কি রকম কোরে মতের প্রতিবাদ কোর্ত্তে হয়, সে বিষয় প্রতি মুহূর্ত্তে অভ্যাস হোতে থাকে। সমাজে মিশ্‌তে গেলে

উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুলি গুণ থাকা চাই, তবেই তাঁহারা স্ত্রীলোকের আদর্শ রূপে বরণীয় হইতে পারেন; নচেৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার আর এক নাম স্বৈরচারিতা, ব্যাপিকতা, প্রগল্‌ভতা, হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা, ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অপ্রতুল রহিয়াছে তাহার সঙ্গে কি-মাত্রা স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেকিয়া থাকিতে পারে তাহাই এখন বিবেচনা-স্থলে; ইংলণ্ডের আর আর স্বাধীনতার সঙ্গে ইংলণ্ডোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা ইংলণ্ডেই শোভা পায়; তেমনি যদি আমাদের দেশোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা নৈসর্গিক শোভায় সমুত্থিত হয় তবেই ভাল, নইলে—মাথাটা খুব প্রকাণ্ড ধড় খানি ছোটোখাটো অথবা মাথায় হ্যাট্‌ গায়ে জামা পায়ে চটি এইরূপ এক কিম্ভূত কিমাকার স্বাধীনতা সকলের সহিত খাপ ছাড়া হইয়া দিন কতক মিথ্যা দাপাদাপি করিয়া বেড়াইলে তাহাতে কাহার যে কি উপকার হইবে তাহা ত বুঝা যায় না। "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন,"—এরূপ যদি কেউ মনে করেন তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা আত্মার স্বাধীনতাও নহে, দেশের স্বাধীনতাও নহে, কেবল পরপুরুষগণের সহিত স্ত্রী-লোকগণের আমোদ-

নানা বিরোধী মতের একটা সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়, সুতরাং একটা বিষয়ের চারদিক দেখতে পাওয়া যায়, যদি দৈবাৎ বিবেচনা না কোরে একটা মত স্থির কর, অমনি সে মত চারিদিক থেকে হুঁচট খেতে থাকে, সুতরাং তোমাকে

প্রমোদে মেলা-মেশা, ,ইহা কতদূর প্রকৃত রূপে স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ-স্থল,। স্ত্রীরা যেমন গৃহকর্ম্মের উপযুক্ত, পুরুষেরা সেইরূপ বহির্ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবার উপযুক্ত; স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে বাধ্য হন, এবং পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল বাহিরে বিচরণ করিতে বাধ্য হন—অন্তঃপুরে থাকা স্ত্রীজনের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর-বাসের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ওরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে একথা কোন কার্য্যের কথা নহে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ছেলে পিলে মানুষ করে না, রাঁধে বাড়ে না ইত্যাদি কথা যদি সত্য হয়, তবে এ কথাও কেননা সত্য হইবে যে, স্ত্রীরা স্বার্থপর বলিয়া আপিসে বেরোয় না, লাঙল চসে না, মোট বয় না, ইত্যাদি। অন্তঃপুর একটা কারাগার, অন্তঃপুরবাসিনীরা একটা বোবা জানোয়ার, পিতা-মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা দাসত্ব, এ সকল ইংরাজি বাঁধি বোল ইংরাজের মুখেই শোভা পায়, বিশেষতঃ সেই সব মানোয়ারীই বল আর জানোয়ারই বল তাঁহাদের মুখে—যাঁহারা নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশকে আঁটি মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি আপন পিঙ্গল-নয়নে কল্পনার দূরবীক্ষণ

অনেকটা সাবধান হোতে হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি সম্বন্ধীয় খবর দেখতে দেখতে মুখে মুখে সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হোয়ে যায়। একটা নতুন বই যদি ভাল হোয়ে থাকে, তবে মুখে মুখে তা'র বিজ্ঞাপন প্রচার হয় ও দেশের

প্রয়োগ করিবা আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে কেবল শাসনভয়ে জড়সড় হইয়া সকল কার্য্য করিতে দেখে, যাহারা দেখে যে পতিকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানোতে পতির প্রতি পত্নীর ভালবাসা প্রকাশ পায় না, পত্নীর প্রতি পতির নির্দ্দয় শাসনই প্রকাশ পায়; কুলরমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না সে কেবল পতির শাসনভয়ে, পতির প্রতি ভালবাসা তাহার কারণ নহে, এমন কি যাহারা পুত্রের ভূমিষ্ঠ প্রণামে পিতৃভক্তি দেখে না—দাসত্ব মাত্রই দেখে; তাহারা আমাদের দেশীয় সভ্যতার ছোবড়া টুকুই সার পদার্থ সুতরাং সেই মহার্ঘ সভ্যতাকে নিতান্ত অসার পদার্থ মনে করিবে ইহা ত ধরাই আছে; কিন্তু তাহার প্রকৃত সার পদার্থ যে তাহার ভিতরকার শাঁস ইহা যদি একজন বাঙ্গালিরও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় তবে সে বড় রহস্য; একজন বাঙ্গালিকে যদি শিখাইতে হয় যে অন্তঃপুর গৃহিণীগণের কারাগার নহে কিন্তু তাঁহাদের সাধের নিকেতন, পিতামাতার প্রতি পুত্রের নম্র ব্যবহার ভক্তি এবং ভালবাসার নিদর্শন, তাহার মধ্যে কঠোরতা কিছু মাত্র নাই; স্ত্রীলোকেরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ করে না সে কেবল এই জন্যে যে, তাহাদের পবিত্র গার্হস্থ্য ভাব আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক যত্নের ধন, এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের নিগূঢ়

মেয়ে পুরুষ সকলেই সে বইয়ের অস্তিত্ব জানতে পারে। এই রকম কোরে চার দিকের বাতাসে যেন জ্ঞান ছড়িয়ে যায়, নিশ্বেসের সঙ্গে যেন জ্ঞান লাভ করা যায়। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা গুণীদের উৎসাহ দেবার প্রধান স্থান। সভায় তাদের সম্মানের আর সীমা নেই। যাঁদের সঙ্গতি ও যোগ্যতা আছে, তাঁরা সকলেই গুণীদের নিমন্ত্রণ কোর্ত্তে চান। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভার তাঁরা ("Lion") সিংহ। মহা মহা কুলীন ব্যক্তিদের ঘরে তাঁরা পদধূলি দিলে শত শত Duchess Countessরা আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। এখানে গুণের আদর দেখলে আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশের গুণীলোকদের যখন মনে করি, তখন মনে হয়, তাঁরা যদি ইংলণ্ডে জন্মাতেন, তা' হোলে তাঁদের পক্ষে ভাল হোত। স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের কাছে থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্যে আপনার আপনার গুণের চর্চ্চা কোর্ত্তে থাকে। সবশুদ্ধ জড়িয়ে এখানকার মেশামেশির ভাব অতি সুন্দর। সে না দেখলে ভাল বোঝবার যো নেই। বাইনাচ দেখে, গান শুনে, * ও লুচি সন্দেশ হজম বা বদ-হজম কোরে যে ফল হয়, তা'র চেয়ে এখানকার সমাজে মিশলে যে মনের কত উন্নতি হয় তা' আমি এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা কোরতে পারিনে।

---

* অন্ত যদি বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিতে হয়, তবে নূতন একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি না করিলে আর চলে না। ভারতী-সম্পাদক।

এখানে আবার মিলনের উপলক্ষ্য কত প্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল্, Conversazione, চা-সভা, Lawnparties, Excursions, Picnics, ইত্যাদি। Thackeray বলেন "English Society has this eminent advantage over all others—that is if there be any Society left in the wretched distracted old European continent—that it is above all others a dinner-giving Society." অবসর পেলে এক সন্ধ্যে বন্ধু বান্ধবদের জড় কোরে আহারাদি করা ও আমোদ প্রমোদ কোরে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে। ডিনার সভার বর্ণনা কোর্ত্তে বসা বাহুল্য। ডাক্তার M-এর বাড়িতে যে partyর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ কোরেছি, তার সঙ্গে ডিনার-পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও picnic partyর মধ্যে ছিলুম। এখানকার একটি রাবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোটযাত্রার উদ্যোগী। এই সভার সভ্য ও সভ্যারা sabbath পালনের বিরোধী। তাই জন্যে তাঁরা রবিবারে একত্র হোয়ে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করেন। এই রাবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙ্গালী মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ কোরে টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে রেলোয়ে

কোরে টেম্‌সের ধারের এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেম। গিয়ে দেখ্‌লুম টেম্‌সে একটা প্রকাণ্ড নৌকা বাঁধা রোয়েছে, আর প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়ে পুরুষে একত্র হোয়েছে। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের বড় এ পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু ম—মহাশয় নাছোড়-বান্দা, তিনি আমাকে বিশেষ কোরে লোভ দেখালেন যে, সেখেনে অনেক সুন্দরীর সমাগম হোচ্চে। শুনে আমি একটু যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক সাজগোজ কোরে যথাসময়ে হাজির হোলুম। গিয়ে দেখি, বোটে কেবল একটি মহিলা আছেন, যাঁকে দূর থেকে দেখ্‌লে হঠাৎ সুন্দরী বোলে ভ্রম হয়, আর বাকী মহিলাদের (তাদের প্রতি আমি অসম্মান করচিনে) কাউকেই আমার চোখে দর্শন-যোগ্য বোলে ঠেকে নি। যে একটিমাত্র রূপসী ছিলেন, তাঁর চার দিকে এমন একটি ঘন ব্যূহ বদ্ধ হোয়েছিল, যে তা' ভেদ করবার চেষ্টা করা আমার মত ক্ষীণ প্রাণীর পক্ষে দুরাশা। সুতরাং আমি সে টক্ আঙুর ফল পরিত্যাগ কোরে ম—মহাশয়ের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলুম। কিন্তু কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হোক্ আর না হোক্ ফলে সমানই কথা! আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হোয়েছিলুম। বোধ হয় ম—মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেন না সকলেই প্রায়

বাহারে সাজগোজ কোরে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি (neck-tie) বেঁধে এয়েছিলেন, অন্যের গলায় ফাঁসি লাগানো তাঁদের আন্তরিক অভিপ্রায়; আর ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর neck-tie-এ একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন্ তাঁকে ঠাট্টা কোরে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "দেশের সমস্ত tie-এ যে তলবারের আঘাত করা হোয়েছে, ওটা কি তারি বাহ্য লক্ষণ?" তিনি হেসে বোল্লেন "তা' নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারি চিহ্ন।" দেশে থাক্‌তে বিঁধেছিল, কি এখানে বিঁধেছে, তা' কিছু বোল্লেন না। ম—মহাশয়ের হাসি তামাসার বিরাম নেই; সে দিন তিনি নৌকার সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প কোরে কাটিয়েছিলেন। একবার তিনি সমস্ত মহিলাদের হাত দেখে গুণ্‌তে আরম্ভ কোরেছিলেন, তখন তিনি এত হাস্যজনক কথা বোলেছিলেন, ও বোট শুদ্ধ মহিলাদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন, যে, সত্যি কথা বোলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটু খানি দ্বেষের উদ্রেক হোয়েছিল; বোট শুদ্ধ মেয়ে যখন হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন, তখন আমি এবং আর দুই চারিটি পুরুষ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়েছিলেম। যথাসময়ে বোট ছেড়েছিলো। নদী এত ছোট যে, আমাদের দেশের খালের কাছা কাছি পৌঁছোয়। জায়গায় জায়গায় নদীর ধারের দৃশ্য মন্দ নয়,

কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে বিশেষ সুন্দর দেখতে তা নয়। নৌকোর মধ্যে আমাদের আলাপ পরিচয় গল্প স্বল্প চোলতে লাগল। একজন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একজন দিশি লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে এক জনের আলাপ হোল, তিনি তাঁদের ইংরিজি সাহিত্যের কথা তুললেন; তাঁর শেলীর কবিতা অত্যন্ত ভাল লাগে; সে বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল হোল দেখে তিনি ভারি খুসী হোলেন; তিনি আমাকে বিশেষ কোরে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ কোরলেন, ও বোল্লেন, সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে সাহিত্য আলোচনা কোরব। ইনি ইংরিজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভাল রকম কোরে চর্চ্চা কোরেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পোড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, "কোন্ রাজার অধীনে?" আমি অবাক্ হোয়ে বোল্লুম—"ব্রিটিষ গবর্মেণ্টের।" তিনি বল্লেন, "তা' আমি জানি, কিন্তু আমি বোলচি, কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে!" কি ভয়ানক! কল্‌কাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এই রকম! তিনি অপ্রস্তুত হোয়ে বোল্লেন, "আমার অজ্ঞতা মাপ কোর্ব্বেন; ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার কোরচি আমি এ বিষয়ে খুব কম জানি।" এই রকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগল; আমাদের

মাথার উপরে একটা কাপড়ের আচ্ছাদন আছে; বোটের ঘরের মধ্যে আহারের আয়োজন হোচ্চে, সেখেনে স্থান নেই! মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি হোচ্চে, কাপড়ের আচ্ছাদনে সেটা নিবারণ কোর্‌চে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘোরতর বাতাস ও বৃষ্টি হোতে আরম্ভ হোল, যে কিছুতে নিবারণ হবার যো নেই। যে দিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁছচ্ছে না, সেই দিকে মেয়েদের রেখে আমরা আর এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। ওমা দেখি, আমাদের দিশি বন্ধু ক— মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, আমি তাঁকে যথেষ্ট ঠাট্টা কোরে নিয়েছিলেম, তিনি বার বার কোরে বোল্লেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি তা' বিশ্বাস করিনে। আমি তাঁকে তখনি শাসিয়ে রেখেছিলেম যে, দেশে একথা রাষ্ট্র কোরে দেব, তিনি তখন বিশ্বাস করেন নি। তুমি এক কাজ কোর ত; বিকেলে সেই ঘরটাতে যখন তোমাদের পাশার বৈঠক বোস্‌বে, তখন তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এই কথাটা ঘরের চারিদিকে বিস্তার কোরে দিও। কিম্বা তা' যদি না কর ত, বিশ্বম্ভর দাদাকে এই কথাটা অতি গোপনে বোলো ও কাউকে বোল্‌তে বিশেষ কোরে বারণ কোরো, তা' হোলেই সপ্তাহের মধ্যে সকলের কাণেই উঠ্‌বে। যাহোক সে দিন আমরা বৃষ্টিতে তিন চার বার কোরে ভিজেছিলেম। এই রকম ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আমরা

আমাদের গম্য স্থানে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়া দাওয়া করবার কথা ছিল, কিন্তু আকাশের ভাবগতিক দেখে তা' আর হোল না। খাবার সময়ে দেখি, আহারের অত্যন্ত বিস্তৃত আয়োজন। আমাদের partyর যিনি প্রধানা, তিনি আমার অল্প খাওয়া দেখে বোল্লেন যে, আমার picnic এর উপযুক্ত ক্ষিধে নেই; কিন্তু তাঁর খাওয়ার পরিমাণ থেকে যদি picnic-এর ক্ষিধের পরিমাণ অনুমান কোরে নিতে হয়, তাহোলে, আমি যদি গাছের পাতা ও হত্তুকী খেয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সহস্রবৎসর উপরে পা ও নিচে মাথা রেখে বৃকোদর ও অগস্ত্য মুনির আরাধনা করি তবু আমার picnic এর উপযুক্ত ক্ষিধে হয় না। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা নৌকা থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম; কোন কোন প্রণয়ীযুগল একটি ছোট নৌকা নিয়ে দাঁড় বেয়ে চোল্লেন, কেউ বা হাতে হাতে ধোরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগ্‌লেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটগ্রাফ-ওয়ালা তার ফোটগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে কোরে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ফোটগ্রাফ নেওয়া হোল। সে যন্ত্রে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ফটোগ্রাফ নেওয়া যায়, সুতরাং একটু আধটু নোড়্‌লে চোড়্‌লেও বড় একটা হানি হয় না। সহসা ম—মহাশয়ের খেয়ালে

গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে এই একটি জন্-বুলের পুষ্যি বাছুর ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্ততঃ কোরতে লাগলেন পাছে কৃষ্ণমূর্ত্তির দলের মধ্যে তাঁরাও পড়েন, কিন্তু এরকম একটা "invidious distinction" করা তাঁদের মনঃপূত নয়; কিন্তু ম—মশায় ছাড়বার পাত্র নন; তিনি ধোরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে, আমাদের ছবি নেওয়ালেন। যা হোক্ ছবি নেওয়া প্রভৃতি সাঙ্গ হোলে পর নৌকা লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হোল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পুরঃসর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী কনক-জল-ধর-পটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক অরুণ-বর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, গাভীবৃন্দ হাম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্ত্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা কোরলেম। আমরা এক গাড়িতে কতকগুলি দিশিলোক ছিলেম, ও আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ পুরুষ ও ইংরেজ মহিলা ছিলেন। ম—মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেম, সুতরাং আমাদের হাসি তামাসার আর অন্ত ছিল না। এইখানে তোমাকে একটা ঘোরতর গুপ্ত খবর দিচ্ছি, খবরদার আর কাউকে বোল না। গাড়িতে আমাদের চ—মহাশয়ের রকম সকম যদি দেখতে তবে অবাক হোয়ে যেতে। মিস্ ড—

য়ের সঙ্গে তিনি যে রকম ফিস্ ফিস্ কোরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখের পর যে রকম ভাবপূর্ণ-দৃষ্টিপাত কোর্ত্তে লাগলেন ও ঠিক তাঁর পাশে যে রকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরে নিলেন যে তাতে ক—মহাশয় ম—মহাশয় ও র—মহাশয়ের মধ্যে একটা রহস্য-পূর্ণ চোক-টেপাটেপি পোড়ে গেল, ম—মহাশয় বাঙ্গলায় বোলে উঠ্‌লেন, "দুই ডাক্তারে মিলে দুজনের মনের উপর surgery প্র্যাক্‌টিষ কোর্‌চেন নাকি?" ক—মহাশয় ডাক্তার এবং মিস্ ড—ও ডাক্তার।

সপ্তম পত্র।

দেখ, তোমাকে যে পত্র লিখেছি, তা' ভারতীতে আমার ইচ্ছামতে প্রকাশ করা হোয়েছে। তাতে এক জায়গায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ কোরেছিলুম, সম্পাদক মহাশয় তার বিরুদ্ধে এক নোটের বাণ বর্ষণ কোরেছেন। কিন্তু সেটা সম্পাদক মহাশয়ের লেখা কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ বর্ত্তমান। তিনি যে সেটা লেখেন নি, তা'র প্রধান প্রমাণ হোচ্চে এই যে, সম্পাদক মহাশয়ের গাম্ভীর্য্য এতদূর বিচলিত হোতে আর কখনো

দেখিনি; দ্বিতীয়তঃ সে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হোয়েছে, তা' সম্পাদক মহাশয়ের লেখনীর অযোগ্য। খুব সম্ভব, কোন উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ কোরে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিত ভাবে এই নোটটি গুঁজে দিয়েছেন। নোটে খোঁচা মারার প্রধান গুণ হোচ্চে যে, তা'র উত্তর দিতে বোস্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। একটা নোটের বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" বোলে কোমর বেঁধে আড়ম্বর করা শোভা পায় না। গোলা দিয়ে ওড়াতে এলে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা কোর্ত্তে হয়, কিন্তু তুড়ি দিয়ে ওড়াতে এলে আর কথাটি নেই। যাহোক্ নানা কারণে একটা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হোলুম। লেখক মহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা' আমি একেবারেই বলিনি; * তিনি কতকগুলো কথা নিয়ে অনর্গল বকাবকি কোরে গিয়েছেন যা একেবারে উত্থাপন কর্‌বারই কোন আবশ্যক ছিল না; + তিনি অনেক জায়গায় তলোয়ার নিয়ে তুমুল আস্ফা-

---

* যথার্থ যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে সে কথা-গুলা লেখকের উচিত্ ছিল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া। ভা, সং

+ কেন যে, আবশ্যক ছিল না তাহা আমিরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক আমাদের নিরীহ দেশটির প্রতি সচ্ছন্দে ধিক্কারের খরশাণ কৃপাণ এবং উপহাসের তীক্ষ্ণ বাণ অনর্গল চালাইতে পারেন আর এক ব্যক্তি ঢাল দিয়া তাহা আট্‌কাইতে গেলে সে তাহা পারিবে না কেননা লেখকের

লন কোরেছেন, কিন্তু তা'র ঘা লেগেছে বাতাসের গায়ে; আবার অনেক জায়গায় তিনি আমার লেখার বিরুদ্ধে বন্দুক ছুঁড়েছেন, তার থেকে আগুনও ছুটেছে, ধোঁয়াও বেরিয়েছে, শব্দও হোয়েছে, কিন্তু তাহাতে গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ; ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য ও শব্দের প্রাখর্য্য থেকে পাঠকেরা কল্পনা কোর্ব্বেন যে, যার প্রতি লক্ষ্য করা হোয়েছে সে ব্যক্তি বাসায় গিয়ে মোরে থাকবে; কিন্তু সে ব্যক্তির কাণে তালা-ধরা ও নাকে ধোঁয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন রকম সাঙ্ঘাতিক অপকার হয় নি। ‡ লেখক মশায় বোলেছেন যে, "শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীলোকদের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলেই আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা ত নহে,

---

মতে তাহা অনাবশ্যক! এমন কি হইতে নাই যে, লেখক এক পক্ষে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে তাঁহার চক্ষে তিনিই দেখিতেছেন যে, তাঁহার বিরোধী পক্ষের কথা-গুলি উত্থাপনেরই যোগ্য নহে? ভা, সং

‡ লেখক কি ভাবে কি কথা বলিতেছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত—পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রতি। আজিকার কালের কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ্য দেশীয় কুসংস্কারের উপর—যিনি একটু কলম ধরিতে জানেন তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহার উপরেই আপনার গোলোন্দাজির পরীক্ষা করিতে যা'ন, কিন্তু তাহার বন্দুকের গুলি-গুনো লাগে কোথায়? না, দেশীয়

যেমন "স্বাধীনতা চাই তেমনি তাহার সঙ্গে শোভন লজ্জা-শীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুণ থাকা চাই," ইত্যাদি। কিন্তু এতটা হাঙ্গামা কেন? বাঙ্গালা বা সংস্কৃত, আর্য্য বা অনার্য্য, সাধু বা অসাধু কোন ভাষারি অভিধানে যদি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়াদাক্ষিণ্য লেখা থাকৃত, তা' হোলে এতটা বাক্যব্যয় শোভা পেত, নইলে সরল-হৃদয় পাঠকদের চোকে ধূলো দেওয়া ছাড়া, লাথি মেরে মেরে এতটা বাক্যের ধূলো ওড়ানোর আর ত কোন ফল দেখিনে। * এই সকল বকাবকির পর লেখক মহাশয়

রীতি নীতি প্রথা যত কিছু আছে সকলেরই গাত্রে—তা' সে সু-ই হউক্ আর কু-ই হউক্—তা'র আর বাক্‌বিচার নাই। আমাদের দেশের ভাল রীতি ভাল প্রথা ইংরাজি রীতি-নীতি প্রথার সহিত না মিলিলেই আজকের কালের কৃতবিদ্য লোকেরা সমস্ত-গুলিকেই কুসংস্কারের কোটায় ফেলিয়া দেন—সেই গুলিকে বাঁচানই আমাদের লক্ষ্য। পাছে লোকের মনে এই একটি কুসংস্কার জন্মে যে, বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের নামই স্ত্রী-স্বাধীনতা, আর আমাদের কুল-স্ত্রীদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের নামই হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি—অধুনা কেবল তাহারই প্রতিবাদ করা আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য। ভাং সং

* অবশ্য কোন অভিধানে স্ত্রী-স্বাধীনতার ওরূপ অর্থ

যেখানে "প্রকৃত কথা" বোলেছেন, সেই খানেই আমি সব চেয়ে কম আয়ত্ত কোরতে পেরেছি। তিনি বলেন, "প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিষয়ক স্বাধীনতা, ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অভাব আছে, তাহার সঙ্গে কি

পাওয়া যায় না—কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? লেখক যদি বিলাতি বিবিদিগকে আদর্শ না করিয়া বিশুদ্ধরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতার অতগুলি পার্শ্ব-রক্ষক Body guard আবশ্যক হইত না; কিন্তু লেখক বিলাতি বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এ জন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে সহসা এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে কার্য্যতঃ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর কিছুই নহে—কেবল বিবিদিগের চাল্-চোল্, ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোক-বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদিগের shopping এর জ্বালায়, নির্দ্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া ল'ন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন। "ইউরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে,—সর্ব্বদেশ-সম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য

মাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোর ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে, তাহাই এখন বিবেচনা-স্থলে!" প্রথমতঃ, "শিক্ষা-বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিষয়ক স্বাধীনতা" ও "ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার" অর্থ আমিত ভাল কোরে বুঝ্‌তেই

নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয়; এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু—তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈর-চারিতা—তাহা যে ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা, গুরু-জনের প্রতি অবজ্ঞা, দেহ-পীড়ন-বেশ-বাহুল্য এরূপ কতশত দোষে দূষিত, Saturday Review প্রভৃতি কাগজে যাহার চীৎকার কাঁদুনি মধ্যে মধ্যে ভুক্ত-ভোগী জনের বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে শুনা গিয়া থাকে, লেখক সে সকল কথার একটুও উল্লেখ না করাতে দেশীয় লোকের চক্ষে এক রূপ ধূলি দেওয়া হইয়াছে—প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিবিদিগের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুল-রমণীরা নিষ্কণ্টকে স্বাধী-নতা-পথে বিচরণ করিতে পারিবেন; আমরা সেই ধূলি অপনয়ন করিবার জন্যই বলিতেছি যে, যখন স্বাধীনতার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, গুরু জনের প্রতি ভক্তি, নীচের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, অপ্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য-বিহীনতা ইত্যাদি গুণ-সমূহ থাকিবে তখনই জানিবে যে তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা—ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা তাহা হইতে বহুদূরে স্থিতি করে; বোম্বাই দেশে যেমন স্ত্রী-স্বাধী-নতা আছে সেরূপ তীব্রতা-বিহীন নির্বিষ স্ত্রী-স্বাধীনতা

পারলুম না; * দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন্‌খানটা যোগ আছে, তাই আমি ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বোল্লে এই বোঝায় যে, আমরা ইংরাজদের

যদি লেখকের অভিপ্রেত হইত তবে তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক তাহা আমরা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতাম। যে স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের দোহাই দিয়া শত সহস্র স্বেচ্ছাচারিতা নিত্য নিত্য পার পাইয়া যাইতেছে যে স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম শুনিলেই আমাদের আপদ মস্তক শিহরিয়া উঠে। ভাং সং

* অর্থাৎ আমাদের আপনার দেশের রাজ্য-শাসন-প্রণালী স্বদেশীয় লোকের আয়ত্তাধীন নহে। তাহা যদি আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন হয় তাহা হইলে আমরা রাজনীতি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। শূন্য-গর্ভ উপাধির টানে পড়িয়া আমাদের দেশের লোক স্বাভিপ্রেত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, ও যেরূপ শিক্ষা তাহাদিগকে জোর করিয়া গিলাইয়া দেওয়া হয় তাহাই তাহারা কণ্ঠস্থ করে। শিক্ষা-দান যদি আমাদের আপনাদের অভিপ্রায় মাফিক হয় তবেই আমরা শিক্ষা-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।

কোট্ হ্যাট্ পরিলে কালোয় কালোয় মিশিয়া বাঙ্গালিকে ভূতের মত দেখিতে হয় তবু তাহা ভাল—কেন? না যেহেতু তাহা ইংরাজ-পছন্দ! রুচিরও কথনও কথনও দাসত্ব-শৃঙ্খল প রিতে সাধ যায়। রুচি যদি আমাদের আপনাদের আদর্শ-মাফিক হয়, অন্যের ধামাধরা না হয়, তবেই আমরা রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। ভাং সং

অধীনে বাস কোরচি ; * যদি এমন হোত যে, স্ত্রী-লোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ জাতি, তা'দের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে

---

* বটেই ত ; ইংরাজদের অধীনে বাস করচি বোলেই ত আমরা আমাদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের সমক্ষে বাহির করিতে সঙ্কুচিত হই। আমাদের দুই দিকেই সঙ্কট ; যদি আমরা ইংরাজদিগকে জেতৃ-জাতীয় লোক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে কুঁকড়িয়া সুঁকড়িয়া থাকি তবে তাহারা আমাদের অতি অপদার্থ জ্ঞান করিবে ও আমাদের স্ত্রীগণকে আমা-দিগের হইতে এক ধাপ নয় উঁচু মনে করুক্—কিন্তু ভদ্র-ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মান-চক্ষে দেখিতে হয়, তাহা তাহারা কখনই করিবে না ; ক্রমাগতই শুনা যায় যে, বাঙ্গালীর স্ত্রী-স্বাধীনতা রেল-গাড়িতে ইংরাজের পুরুষ-স্বাধীনতার হস্তে যার পর নাই অপমানিত হইয়া থাকে ; এই এক দিক্, আর এক দিক্ এই যে, যদি আমরা ইংরাজ-দিগের সহিত সমকক্ষ ভাব ধারণ করিতে যাই তবে প্রথম প্রথম হয় ত তাহারা মুখে একটু আপ্যায়িত করিবে এই পর্য্যন্ত, ভিতরে ভিতরে যে আমাদের স্পর্দ্ধা নিবারণের উপায় চিন্তা করিবে ইহাতে আর কিছু মাত্র ভুল নাই। ইংরাজেরা বত বাঙ্গালীকে খুন করিয়া স্বচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইতেছে, আর একজন স্ত্রীলোকের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইবে —ইহার কি কোন অর্থ আছে ? যদি পরিশেষে বাঙ্গালি বিচারকর্ত্তার হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত তবেই যা তাহা-দের ভয়ের কারণ হইত—কিন্তু আমাদের দেশীয় বিচারা-লয়ের বিচার যেরূপ ইংরাজ-ঘেঁসা তাহাতে আমাদের দেশের যেমন না কেন রাজরাণী হউন না, এক জন সামান্য ইংরাজ

দিলে ইংরাজদের রাজত্ব লোপ হবার সম্ভাবনা, তা'হোলে বুঝতাম যে, রাজনৈতিক-স্বাধীনতা নেই বোলে আমাদের

তাঁহার যথেষ্ট অপমান করিলেও আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে দাঁড়াইবে যে, বরং বাদিনীর দোষ—কেন সে প্রতিবাদীকে রাগাইয়া দিল—প্রতিবাদীর কোন দোষ নাই। আবার, আমাদের দেশের এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা বিদেশীয় বিচারকের আমলেই আসিতে পারে না; আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের গায়ে সামান্য একটু অপমানের আঁচ লাগিলে তাহা যে কত অধিক বলিয়া বোধ হয় তাহা বিদেশীয় সর্ব্ব-সহন-ক্ষম কঠোর মনে এক মুহূর্ত্তও স্থান পাইতে পারে না। আমাদের দেশীয় লোকেরা আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে ইংরেজেরা কখনই সেরূপ দেখে না, ইহারও আবার প্রমাণ দিতে হইবে নাকি? এই সে দিন একজন ইংরাজ বিচারকর্ত্তা প্যায়দাকে দিয়া একজন দেশীয় স্ত্রীলোকের ঘোম্‌টা খোলাইলেন—এ কি বল দেখি? একজন বাঙ্গালি বিচারকর্ত্তা যদি ইউরোপীয় কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিত—তবে কাণ্ডটা কি হইত বল দেখি! এই সব বিচারকর্ত্তার হস্তে যখন আমাদের ধন প্রাণ মান নির্ভর করিতেছে তখন স্ত্রী-স্বাধীনতাতে কি আর রুচি হয়? বরং একজন কেরাণীর পক্ষে বহুমূল্য ইংরাজী আস্‌বাব কেনা শোভা পায়—কেন না তাহাতে সে কেবল ধনে এবং পরিশেষে প্রাণে মারা যায় মাত্র; কিন্তু একজন রাজরাণীর পক্ষেও স্ত্রী-স্বাধীনতা শোভা পায় না—কেন না—অমূল্য কুলমানের বিনিময় ভিন্ন আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহার

দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোরতর ব্যাঘাত বর্ত্তমান! একটা স্বাধীনতা নেই বোলে পৃথিবীতে যদি আর কোন রকম

কারণ আর কিছুই নহে—জেতৃজাতি জিতজাতির কুলমানের মূল্য অতি যৎসামান্য মনে করে; আমাদের ভদ্রলোকের স্ত্রীদিগকে আয়াদেরই সামিল মনে করে—তা চেয়ে নীচু বই উঁচু মনে করে না। কোন বাঙ্গালি ভদ্র ঘরের স্ত্রী দুর্ভাগ্য বশতঃ কতিপয় সভ্য ইংরাজমণ্ডলীর সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাইতে বসিয়াছিল, সেই সভ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলা কহা করিতে লাগিলেন যে, "শেষকালে মেৎরাণীর সঙ্গে আমাদের এক টেবিলে খানা খাইতে হইল।" বিদেশীয় রাজ্যে বাস করাতেই আমাদের ভাগ্যে সময়ে সময়ে ঐরূপ ঘটে; ম্যাঞ্চেষ্টরের একজন তাঁতির ছেলে যেখানে আমাদের দেশের ভদ্রবংশীয় কায়স্থ কন্যাকে মেৎরাণী বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে ভদ্র বংশীয় স্ত্রীলোকদিগকে কত সাবধানে আগলিয়া রাখা কর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিবার কহিবার বিষয়। ঠিক্ বিপরীত পৃষ্ঠ দেখিতে চাও ত বলি শুন;—আমাদের জ্ঞাতসারে একবার কোন নৌকাযাত্রী-ভদ্রলোকের নৌকার তলা ফুটা হইয়া যাওয়াতে তিনি স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ডাঙায় কতকগুলি কুঁড়ে ঘর ও চাল-ডালের দোকান ছিল; তথাকার সকল লোকে মিলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকটির সম্মান রক্ষার জন্য একটি কুঁড়ে ঘরের চারদিকে ঘের-ঘার দিয়া দিব্য একটি নিভৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং আবশ্যক যত কিছু—সকলেরই সহায়তা করিল, পারিতোষিকের কথা একবার

স্বাধীনতা না থাকে, তা'হোলে আমাদের দেশে পুরুষদের স্বাধীনতা আছে কি কোরে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক-স্বাধীনতা নেই, অতএব পুরুষরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে

মুখেও আনিল না; যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল সে ঘর ভাড়া স্বরূপ যাহা পাইল তাহাতেই সন্তুষ্ট। দেখ আমাদের দেশের চাষা-ভূষা ইতর লোকেরাও কুল-স্ত্রীকে কিরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে; ইহা ইউরোপ দেশের অতি ভক্তিপূর্ণ গ্যাল্যেণ্ট্রী নহে—ইহা আর এক বস্তু; কি? না পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ পবিত্রভাবে দেখা। স্ত্রীলোকদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মান করিবার প্রথা আমাদের দেশের যেটি আছে তাহার সহিত এবং ইউরোপ দেশীয় Gallantryর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-নরক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় কুলরমণীর যে একটি পবিত্র মর্য্যাদা তাহা কি Gallantry-পরায়ণ ব্যক্তিরা জানে? না তাহাদিগকে তাহা বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে?—কিন্তু গ্যালাণ্ট্রী যে কি বস্তু তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি—তাহার বশবর্ত্তী হইয়া একটি সুন্দরী মিস্ তাহার গুরুজনকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে হট্ হট্ করিয়া প্রধান আসন গ্রহণ করেন—আমাদের দেশে এই সকল চাল্-চোল্ শিক্ষা হইলেই সর্ব্বনাশ! ইংরাজেরা যখন জেতৃজাতি এবং তাহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কুল-মর্য্যাদার কোন তক্কাই রাখে না তখন আমাদের কী-এত দায় পড়িয়াছে যে তাহাদের সমক্ষে আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাহির না করিলেই নয়। ভাং সং

না? * রাজনৈতিক-স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার যদি কোন যোগ থাকে, তবে পুরুষ-স্বাধীনতার সঙ্গেও তা'র সেই পরিমাণে যোগ আছে সন্দেহ নাই। দেশীয় রাজার অধীনে থাক্‌লে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের এখনকার চেয়ে কি সুবিধা হোত ও কোন সুবিধা হোত, সেইটে বোল্লেই আমি চুপ কোরব। † লেখক মহাশয় হয়ত বোলবেন, এখনো আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আসে নি, সময় এলে স্বাধীনতা আপনাআপনিই আস্‌ত। হঠাৎ যদি আজই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়, তা' হোলে তা'র থেকে খারাপ ফল হোতে পারে। খুব সম্ভব আমাদের দেশে আজো স্ত্রীলোকদের স্বাধীন হবার সময় হয় নি, কিন্তু আমি ত আর তলবার হাতে কোরে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার কোরচি নে; কিম্বা আমিত আজই ভারতবর্ষের Governor general

---

* পুরুষের অপমানিত হওয়া এবং স্ত্রীলোকের অপমানিত হওয়া যদি একই কথা হইত তাহা হইলে লেখক ঠিকই বলিতেছেন যে, স্ত্রীজাতিকে যেরূপ সাবধানে রক্ষা করা হয় পুরুষ জাতিকে সেরূপ রক্ষা করা না হয় কেন? কিন্তু বিলাতি গ্যাল্যান্ট্রী-শাস্ত্রেও ত আছে যে স্ত্রীর গায়ে আঘাত লাগিলে যত লাগে পুরুষের গায়ে আঘাত লাগিলে উহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। ভাং সং

† আমাদের দেশে পুর্ব্বকালে অতি এক নির্ব্বিষ নিষ্কণ্টক স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল ইহা কাহারও অবিদিত নাই;

হোয়ে আইন বের কোরচিনে যে, যারা স্ত্রী-কন্যাদের স্বাধীনতা না দেয় তা'দের ফাঁসি দেওয়া হবে! আমি একটা কাগজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ কোরেছি; আমার আশাও ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না যে, আমার প্রবন্ধটি পড়বামাত্র অমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক তৎক্ষণাৎ তাদের স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নীদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে তাঁদের অসূর্য্যম্পশ্যরূপত্বের গর্ব্ব থেকে বঞ্চিত কোরবে। আমি বিলক্ষণ জানতেম, সূর্য্যের এত সৌভাগ্য আজো হয় নি, যে, এত সহজে তার যুগযুগান্তরের আশা পূর্ণ হবে! আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে যদি বা স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে এখনো না এসে থাকে তবে সেই সময় যত শীঘ্র আসে আমাদের তার চেষ্টা করা উচিত। * প্রথমে আন্দোলন, তার পরে কাজ,

---

বোম্বাই প্রদেশে এখনো তাহার কতকটা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে স্বদেশীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বদেশীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর আয়ত্তাধীনেই সুন্দর শোভায় পরিস্ফুট হইতে পারে। যেমন মুসলমানদিগের বাহুবল, তেমনি ইংরাজদিগের বাহুবল তিরস্করিণী মন্ত্র-বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দিশি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী। ভাং সং

* "যত শীঘ্র আসে" এ চেষ্টা অপেক্ষা যত শোভন-ভাবে, নির্ব্বিঘ ভাবে, নিরুপদ্রব ভাবে আসে, এই চেষ্টা অধিক

তার পরে সিদ্ধি। সময় আসে নি বোলে যদি মুখ বন্ধ কোরে বসে থাকতে হয়, তাহোলে সময় কোন কালে আসে না। পৃথিবীতে কোন্ দেশে এমন কোন্ বৃহৎ সমাজ-সংস্কার হোয়েছে যা' আন্দোলন না কোরেই হোয়েছে? অত কথায় কাজ কি আমাদের বাঙ্গলা দেশে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম সংস্কারের আরম্ভ হয় ও আজ পর্য্যন্ত যার আন্দোলন চোলচে, সেই বিষয়ে উদাহরণ দিলেই আমার যুক্তি অতি সহজে বোধগম্য হবে। * ভারতবাসীদের মন এখনো অজ্ঞতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে, নিরাকার ঈশ্বরের ভাব তারা বুঝতে পারবে না, সুতরাং এখনো সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সময় হয়নি বোলে যদি রামমোহন রায় নিশ্চেষ্ট হোয়ে বোসে থাকতেন, যদি তখনকার বৃদ্ধ পৌত্তলিক সমাজের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম না কোরতেন, সময়ের অভাব, সময়ের

প্রার্থনীয়। যদি বল যে শেষোক্ত চেষ্টা বৃথা হইবে, তবে আর একজন বলিবে পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা ও বৃথা হইবে; প্রকৃত কথা এই যে, দুই চেষ্টারই ফলের আশা এত অল্প যে, আমাদের ভাগ্যে উভয়ই এক প্রকার দুরাশা; কিন্তু যদি "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" এই ভাবিয়া কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিতে হয় তবে শেষোক্ত প্রকারের চেষ্টাই সর্ব্বতোভাবেই শ্রেয়। ভাং সং

* আন্দোলন যাহাতে রীতিমত হয় অর্থাৎ এক-দিক্-ঘেঁসা না হয় এই জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবটির পদে পদে টিপ্পনী সংযোগের এত আয়াস পাওয়া যাইতেছে। ভাং সং

শূন্য ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করবার চেষ্টা না কোরে তিনি যদি ভিক্ষুক ভাবে অঞ্জলি পেতে সময়ের মুখ প্রতীক্ষা কোরে বোসে থাক্‌তেন, তাহোলে আজকের এই ব্যাপ্যমান ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কোথায় থাক্‌ত?* আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব লোকে এখনো ভাল কোরে অনুভব কোরতে পারে নি, কিন্তু তাই বোলে কি চুপ কোরে বোসে থাক্‌তে হবে? ব্যক্তি বিশেষের যদি অস্বাভাবিক কারণে ক্ষিদে আদবে না থাকে, তাহোলে তাকে খেতে দিওনা, কেন না, সে হজম কোর্‌তে পার্‌বে না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা'কে কবিরাজ দেখানো কর্ত্তব্য, যাতে তার ক্ষিদে হয়, এমন বটিকা সেবন করানো আবশ্যক। আমি তাই ভেবে-চিন্তে ভারতীতে সমাজের জন্যে এক রতি বটিকার ব্যবস্থা কোরেছিলুম;

---

* রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হোক্,—তিনি যেরূপ দেশীয় আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা সে ভাবে প্রচারিত হইলে আমরা ত বাঁচিয়া যাই—কিন্তু এ ত তা নয়—এ হচ্চে বিবিদের গৌণের আঁচল ধরিয়া চলা—আয়া-গিরি করা। বোম্বাই দেশেও ত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে; স্বাধীন যুক্তি ও রুচি সহকারে স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাল একটা আদর্শ দাঁড়্ করাও—তাহা আমরা মাথায় করিয়া লইব; কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের খাতিরে তাহার একটা অন্তঃসার-শূন্য চিকণ-চাকণ আদর্শকে "এই উচ্ছিষ্টই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট" বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারি না। ভাং সং

কিন্তু রোগ এমন বদ্ধমূল, ও কবিরাজের সাধ্যমত বটিকার মাত্রা এমন যৎসামান্য, যে, তা'তে উপকার হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের সকল কবিরাজ মিলে যদি এই রকম বটিকা সেবন আরম্ভ করান, তাহোলে অচিরাৎ রোগীর ক্ষুধার সঞ্চার হবে। লেখক মহাশয় বলেন "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কোরেছেন" এরূপ কেউ যদি মনে করেন, তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা দেশেরও স্বাধীনতা নহে, আত্মারও স্বাধীনতা নহে, কেবল পর-পুরুষগণের সহিত স্ত্রীলোকগণের আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা! কথা গুলো এমন কোরে বসানো হোয়েছে যে, শুন্‌লে অনেক পাঠকের গা শিউরে উঠ্‌বে! "পর-পুরুষ!" "আমোদ-প্রমোদ!!" "মেলা-মেশা!!!" কি সর্ব্বনাশ! আমাদের ভাষায় "পর-পুরুষ" কথাটার সঙ্গে একটা দারুণ বিভীষিকা লিপ্ত আছে, লেখক মহাশয় সেই সুবিধা পেয়ে কথাটা ব্যবহার কোরেছেন। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই, গরিব "পর-পুরুষ" কথাটি কি অপরাধ কোরেচে, যে, সে বেচারীর ওপরে এত নিগ্রহ! পর বোলেই কি তার এত দোষ?* কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের "বসুধৈব কুটুম্বকং।" "আমোদ-

* একজন পর-মানুষ কিছু দোষ করে নাই বলিয়া তাহার সহিত আত্মীয় স্বজনের মত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাকে

প্রমোদ" ও "মেলা-মেশা" কথা দুটো এমন ভাবে ব্যবহার করা হোয়েছে যে তার মধ্যে থেকে একটা ঘোরতর রহস্য-পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু আমি আশা করি, আমাদের দেশের রুচি এখনো এমন বিকৃত হোয়ে যায় নি, দেশীয় লোকের মন এমন পশুত্বে পরিণত হয় নি, তাঁদের দৃষ্টি এমন "পিঙ্গল" হোয়ে যায় নি ও তাঁদের "কল্পনার দূরবীক্ষণ" এত দূর পর্য্যন্ত বিগড়ে যায় নি, যে, তাঁরা "আমোদ-প্রমোদ" ও "মেলা-মেশা" মাত্রেরই মধ্যে একটা হীন, একটা জঘন্য, একটা বীভৎস ভাব দেখ্‌তে পা'ন।* অতএব যদি "আমোদ-প্রমোদ" ও "মেলা-মেশা" মাত্রেরই খারাপ অর্থ না থাকে ও "পরপুরুষ" মাত্রেই যদি বাঘ ভালুক বা চোর ডাকাত না হয়, তাহোলে "পরপুরুষের" সঙ্গে "আমোদ-প্রমোদ" "মেলা-

---

ঘরের স্ত্রী-লোকদিগের সহিত মেলা-মেশা করিতে দিতে হইবে, ইহা কোন ইংরাজি আইনে পাওয়া যায়? ভাং সং

* লেখকের মত এই যে, যেমন পুরুষে পুরুষে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে, পরপুরুষে পরস্ত্রীতেও তাহা তেমনিই নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে; কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? দুই জন পুরুষ মানুষের মধ্যে যতই কেন বন্ধুতা ও ঘনিষ্টতার মাত্রা বাড়ুক না তাহাতে বিশেষ কাহারো কিছু আইসে যায় না; কিন্তু পরস্ত্রী এবং পরপুরুষের মধ্যে নির্দ্দোষ বন্ধুতার মাত্রা বাড়িলে অনেকেরই তাহা শঙ্কার বিষয় হয় কেন? ইংরাজ-সমাজের বিধানানুসারে পরপুরুষদেব সঙ্গে পরস্ত্রীদের হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে

মেশায়” কি দোষ আছে ? এক জন অন্যায় রূপে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেবার বিরুদ্ধে তুমি ত বোল্‌তে পার যে, “এ স্বাধীনতা আত্মারও স্বাধীনতা নহে, দেশেরও স্বাধীনতা নহে, কেবল স্বজাতিবর্গের সহিত এক ব্যক্তির আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা, এ কতদূর স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ স্থল !” আত্মার স্বাধীনতা ও দেশের স্বাধীনতা ব্যতীতও আরো অসংখ্য স্বাধীনতা আছে, যা প্রার্থ-

---

পর্য্যন্ত কোন দোষ নাই,—কিন্তু আমাদের চক্ষে ওটা কিছু আমোদ-প্রমোদ মেলা-মেশার আতিশয্য বলিয়াই ঠেকে। আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না এমন নহে এবং এখনো তাহা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু তথাপি স্ত্রী-লোকেরা আমাদের এমনি সম্মানের পাত্রী যে পর-কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে ইহা আমরা দেখিতে পারি না। সখ্য এবং দাম্পত্য দুয়ের মধ্যে কেবল একটা বালির বাঁধ সংস্থাপন করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁহারাই বলিতে পারেন—এতে দোষ কি, তা'তে দোষ কি, কিন্তু যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতা চা'ন অথচ সখ্য ও দাম্পত্য দুইকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিতে চা'ন তাঁহারা ঐ স্থানে প্রস্তরের বাঁধ ভিন্ন আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। লেখক যে বলি-বেন—সু-চক্ষে দেখিলে সকলই সু, কু-চক্ষে দেখিলে সকলই কু, তাহার জো নাই,—সহস্র বন্ধুনী হউন না কেন তাঁহার বাড়িতে যদি পুরুষ-মানুষ কেহ না থাকে তবে ইংরাজি শাস্ত্রে তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত সখ্যালাপ করা অবিধি হইল কেন ? সু-চক্ষে দেখিলে তাহাতে ত কোন দোষ নাই। ভাঃ সং

নীয়।* উপসংহারে সম্পাদক মহাশয় বোলেছেন যে, স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের স্বার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্মের অনুরোধে তা' স্বাভাবতই হোয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিরোধীদের এক এক অতি পুরাণো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারো চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবী থেকে আপনাকে রুদ্ধ কোরে রাখা স্বাভাবিক

---

* আত্মার স্বাধীনতা সকল অবস্থাতেই নির্দ্দোষ কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা যে অংশে বুঝায়—"পর-পুরুষগণের সহিত একত্রে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা" সে অংশে তাহা নির্দ্দোষ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কে বলিতে পারে যে, তাহা নির্দ্দোষ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এখনো বলিতেছি যে, পর-পুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা আত্মার স্বাধীনতার ন্যায় দোষাশঙ্কার সীমা-বহির্ভূত এমন কোন বস্তু নহে যে, তাহা স্ত্রীলোকের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে; উহা অপেক্ষা বরং আপনাদিগকে মিথ্যা-অপবাদ নিন্দা-গ্লানি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের বেশী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় নহে—ইহা আমরা কোন কালে বলিও নাই বলিবও না, কিন্তু যে প্রকার স্ত্রী-স্বাধীনতা হইতে সুফল অপেক্ষা কুফলেরই অধিক সম্ভাবনা, সে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকা অপেক্ষা না থাকা-ই অধিক প্রার্থনীয়। যে দেশে বুদ্ধিমান লোকের নিকট বিবাহ বিভীষিকা-বিশেষ,

হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক।* যদি সত্যই স্বাভাবিক হোত তা' হোলে য়ুরোপে কেন এ স্বভাবের নিয়মের পরিবর্ত্তন হোল? এখানে কি স্ত্রীলোকদের স্বামী নেই, না সন্তান হোলেই তাবা গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে আসে? লেখক মহাশয় বলেন "কুল-রমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না, সে কেবল পতির শাসনভয়ে নহে, পতির প্রতি ভালবাসাই তাহার কারণ।"

সে দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকরণ করিবার জন্য হিন্দুসমাজের কি যে দায় পড়িয়াছে তাহা ত বুঝা যায় না;—বোম্বাই দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই—মহারাষ্ট্রীয় দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই—সে-সব অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ানক উৎপেতে ইউরোপীয় স্ত্রীস্বাধীনতাকে আদর্শ করিয়া চলিতে আমাদের যে, এত ব্যগ্রতা, তাহার অর্থ আর কিছুই নয়, খালি— বিধাতার বিড়ম্বনা; তাহার অর্থ,—অর্থের অবব্যয়, সময়ের অপব্যয়, শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট আর মেম্-সাহেবি একটা-তমো—এই যা' কিছু। ভাং সং

* স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সহিত এখানকার সম্পর্কই নাই—এখনকার যা' কিছু বিচার তা' কেবল সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে। আমাদেব দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর-বাস-প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়াই তাহা প্রার্থনীয়; যদি চতুর্দ্দিকে মান-হানির ভয় সত্য সত্যই বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে অন্তঃপুরকে কারাগারের সহিত তুলনা করিলে দোষের হইত না, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, অন্তঃপুর কুল-স্ত্রীদিগের কঠোর কারা-

ও হরি! আমি কি বলেছি যে কুল-রমণীরা "যে-সে" পুরুষের সঙ্গে কেবল "আমোদই" কোরে বেড়াবে? রেখা গুলিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে চুরিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে, একটি সুশ্রী ছবিকেও কদর্য্য করা যায়, শিবকেও বাঁদর গোড়ে তোলা যায়! কোন পাঠক্ মহাশয় কি আমার লেখা থেকে মনে কোরেছেন যে আমাদের কুল-রমণীরা পথে ঘাটে যাকে তাকে

গার নহে,—তাহা তাহাদের নিরাপদ-দুর্গ, অভয়-নিকেতন; আগে যথার্থ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা চারিদিকের জঞ্জাল পরিষ্কার কর, তাহার পরে অন্তঃপুর-প্রথা অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন কর—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু তা'ও বলি অন্তঃপুর-প্রথা একেবারেই উচ্ছেদ করা কখনই হইতে পারেও না পারিবেও না; এমন কি ইউরোপেও অন্তঃপুর-প্রথা একেবারে যে নাই তাহা বোধ হয় না; ও-দেশে যদি পুরুষদিগের মেলা-মেশা করিবার স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে সে অভাব যত শীঘ্র পূরণ হয় ততই ভাল। Boudoir বোধ হয় কতকটা আমাদের অবরোধের কাছাকাছি যায়। যাহা হউক্—আমাদের দেশের অন্তঃপুর-প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার যদি আবশ্যক হয় তবে আমাদের আপনাদের রকমে তাহা করা উচিত। "আপনাদের রকমে" কাহাকে বলে তাহার একটি দৃষ্টান্ত;—আমাদের দেশের অতিথি-সেবা যেমন স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাকে আদর্শ করিয়া আমাদের অন্তঃপুর প্রথা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, এমন কি অন্তঃপুরের গৃহিণী কোন অভ্যাগত ব্যক্তির অতিথি সৎকার করিলে তাহা আমাদের দেশাচারের চক্ষে ভাল বই মন্দ দেখিতে

দেখ্‌বে তারই সঙ্গে আমোদ কোরে বেড়াবে?* অত কথায় কাজ কি, কোন্ দেশের পুরুষেরাই "যে-সে" পুরুষের সঙ্গে "আমোদ" কোরে বেড়ায়? আমরাত অনেক লোকের সঙ্গে মিলে থাকি, আমরা কি কেবলমাত্র আমোদ করবার

হয় না। বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভাং সং

* যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়ানো সর্ব্বদাই হউক আর কদিচ কথনই হউক্, তাহা কুলস্ত্রীকে শোভা পায় না,—যে-সে লোক বলিলে শুদ্ধ যে, কেবল দুষ্ট লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল অভদ্র লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল পথের লোকই বুঝায় তাহা নহে; শান্তশিষ্ট লোক বল, ভদ্র লোক বল, পরিচিত লোক বল, অবস্থা-বিশেষে সকলেই যে-সে লোকের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। লোকটি ভদ্রবংশীয়, লেখা পড়া জানে, কথাবার্ত্তা বেস্, ভদ্র আচার ব্যবহার, আমার পরিচিত—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আমি তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং চরিত্রের জন্য দায়ী নহি—এমন যে ব্যক্তি ইনিও এক হিসাবে যে-সে লোকের মধ্যে ধর্ত্তব্য—কোন্ হিসাবে? না যখন তাঁহাকে অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিবার কথা। যাহার সহিত সবে নূতন আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে স্ত্রী জনের যদি কোন বাধা না থাকে তবে যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে যে কিসের বাধা, তাহা বুঝা যায় না—সকল সময়েইত কিছু আর আমোদ-প্রমোদ দোষে কলঙ্কিত হয় না। ভাং সং

জন্যেই মিলি? আমরা কাজ কর্ম্মের জন্যে মিলি, ভদ্রতার খাতিরে মিলি, * বন্ধুভাবে মিলি, সাহায্য কোরতে মিলি, সাহায্য গ্রহণ কোরতে মিলি এবং মেলবার এমন আরো অসংখ্য উপলক্ষ আছে। পৃথিবীতে শত সহস্র মানুষ আছে ও মানুষ সামাজিক জীব, সুতরাং মানুষে মানুষে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই স্বাভাবিক। নিতান্ত চোকে ঠুলি দিয়ে না বেড়ালে বা অন্তঃপুরের সিন্দুকে চাবি বন্ধ না থাক্‌লে এরকম দেখা সাক্ষাৎ নিবারণের আর ত কোন উপায় নেই। তা ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে মেশা কি স্বামীর প্রতি অপ্রীতির চিহ্ন? আমি ত তার একটা অর্থ খুঁজে পাইনে।*

---

* কুল-স্ত্রীরা যে পর-পুরুষদিগের সহিত বেশী মেলা-মেশা ও আমোদ-প্রমোদ করে না, তাহার কারণ অনেক গুলি যথা;—(১) পাছে কুলোকে কু ভাবে, যাহাকে খুব ভাল বলিয়া জানা আছে তাঁহারও অন্তঃকরণ কু হইবার আটক নাই; (২) পাছে সুলোকে কু ভাবে,—ইহাতেও আটক নাই; পরস্ত্রী পরপুরুষে মেলা-মেশা কতটুকু পর্য্যন্ত শোভা পায় তাহার একটা মাত্রা রাজ-নিয়ম দ্বারা আজি পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই, আমি যাহা দেখিয়া বলিব "ইহাতে দোষ নাই" আর একজন বলিবে "এতটা ভাল নয়;" সেক্স-পিয়রের উইণ্টর্‌স্ টেলের হরমিওনী বেচারির ও তাঁহার স্বামীর দুর্দ্দশা বিবিসাহেবদিগকে বিলক্ষণই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কি করিবেন? দুর্জ্জয় দেশাচার—সুতরাং নাচার! (৩) পাছে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়; স্বামীর মনে হয় ত এইরূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে যে, পর-পুরুষ-

[illegible] অন্তরঙ্গ প্রাণের বন্ধু আছে, কিন্তু

[illegible] এইটুকু পর্য্যন্ত মেলা-মেশাই ভাল, তাহা অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্টতা ভাল না। যে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সে স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত আর কে হইবে? সে মাত্রা কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না, স্থতরাং যদি স্বামীর মনঃপীড়া জন্মানো স্ত্রীর প্রার্থনীয় না হয়, তবে শেষোক্তের উচিত পর-পুরুষদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা না করা; যে স্ত্রী স্বামীকে অধিক ভাল বাসে তাহার তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। সেক্সপিয়রের উইন্টর্‌স্ টেলে লিয়ন্টীসের স্ত্রী হর্‌মিওনী যখন লিয়ন্টীসের একজন বন্ধুর সহিত যেক্‌হ্যাণ্ড করিতেছেন তখন লিয়ন্টীস আপন মনে বলিতেছেন—

Too hot, too hot!
To mingle friendship far, is mingling bloods.'
I have *tremor cordis* (হৃৎকম্প) on me my heart dances:
But not for joy,—not joy.—This entertainment
May a free face put on: derive a liberty
From heartiness from bounty, fertile bosom,
And well become the agent; it may I grant:
But to be paddling palms and pinching fingers;
As now they are, and making practised smiles,
As in a looking glass, and then to sigh, as 'twere
The mort of the deer (হরিণের মরণ কালীন দীর্ঘ নিশ্বাস); O, that is entertainment
My bosom likes not, nor my brows.

তাই বোলে কি তুমি ঘোম্‌টা টেনে বোসে থাক্‌বে * ও পর-পুরুষের (অর্থাৎ বন্ধু ছাড়া অন্য কোন পুরুষের) মুখ

এই ত গেল সেক্সপিয়র ;—আমাদের কোন সুবিচক্ষণ সাহেব-বন্ধুর মুখে আমরা স্বকর্ণে এইরূপ শুনিয়াছি ;—"কি! আমার স্ত্রীর গাত্র অন্য লোকে স্পর্শ করিবে ;—আমি অন্য লোকের স্ত্রীর গাত্র স্পর্শ করিব—ছি!" (৪) স্বামী মনে করিতে পারে যে, আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র যেরূপ জানি তাহাতে সে পরপুরুষদের সহিত সহস্র মেলা-মেশা করিলেও কোন দোষের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেরূপ করিলে অমুক অমুক ব্যক্তিরা কু মনে করিতে পারে—মিছামিছি একটা কলঙ্ক কুড়াইয়া প্রয়োজন কি? এরূপ যখন হইতেও পারে হইয়াও থাকে, তখন পরপুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার কী এমন মূল্য যে, তাহার জন্য স্ত্রী স্বামীর মনে এক মুহূর্তেও ঐরূপ দুর্ভাবনা উদ্দীপন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। ভাং সং

* অত্যুক্তি। অন্তরঙ্গ লোকের নিকট কে ঘোম্‌টা টানিয়া বসিয়া থাকে? ঘোম্‌টা যা' দেওয়া থাকে তাই থাকে, টানিয়া বেড়াইবার প্রয়োজনাভাবে শুধু শুধু কেন তাহা করিবে? অন্তরঙ্গ—প্রাণের কেন—মুখের বন্ধুর সঙ্গেও সকল স্ত্রীলোকেরই ত সহজভাবে কথাবার্ত্তা চলিয়া থাকে। তবে যদি বল যে ঘোম্‌টা দেওয়াটাই অন্যায়—তবে সে কোন কাজের কথা নহে, কেন না তাহা ন্যায় ও নহে, অন্যায়ও নহে, তাহা দেশাচার মাত্র ; তাহা দেখিতেও ভাল বই মন্দ নহে, যদি ঘোম্‌টা না দেওয়া প্রথা থাকিত তাহা হইলে কালিদাসের এই সুন্দর কবিতাটি আমরা দেখিতে পাইতাম না—"কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-লাবণ্যা।" অতি-

দেখবে না বা তাদের সঙ্গে কথা কবে না?* তাদের মুখ দেখলে বা তাদের সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার বন্ধুর ভাল-বাসার প্রতিদান দেওয়া হোল না? এমন বন্ধুর সঙ্গে আমি ত কোন কারবার রাখিনে।†

যাহোক্—"এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের তত্ত্ব" এই বাঙ্গালিকে শিক্ষা দেবার জন্যে লেখক মহাশয় একটা নূতন বিশ্ব বিদ্যালয় সৃষ্টি করবার পরিশ্রম স্বীকার না কোরে যদি তাঁর অবসর মত এই ভারতীতে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তা'হোলে এই য়ুরোপ-প্রবাসী

পরিস্ফুট লাবণ্যের তীব্রতাও নহে, অপরিস্ফুট লাবণ্যের মন্দতাও নহে, কিন্তু উভয়ের মাঝামাঝি অনতিপরিস্ফুট লাবণ্যের যে একটি মাধুর্য্য তাহা কেবল অবগুণ্ঠন দ্বারাই রক্ষিত হইতে পারে। ভাং সং

* মুখ দেখিতেও দোষ নাই, কথা কহিতে দোষ নাই, আলাপ করিতেই দোষ, সুতরাং এটাও অত্যুক্তি। ভাং সং

† আমার বন্ধুর সহিত আমি কোন কারবার রাখিব না, এমন কি তাহার মুখ দর্শন করিব না,—অপরাধ? না তিনি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দেন নাই; একটা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে আমিষ কাড়িয়া লইলে তাহারই বটে ঐরূপ ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে কিন্তু লেখকের অতবড় রাগের তেমন ত কোন গুরুতর কারণ দেখা যায় না; ইংরাজেরা দেখ কেমন ধীর-প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের স্ত্রীরা পরপুরুষদিগের সহিত নাচিলেও তাঁহাদের ধৈর্য্যলোপ হয় না। ভাং সং

বঙ্গ-যুবক গুরু দক্ষিণা স্বরূপ তাঁর নোটানলের ইন্ধন-যোগ্য আরো কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া সমাজ সংস্কার মত পাঠিয়ে দেবে।

অষ্টম পত্র।

আমি বিলিতি মেয়েদের একটু নিন্দে কোরে লিখেছিলুম বোলে বুঝি সেটা ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি সেটা কেবল এক শ্রেণীর মেয়েদের একটা ভাগ দেখিয়েছিলুম মাত্র, তাঁরা হোচ্চেন Fashionale মেয়ে, তাঁদের দোরস্ত কোর্ত্তে হোলে দিন দুই আমাদের দিশী শাশুড়ির ও ঘরের বিধবা ননদের হাতে তাঁদের রাখ্‌তে হয়। তাঁরা হোচ্চেন বড় মানুষের মেয়ে কিম্বা বড় মানুষের স্ত্রী, তাঁদের চাকর আছে, কাজ কর্ম্ম কোর্ত্তে হয় না, এক জন House-keeper আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে, এক জন nurse আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, এক জন Governess আছেন (Governess ভদ্র লোকের মেয়েদের থেকে নেওয়া হয়) তিনি ছেলে পিলেদের পড়া শুনো দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ তদারক করেন; তবে

আর তাঁর পরিশ্রম করার কি রইল বল, কেবল একটা ঘোরতর পরিশ্রম বাকি আছে, সেইটে তাঁর দিনের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান পরিশ্রম, অর্থাৎ সাজসজ্জা করা; কিন্তু তার জন্য তাঁর Lady's maid আছে, সুতরাং এমন সাধের পরিশ্রমটাও সমস্তটা তাঁকে নিজের হাতে কোর্ত্তে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে-পর্য্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে রোয়েছে, সকাল বেলায় বিছানায় পোড়ে, দরজা জানালা বন্ধ-কোরে সূর্য্যের আলোক আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে breakfast খান ও এগারোটার আগে শয়ন-গৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা; সে বিষয়ে তোমাকে কোন প্রকার খবর দিতে পার্‌চিনে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা fashion হয়েছে, কিন্তু এ Fashion টা খুব কম দূর ব্যাপ্ত হোয়েছে। সিমন্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে—মুখটি ও গলাটি দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার কর্‌বার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না, কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোন প্রকার মোর্‌চে না পোড়লেই হোল। মাসে দুবার একটা Sponge-bath নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন; Sponge-bath-এর অর্থ হোচ্চে, একটা ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে গা সাফ্ করে ফেলা, অর্থাৎ একটা ভিজে গাম্‌ছা দিয়ে গা মোছা আর কি। আমি

একটা ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস কর্ত্তে গিয়েছিলেম, তাঁরা আমি স্নান করি শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কোন প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সমস্ত আমার জন্যে ধার কোরে আন্‌তে হয়েছিল, এমন বিপদ! যা'হোক্, আমাদের বিলাসিনী স্নান কোর্‌লেন কি না বোল্‌তে পারিনে, তা'র পরে তাঁর সাজসজ্জার বিষয়ে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাপড়ের এখানে একটু ফিতে, ওখানে একটু পাড়, কোথাও একটু এলোমেলো করে দেওয়া, কোথাও একটু পিন্ দিয়ে আট্‌কে রাখা: কত প্রকার টুক্‌রো টুক্‌রো জিনিষ পত্র এঁটে সেঁটে, মুখে কত প্রকার রং চং লেপে মনোদুর্গ আক্রমণের জন্য যথাযোগ্য যুদ্ধ-সজ্জা সমাপ্ত হয়। তার পরে এই রকম বাহারে সাজসজ্জায় এক বাণ্ডিল রূপের মত drawing-room-এর (অভ্যর্থনা-শালার) কৌচে গিয়ে বসলেন; বাড়িতে লোক দেখা কোর্ত্তে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারী করা হচ্চে তাঁর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্ত্তব্য হোচ্চে—তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশী কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশী যত্ন করা কোন মতে উচিত নয়। একাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখি তাঁরা কি কোরে এ কাজ সিদ্ধ করেন; আমি দেখেছি তাঁরা এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে

শেষে অনেক সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা হেসে এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, কথা শেষ বল্‌তে বল্‌তে এক এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখন বা, তাস খেলবার সময় যে রকম করে চট্ পট্ তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়া তাড়ি ও এমন সহজে করেন যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। এক জনকে বল্লেন, "Lovely morning, is n't it ?" তার পরেই তাড়াতাড়ি আর এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বোল্লেন, "কাল রাত্তিরে সঙ্গীতশালায় মাডাম্ নীল্‌সন্ গান করেছিলেন, it was exquisite !" যতগুলি মহিলা Visitor বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক একটা বিশেষণ যোগ কত্তে লাগ্‌লেন; একজন বল্লেন "oh charming," একজন বল্লেন "Superb," একজন বল্লেন "Something unearthly," আর একজন বাকী ছিলেন, তিনি বল্লেন "Is n't it ?" এই রকম সর্ব্বদিকব্যাপী কথাবার্ত্তা চল্‌তে থাকে। আমার ত বোধ হয়, এ এক রকম সকাল বেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যা' হোক্ এই রকম মাঝে মাঝে visitor আনাগোনা কোর্‌চে। বাকী সময় তিনি কি করেন? Mudie's Library তে তিনি Subscribe করেন, সেখেন থেকে অনবরত নভেলগুলো

তাঁর ওখেনে যাতায়াত কর্ত্তে থাকে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ কর্‌চেন। তা'ছাড়া flirt করা আছে। Flirt করা কি জান? ভালবাসার অভিনয় করা। দুই পক্ষেই জান্‌চেন যে, কেউ ভালবাস্‌চেন না, অথচ মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার অজস্র আদান প্রদান চল্‌চে; অভিনেত্রী হয়ত একটা অলীক ছুঁতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান কোর্‌লেন, অভিনেতা অমনি একটু সান্ত্বনার অভিনয় কর্‌লেন; একটা হয়ত রসিকতার কথা বল্লেন, অমনি অভিনেত্রী তাঁর তুষার-হস্তে ক্ষুদ্র-মুষ্টি উদ্যত করে আদর মাখা রাগের অভিনয় কোরে বল্লেন, "oh, you naughty, wicked, provoking man!" Naughty man অত্যন্ত তৃপ্তি-সূচক হাস্য কর্‌লেন। এই রকম রসিকতা হাসি তামাসা ও মিষ্টি কথার ক্ষণস্থায়ী গোলাগুলি বর্ষণের নাম flirt করা। এতে অনেকটা সময় বেশ আমোদে কেটে যায়। তা'ছাড়া (যদি তিনি miss হন) Love-making আছে। Flirt করার সঙ্গে হয়ত তার অল্প তফাৎ আছে। তবে এটা flirt করার চেয়ে আর একটু গম্ভীর ও স্থায়ী পদার্থ (যদিও সকল সময়ে স্থায়ী হয় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত বল্‌তে পারিনে)। অনেক চোখের জল ও নিশ্বেস খরচ কর্ত্তে হয়, সহচরীদের কাছ থেকে অনেক রহস্যপূর্ণ ঠাট্টা ও চোক টেপাটেপি খেতে হয়, ও দিনের মধ্যে দশবার করে blush কোর্ত্তে হয়। অজস্র নভেল পোড়ে মনটা এমন romantic হয়ে দাঁড়ায় যে,

একটু অবসর পেলেই ভাল বাসায় পড়তে ইচ্ছে করে, যাঁটি heroine-এর মত লম্বা চৌড়ো কাজ কোর্ত্তে ও লম্বা চৌড়ো কথা কইতে সাধ যায়। সুতরাং নভেল-পড়া মেয়েদের ভালবাসায় পড়া অত্যন্ত আমোদের অবস্থা। চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌তে হয় বটে; কিন্তু অনেক দিন থেকে তাঁদের বড় সাধ ছিল যে, একদিন এই রকম চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌বার উপযুক্ত অবসর পান। এই রকম visitor অভ্যর্থনা করা, visit প্রত্যর্পণ করা, নতুন নভেল পড়া, নতুন fashion সৃষ্টি ও নতুন fashion-এর অনুবর্ত্তন করা, flirt এবং love করা হোচ্চে তাঁদের কাজ। এই রকম ফড়িঙ্গের মত ঘাসে ঘাসে লাফালাফি কোরে তাঁদের জীবনের বসন্তকাল কাটে। এঁরাই হোচ্চেন fashionable মেয়ের দল। আমি দেশে থাক্‌তে এখানকার মেয়েদের যে রকম মনে কোরেছিলুম, এখেনে এসে তা'র সঙ্গে ঢের তফাৎ দেখ্‌ছি। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, লেখা পড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আফিসে যেতে হবে না; এখেনেও তেম্‌নি মার্ষি দরে বিকোবার জন্য মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিষ কর্ত্তে থাকে, বিয়ের জন্যে যতদূর লেখা পড়া শেখা দরকার ততদূর শেখায়, তা'র বেশী শেখায় না, কেননা তা'দের ত আপিসে যেতে হবে না! একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভাল কোরে নাচা, খানিকটা

French, একটু বোনা ও শেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত বেশ একটি রং চোঙে পুতুল গোড়ে তোলা হয়। এবিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যত টুকু তফাৎ, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাৎ মাত্র। দিশি পুতুলের অত সাজগোজ রংচঙের আবশ্যক করে না, আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার আবশ্যক করে না, বিলিতি পুতুলের কিছু বাহার আবশ্যক করে, বিলিতি মেয়েদেরও অল্প স্বল্প লেখা পড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুইই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি হয়। এখেনেও পুরুষেরাই হর্ত্তা কর্ত্তা, স্ত্রীরা তা'দের সম্পত্তি; যেমন গাড়ি চালাবার জন্যে ঘোড়া আবশ্যক করে, তেম্‌নি সংসার চালাবার জন্যে একটা স্ত্রীর দরকার, স্ত্রী একটি আবশ্যক জিনিষ-পত্রের মধ্যে। স্ত্রীকে আজ্ঞা করা, স্ত্রীর মনের মুখে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছে মত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলেতে সংসার চল্‌তো না। মধ্যবিৎ গৃহস্থদের মেয়ের কতকটা মেহন্নত কর্ত্তে হয়, অতটা বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার Kitchen তদারক কর্ত্তে যেতে হয়, Kitchen পরিষ্কার আছে কি না, জিনিস পত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কি না, যথাস্থানে

রাধা হয়েছে কি না, ইত্যাদি দেখা শুনা করেন; রান্না ও খাবার জন্য জিনিস আনতে হুকুম দিতে হয়, পয়সা বাঁচাবার জন্য নানা প্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলাতে হয়, কালকের মাংসের হাড় গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বন্দোবস্ত কোরে তার থেকে আজকের স্যুপ চালিয়ে নেন, পরশু দিনকার বাসী রাঁধা মাংস যদি খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বাকী থাকে তা'হলে সেটাকে রূপান্তরিত কোরে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেন, এই রকম নানা প্রকার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়। তার পরে ছেলেদের জন্য মোজা কাপড় চোপড় নিজের হাতে তৈরি করেন, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘোটে ওঠে না; বড় জোর খবরের কাগজ পড়েন, তা'ও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনেকের পড়াশুনার মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। খানিকটা লেখাপড়ার চর্চ্চা না থাকলে লেখাপড়ায় রুচি জন্মায় না। তাঁরা বলেন, "Politics এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্ত্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।" তাই জন্যে তাঁরা লেখাপড়া চর্চ্চা করেন না; যেন পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে নিতান্ত সঙ্কুচিত বোলেই তাঁরা লেখাপড়া করেন না, যেন নিতান্ত অনধিকার প্রবেশ হয় বোলেই তিনি প্রায় তাঁর স্বামীর Library তে

পদার্পণ করেন না; কিন্তু আমি এর মধ্যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছু দেখতে পাইনে, আসল কথাটা হচ্চে, ইচ্ছে নেই; লাইব্রেরি যদি Ball-room হোত, তা' হোলে তাঁরা অধিকার অনধিকার নিয়ে বড় মাথা ঘোরাতেন না, আর Politics যদি নভেলের ভায়রা-ভাই হোত, তা' হোলে তাঁরা পুরুষের পাত থেকে Politics নিয়ে ছহাতে করে গিল্‌তেন। ছুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা ভূষণ বোলে গণ্য, এই জন্যে ছুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা গর্ব্বের বিষয়; মেয়েরা ছুপা চোলে একেবারে এলিয়ে পোড়্‌লে আমাদের চোকে সে কেমন একটু ভাল লাগে, আমার বোধ হয়, তার কারণ, ওরকম দেখ্‌লে আমাদের আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি কতকটা গর্ব্ব থেকে হয়; নিজের শক্তি খাটাবার একটা অবসর পেলুম বোলে বেশ একটু তৃপ্তি হয়; বিশেষতঃ বেশ একটি সুন্দর পদার্থ যার দিকে আমাদের স্বভাবতঃ মনের টান, সে আমাদের আশ্রয়ে—আমাদের ছায়ায় লতার মত জড়িয়ে থাকুক্ তা' আমাদের ইচ্ছে করে, এই জন্যে মেয়েদের ছুর্ব্বলতা আমাদের ভাল লাগে, তাই জন্যে আমরা তা'র মধ্যে একটু সৌন্দর্য্য দেখি, সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হোলেও এলিয়ে পড়েন, যিনি দশটা কাজ সহজে কোর্ত্তে পারেন, তিনি দেড় খানা কাজ কোরেই হাঁপাতে থাকেন। বুদ্ধি বিদ্যার বিষয়েও এই রকম; মেয়েরা ন্যাকি কোরে বলেন, "আমরা বাপু, ওসব Politics, Science

বুঝিনে শুঝিনে।” বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্ব্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হোয়ে উঠে! পুরুষরা অমনি অতি স্নেহপূর্ণ আদর কোরে তাঁদের বলেন “হাঁ, ঠাকুরুণরা, তোমরা ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক, ছেলে পিলে মানুষ কর, ওসকল শুষ্ক কাষ্ঠের বোঝা তোমাদের বইতে হবে না,” ভাবটা, যে, তোমাদের একটা মহা কষ্ট থেকে উদ্ধার কর্লেম! কিন্তু বিদ্যা-চর্চ্চা রহিত কোর্লে একটা ভার থেকে মুক্ত করা হয় না, একটা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়! এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চ্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড় দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হোচ্চে কতকগুলি ছোট খাটো কাজের সমষ্টি। যা'হোক, সমস্ত দিন এই রকম ছেলেদের দেখা শুনা করে, কাপড়-বুনে, Visitor দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে কেটে যায়। সন্ধ্যেবেলায় স্বামী কর্ম্মক্ষেত্র থেকে একটি আদরের চুম্বন উপার্জ্জন কোর্লেন, (পরিবার বিশেষে যে তা'র অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো আছে, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যে বেলায় স্ত্রী হয়ত একটা সেলাই নিয়ে বোস্লেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পোড়ে শোনাতে লাগ্লেন, সুমুখে আগুন জ্বোল্‌চে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে হয়ত বৃষ্টি হোচ্চে, জানালা দরজাগুলি বন্ধ। হয়ত স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন;

কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, Courtship-এর সময় স্ত্রীর গলা অত্যন্ত ভাল লাগ্‌ত, কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর গান শুন্‌তে খুব কম লোকের আগ্রহ হয়, রোজ রোজ সেই একই রকম গলা, একই ধাঁচের গান শুনে খুব কম লোকেরই অরুচি না জন্মায়। গিন্নির গলা নেমন্তন্নের দিন কাজে লাগে, দশজন বন্ধু বান্ধবকে ডিনারে নেমন্তন্ন কর্‌লে যেমন টেবিল সাজাবার জন্যে অনেক জিনিষ সিন্দুক থেকে বেরোতে থাকে যা' সচরাচর ব্যবহার করা হয় না, তেমনি সেদিন স্ত্রীরও গলা বেরোয়। এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর গিন্নিরা এই রকম শাদাশিদে, যদিও তাঁরা ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার; এদেশে কথায় বার্ত্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কন, আত্মীয় সভায় একটা কোন উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চ্চা হোলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বোল্‌তে পারেন, এই রকম কোরে অনেক জান্‌তে পারেন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কতদিক দেখেন ও কি রকম চক্ষে দেখেন, তা' বেশ বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে তিনি ভাল কোরে কইতে পারেন, কতকগুলো ছেলেমানুষী আকাশ থেকে পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও বুঝাতে না পেরে তাঁকে হাঁ কোরে থাক্‌তে হয় না, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবে গল্প স্বল্প কোর্ত্তে পারেন, নিমন্ত্রণ সভায় মুখ

ভার কোরে বা লজ্জায় অবসন্ন হোয়ে থাকেন না, পরিচিত-দের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁসা ঘেঁসি নেই, কিম্বা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক দূরেও থাকেন না। লোক-সমাজে মুখটি খুব হাসি খুসি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসি তামাসা বেশ উপভোগ কোর্ত্তে পারেন, একটা কিছু ভাল লাগ্‌লে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুন্‌লে প্রাণ খুলে হাস্য করেন। ঠোঁট্ বন্ধ কোরে থাকা ও লজ্জায় ম্রিয়মান হোয়ে পড়া এখানকার মেয়েদের আচরণের আদর্শ নয়। মনে কোরে দেখ দেখি, একটি নিমন্ত্রণ সভায় ৩০টি মেয়ে ঘাড় হেঁট কোরে চুপচাপ বোসে আছেন, সে সভায় পুরুষদের কি দুরবস্থা, ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও মুখবন্ধ হোয়ে আসে, মনের ভিতর এক রকম অসোয়াস্তি হয়, ও ঘোম্‌টা থাক্‌লে ঘোমটা দিতে ইচ্ছে করে। লজ্জায় চুপচাপ কোরে থাকা অত্যন্ত অসামাজিক গুণ। তুমিত কতকগুলো বাঘের মধ্যে পড়নি, আপনার জাত, মানুষ, বিশেষতঃ ভদ্রলোক, কোন অভদ্র কুচরিত্র দলের মধ্যে গিয়ে পড়নি, তবে বেশ মিলে মিশে গল্প স্বল্প কোরবে না ত কি? লজ্জা দুদণ্ড দেখ্‌তে বেশ, মন্দ লাগে না, হয়ত তার মধ্যে বেশ কবিত্বমাখা মাধুর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনরাত লজ্জার সঙ্গে কারবার করা অত্যন্ত যন্ত্রণা, দু তিন ঘণ্টা পরিশ্রম কোরে একটা কথার উত্তর পেলেম, একবার সওয়া গেল, কিন্তু দিন রাত যদি ঐ রকম

একটা কথা শোন্‌বার জন্যে গলদঘর্ম্ম হোতে হয়, তা' হোলেত বাঁচা যায় না! তুমি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে আমোদ প্রমোদ না কর তা' হোলে দায়ে পোড়ে তোমার সংসর্গ ছেড়ে আমাকে অন্য সংসর্গ খুঁজতে হয়। বিয়ের মন্ত্র কিছু ভালবাসা জন্মাবার মন্ত্র নয়, বিয়ে হোলেই ভাল-বাসা হয় না, ভালবাসাও নেই, অথচ আমার স্ত্রী যদি আমাকে কথায় বার্ত্তায় আমোদে না রাখ্‌তে পারেন, তা' হোলে আমি আমার সেই মুক সঙ্গিনী ছেড়ে কি অন্যত্র আমোদের সন্ধান কোর্‌ব না? আমার তাই বোধ হয় মেয়ে-দের একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ চোলে যাওয়া ভাল, যৌবনের একটা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের ও মনো-বৃত্তির স্বাভাবিক বিস্তার শিক্ষা ও অভ্যেসের চাপে না পিষে ফেলা ভাল।

আমি দিন কতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড় অদ্ভুত পরিবার। Mr. B— মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভাল রকম জানেন। তাঁর ছেলে পিলে কেউ নেই,—তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি, আর একটা দাসী এই চার জন মাত্র একটী বাড়িতে থাক্‌তুম। Mr.—আধবুড়ো লোক; অত্যন্ত অন্ধকার মূর্ত্তি, দিনরাত খুঁৎ খুঁৎ খিট্‌ খিট্‌ করেন, নিচের তলায় রান্না-ঘরের পাশে একটি ছোট্টো জানলাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন, একেত সূর্য্য-কিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ

কোর্ত্তে পারে না, তা'তে জানলার ওপর একটা পর্‌দা ফেলা, চারদিকে পুরোণো ছেঁড়া ধূলো-মাখা নানা প্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ কোর্‌লে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হোচ্চে তাঁর Study, এইখানে তিনি বিরক্ত মুখে পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্ব্বদাই বিরক্ত, আঁট বুট জুতো পোর্‌তে বিলম্ব হোচ্চে, বুট জুতোর ওপর মহা চোটে উঠলেন, যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আট্‌কে গেল, রেগে ভুরু কুঁক্‌ড়ে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন; তিনি যেমন খুঁৎ-খুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁৎ-খুঁতের কারণ প্রতিপদে জোটে, আস্‌তে যেতে তিনি চৌকাঠে হুচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে, তবু যে জিনিষ খুঁজছিলেন তা' পান না, এক এক দিন সকালে তাঁর Study তে এসে দেখি, তিনি অকারণে বোসে বোসে ভ্রূকুটি করে উ-আ কোর্‌চেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু B— আসলে ভালমানুষ, তিনি খুঁৎ-খুঁতে বটে কিন্তু রাগী নন, তিনি খিট্-খিট্ করেন কিন্তু ধম্‌কান না। নিদেন তিনি মনুষের ওপর কখন রাগ প্রকাশ করেন না, Tiny বলে তাঁর একটা কুকুর আছে, তার ওপ-রেই তাঁর যত আক্রোশ, সে একটু নোড়্‌লে চোড়লে তাকে ধম্‌কাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাস্‌তে দেখিনি।

তাঁর কাপড় চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মনুষটা এই রকম। তিনি এককালে পাদ্রি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নর-কের বিভীষিকা দেখাতেন। Mr.—র এত কাজের ভিড়, এত লোককে তাঁর পড়াতে হোত যে, এক এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক একদিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিট্‌-খিটে হোয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য্য নয়। Mrs. B— খুব ভাল মানুষ, অর্থাৎ রাগী উদ্ধত লোক নন, এককালে বোধ হয় ভাল দেখ্‌তে ছিলেন, যত বয়স, তার চেয়ে তাঁকে বড় দেখায়, চোখে চসমা পরেন, সাজ গোজের বড় আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম্ম করেন, (ছেলে পিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম্ম বড় বেশি নয়) আমাকে খুব যত্ন কোর্‌-তেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, Mr. ও Mrs. এর মধ্যে বড় ভাল বাসা নেই, কিন্তু তাই বোলে যে, দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া ঝাঁটি হয় তা' নয়, নিঃশব্দে সংসার চোলে যাচ্চে। Mrs. B— কখনো Mr. B—র Study তে যান না, সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে আর দেখা শুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন, খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না। Mr. B—র আলুর দরকার হয়েছে,

তিনি গোঁ গোঁ করতে করতে Mrs. B—কে বোল্লেন "Some potatoes" (please কথাটা বোল্লেন না কিম্বা শোনা গেল না)। Mrs. B—বোলে উঠলেন "I wish you were a little more polite." Mr. B—বোল্লেন "I did say 'please.' Mrs. B—বোল্লেন "I did'nt hear it." Mr. B—বোল্লেন "It was no fault of mine that you did'nt!" কথাটা সমস্তটা ভাল কোরে শোনা গেল না, এই খেনেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝের থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরী করেছিলেম, গিয়ে দেখি, Mrs. B.— Mr. B.—কে ধম্‌কাচ্চেন, অপরাধের মধ্যে Mr. B.—মাংসের সঙ্গে একটু বেশী আলু নিয়েছিলেন, আমাকে দেখে Mrs. B. ক্ষান্ত হোলেন, Mr. B. সাহস পেয়ে প্রতি-হিংসা তোল্‌বার জন্যে দ্বিগুণ কোরে আলু নিতে লাগ্‌লেন, Mrs. B. তাঁর দিকে একটি নিরুপায় মর্ম্মভেদী কটাক্ষপাত কোর্‌লেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে Dear বা Darling বোলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিম্বা কারো Christian নাম ধোরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে Mr. B—ও Mrs. B—বোলে ডাকেন। আমার সঙ্গে Mrs. B. হয়ত বেশ কথা বার্ত্তা কচ্চেন, এমন সময় Mr. B. এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন Mrs. B. আমাকে Piano শোনাচ্চেন, এমন সময় Mr. B.

এসে উপস্থিত হলেন, বোল্লেন, "When are you going to stop?" Mrs. B. বোল্লেন "I thought you had gone out." পিয়ানো থাম্‌ল। তা'র পরে আমি যখনি পিয়ানো শুন্‌তে চাইতেম, Mrs. B. বোল্‌তেন, "that horrible man যখন বাড়িতে না থাক্‌বেন তখন শোনাব," আমি ভারি অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতুম। দুজনে এই রকম অমিল, অথচ সংসার বেশ চোলে যাচ্চে। Mrs. B রাঁধচেন, বাড়চেন, কাজকর্ম্ম কোর্‌চেন, Mr. B রোজগার কোরে টাকা এনে দিচ্চেন; দুজনে কখন প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখন কখন দুই একবার দুই একটা কথা কাটাকাটি হোত, তা' এত মৃদুস্বরে যে, পাশের ঘরের লোকের কানে পর্য্যন্ত পৌছায় না। যা হোক্ আমি সেখানে দিন কতক থেকে বিব্রত হোয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চোলে এসে বেঁচেছি।

নবম পত্র।

আমি অন্য লোকদের মুখ থেকে তাঁদের বিলেতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ কোরেছিলুম, তোমাদের উপকারার্থে তা' আমি সংক্ষেপে লিপি-বদ্ধ কোরে যথা

সময়ে পাঠিয়েছি। আমার যা' কর্ত্তব্য তা' আমি কোরেছি, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হোচ্চে, সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা ও সে বিষয়ে তোমাদের মতামত ব্যক্ত কোরে, যত শীঘ্র পার, আমাকে একটা উত্তর লিখে পাঠানো। কেমন?

এর আগে তোমাদের যে সব চিঠি পাঠিয়েছি, তা'তে যখন যা' মনে হোয়েছে বোলেছি, এখন সেই গুলোকে আর একটু শৃঙ্খলবদ্ধ কোরে লিখ্‌তে চাই; এখেনে কি কি দেখে আমার মনে কি রকম সংস্কার হ'ল, আমি কি নতুন জ্ঞান লাভ কোরলুম, আমার মনে কি নতুন মত গড়া হ'ল ও কি পুরোণো মত ভেঙ্গে গেল, তাই লিখ্‌তে চেষ্টা কোর্ব্ব। অতএব এবারকার চিঠির প্রধান নায়ক হোচ্চেন "আমি।" প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, "আমি।" সুতরাং খুব সম্ভব যে, এই চিঠির কাগজের চার পৃষ্ঠা-পূর্ণ অহমিকা পোড়্‌তে পোড়্‌তে অর্দ্ধ পথে তোমার গা ঝিমিয়ে আস্‌বে, চোখের দ্বার রুদ্ধ হোয়ে যাবে ও নাসা-রন্ধ্র হোতে একটা বেসুরো কোলাহল উত্থিত হোতে থাক্‌বে। "আমি" পদার্থের মত প্রিয় ও আমোদজনক আর কি হোতে পারে বল? কিন্তু আমরা সকল সময়ে বিবেচনা করিনে যে, "আমি" আমারই কাছে "আমি," কিন্তু তোমার কাছে "তুমি" বই আর কিছুই নয়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে "আমি" বোলে একটা বস্তুকে সহসা তোমাদের সভার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বল পূর্ব্বক খাড়া কোরে তুল্‌তে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হোচ্চে। বিলেত

সম্বন্ধে আমার নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার সারাংশ প্রকাশ কোর্ত্তে প্রস্তুত হোয়েছি। এই খানে একটা কথা বোলে রাখি; কথাটা কিছু গম্ভীর ছাঁচের। অভিজ্ঞতা বোল্‌তে কি বোঝায়? কতকগুলি বিশেষ ঘটনার বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা ও তা'র থেকে একটা সাধারণ মত প্রতিষ্ঠা কোরে নেওয়া। আমি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন কোর্‌চি যে, যে দিক থেকে দেখ, আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বড় অধিক নয়। প্রথমতঃ, আমি এখেনে এত অধিক দিন নেই ও এত বিশেষ সুবিধে পাই নি, যা' থেকে এখানকার সমাজের অনেক দেখে শুনে নিতে পারি; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ ঘটনাবলী থেকে একটি যথার্থ সাধারণ মত তৈরি কোরে নিতে যতটা বুদ্ধির আবশ্যক, ততটা আপাততঃ আমার তহবিলে আছে কি না, সে বিষয়ে আমার নিজের ও আমার আলাপী বন্ধুবর্গের ঘোরতর সন্দেহ রোয়েছে। অতএব আমার এই আধ-সিদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জন-গুলো তোমাদের পাতে দিচ্চি, যদি রুচিজনক হয় ও তোমাদের পাক-যন্ত্রের হানি-জনক বিবেচনা না কর, তা' হোলে সেবা কোরো। এই খানে আমার উদ্যোগ-পর্ব্ব ও বিনয়-পর্ব্ব শেষ কোরে, প্রবন্ধের যথাশাস্ত্র মুখ-বন্ধ কোরে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করি।

আমরা লণ্ডনে দুই এক ঘণ্টা থেকেই ব্রাইটনে প্রস্থান করি। ব্রাইটন সমুদ্রের ধারে—একটা বড় সৌখীন (fashion-

able) সহর। দেখ্‌তে শুন্‌তে আকারে ইঙ্গিতে লণ্ডনেরই মত, কেবল লণ্ডনের মত সে রকম অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, ভ্রূকুটী-কুটিল মুখ নয়। আমাদের একটি বাঙ্গালী পরিবার ব্রাইটনে বাস করেন, তাঁ'দের সেখেনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম; দেখি আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পোরে ছেলে পিলে নিয়ে ঘরে অন্নপূর্ণার মত বিরাজ কোর্‌চেন;

তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধুরা অত্যন্ত প্রশংসা করেন, ও তাঁর দিশি বন্ধুরা সেই পরিমাণে খুঁৎ-খুঁৎ করেন। তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধু Miss—বলেন, "ঐ রকম ভাঁজ ভাঁজ কাপড়ে যে একটি সুন্দর শ্রী আছে, তা' আঁট্‌-সাঁট্‌ ছাঁটা-ছোঁটা গাউনে পাওয়া যায় না;" তাঁর দিশি বন্ধু Miss—(একজন বিলিতি বাঙ্গালী) বলেন, যে, "যে কাপড়টা পরা হোচ্চে, সেটা একেত সম্পূর্ণ দিশি নয় (অর্থাৎ ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি নয়), তার উপরে তা'তে যদি এক রত্তি শ্রী থাকৃত, তা' হোলেও না হয় ভদ্রসমাজে পরা যেত, কিন্তু তা'ও নেই।" এই রকম বিলিতি ও দিশি বন্ধুদের মধ্যে মতের আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যাচ্চে। আমিত আগেই বোলেছি, যে, বাঙ্গালী সাহেব হোয়ে উঠ্‌লে তিনি সাহেবের ঠাকুরদাদা হোয়ে ওঠেন; আপনার লোক পর হোয়ে গেলে সে যেমন পর হোয়ে যায়, এমন আর কেউ হয় না। যা হোক্‌, আমাদের দেবীর যে, এখনো অনেক গুলি "কু-

সংস্কার” আছে, দেখে আমরা তৃপ্তি লাভ কোর্‌লেম। এমন কি তিনি বোল্লেন, যে, বিলেতে এসে তাঁর “কুসংস্কার” গুলি আরো বদ্ধ-মূল হোচ্চে। কি সর্ব্বনাশ! দেশের উপর ভালবাসা আরো বেড়েছে। কি আশ্চর্য্য! তিনি বোল্লেন তাঁর মনের এতদূর পুর্য্যন্ত উন্নতি হয় নি যে, সার্ব্বভৌমিক ভাব তাঁর মনে বদ্ধমূল হোতে পারে, বরঞ্চ সে বিষয়ে তাঁর মন আরো সংকীর্ণ হোয়ে এসেছে। তোমরাই বল, বিলেতে এসেও এঁর যদি এই দুর্দ্দশা, তা হলে এঁর কি আর শোধরাবার উপায় আছে? ছেলে পিলেরা দেখলুম, অত্যন্ত খুসীতে আছে, তাদের স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম দেখে কে! সমস্ত দিনের মধ্যে লাফালাফি ছুটোপাটির তিলেক বিশ্রাম নেই। এইমাত্র স্নু—এসে আমার লেখার সম্বন্ধে কত শত প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিল; জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিল, “কি কোরে আমি এত বড় চিঠি বাড়িতে লিখি, সে এর অর্দ্ধেকও লিখতে পারে না,” দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, “এত বড় চিঠি লেখবার আবশ্যক কি, ছোট কোরে লিখলেত সেই একই কথা,” তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল, “অত কষ্ট কোরে হাতে কোরে না লিখে যদি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেও তা হ'লে কি হানি,” ছাপিয়ে পাঠালে তার মতে কত প্রকার সুবিধে তাই একে একে বোলতে লাগ্‌ল'; তা'র পরে আমার চিঠি পোড়তে চেষ্টা কোর্ত্তে লাগল, তার পরে তার শেষ উপসংহার হোচ্চে যে আমার লেখা অত্যন্ত খিজিবিজি বাঁকাচোরা অপরিষ্কার (সে নিজে

বুঝতে পারলে না বোলে বোধ হয়), মুক্ত কণ্ঠে এই মতটি ব্যক্ত কোরে টেবিলের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে। ইতি মধ্যে কখন বি—এসে আমার চৌকির পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে চোড়ে বসবার বন্দোবস্ত করচে, তা'কে কাঁধে চোড়তে দেখে সু—র জেদ হোল, সেও কাঁধে চোড়বে, অবশেষে দুজনে আমার দুই কাঁধে চোড়ে বোসেছে, আমিত এই অবস্থায় লিখ্ছি। তোমরা এ কথা শুনে হয়ত অবাক হোয়ে গেছ, বিশেষতঃ তুমি যে শাসন-ভক্ত, তোমার চুল হয়ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। এ ছেলেদের পেলে তুমি দিন কতক পিটিয়ে মনের সাধ মেটাও।—না? দুরন্ত ছেলে তুমি দু চক্ষে দেখ্তে পার না। তুমি চাও, ছেলেরা গুরুলোকদের কাছে চুপ চাপ কোরে ঘাড়টি গুঁজে বোসে থাক্বে, কথা জিজ্ঞাসা কোরলে তবে কথা কবে, কথা কবার সময় গলার স্বর অত্যন্ত নিচু হবে, গুরুলোকদের সাক্ষাতে কোন প্রকার নিজের মত ব্যক্ত কোরবে না, * তাঁদের অত্যন্ত

---

* এ জায়গাটা ভারি গোলমেলে—ছোটো ছেলেরা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাক্বে এটি আমাদের দেশের কোন্ পিতা বা কোন্ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি চক্ষে দেখিতে পারে? আর ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা বিনয় নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা না করিয়া ভদ্রসমাজে পুতলো বাজির ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে ইহাই বা কোন পিতা সভ্যতার চরম সীমা জ্ঞান করিতে পারে। আমাদের দেশের কোন্ পিতার মন এরূপ কঠিন তাহা জানি না যে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তাঁহার

ভক্তি ও মান্য কোর্‌বে ইত্যাদি। এ যে শুধু ছেলে পিলেদের প্রতিই খাট্‌বে তা নয়, গুরুলোকদের কাছে লঘু লোক মাত্রেরই এই সকল কর্ত্তব্য! তোমার মত হোচ্চে, "লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ, তস্মাৎ পুত্রঞ্চ ভৃত্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ।*" যা হোক্, এই গুরুভক্তির বিষয়ে আমার অনেকটা মত পরিবর্ত্তন হোয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের একটুকু বিস্তৃত কোরে বল্‌চি। আমাদের সমাজের পথে ঘাটে ভালবাসার চেয়ে ভক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে গুরুজনের সম্বন্ধে ভালবাসার সম্পর্ক যেন একেবারে নেই;† সমস্তই

কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে তিনি মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হ'ন—আহ্লাদের কারণ শুধু এই যে, পুত্রের উপর দেখ কেমন আমার প্রভুত্ব! এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করিতে হইতেছে—ইহাতে হাসিও পায় কান্নাও পায়। ভাং সং

* লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

† ভালবাসা ব্যতীত ভক্তি হ'তেই পারে না; ভক্তি হ'তে যদি ভালবাসা উঠাইয়া লওয়া যায় তবে শুদ্ধ কেবল শাসন-ভয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে; ভালবাসা পাত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, দম্পতি ভালবাসা পুত্র-কন্যার প্রতি কিছু অর্শিতে পারে না; পুত্র-বাৎসল্য কিছু বন্ধু-বর্গের প্রতি অর্শিতে পারে না; ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ কখনো গুরু-জনের প্রতি অর্শিতে পারে না; দম্পতির ভালবাসাকে

ভক্তি ও স্নেহ! বয়সের অতি সামান্য তারতম্যে, সম্পর্কের অতি সামান্য উঁচু নিচুতে ভক্তি ও স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; অত কথায় কাজ কি, আমাদের তা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক মূলে নেই, কেবল যমজ সন্তানদের মধ্যে কি রকম হয় বোল্‌তে পারিনে। কিন্তু এরকম ভক্তিকে ভক্তি নাম দিলে সে নামের অসদ্ব্যবহার করা হয়, এ এক রকম অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি, এক রকম অস্বাভাবিক ভয়। বড়দের আমরা স্বভাবতই ভক্তি করি, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখে আমরা স্বভাবতই তাঁদের উপর নির্ভর করি, কিন্তু

দম্পতি-প্রেম কহে, পুত্রকন্যার প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে স্নেহ কহে, বন্ধুবর্গের ভালবাসাকে বন্ধুতা, সখ্য, প্রণয় ইত্যাদি কহা যায়, উচ্চের প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে ভক্তি কহে; অতএব ভক্তি ভালবাসা হইতে স্বতন্ত্র একটি বস্তু নহে, তবে কি—না ভক্তির ভালবাসা প্রণয়ের ভালবাসা নহে, স্নেহের ভালবাসা নহে, দম্পতি-প্রেমের ভালবাসা নহে, উহা অপেক্ষা আর একটু উচ্চ দরের ভালবাসা। যাঁহারা কেবল যাত্রার গীতেরই মর্ম্মজ্ঞ—উচ্চ অঙ্গের গীত তাঁহাদের কাছে গীতই নহে, তেমনি শুদ্ধ যাঁহারা কেবল সখ্য-রসেরই মর্ম্মজ্ঞ—ভক্তি তাঁহাদের চক্ষে ভালবাসাই নহে, সখ্যকে ধরিয়া বাঁধিয়া ভক্তির সিংহাসনে বসাইলে তবেই তাঁহাদের মনঃপূত হয়; কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে, যাত্রার সুরে খেয়াল ধ্রুপদ গান করা আর ভক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত সখ্যরসের আলাপ করা, উভয়ই সমান—বেসুরো বেতালা বেমানান;—সমজদার ব্যক্তি তাহা শুনিবা মাত্র কাণে হাত দেন। ভাং সং

আমাদের পরিবারের মধ্যে যে ভক্তি, যে নির্ভরের ভাব বদ্ধমূল, সে কি স্বাভাবিক? প্রতি পদে শিক্ষা, শাসন, ও অভ্যাসের প্রভাবেই কি তার জন্ম হয় না? ছেলেবেলা থেকে প্রতি পদে আমাদের কাণে মন্ত্র দিতে হয় যে, পিতা দেবতুল্য, গুরু দেবতুল্য; কেন, দেবতুল্য কেন? দেব-ভাবের কঠোর ও সুদূর সম্ভ্রম কেন তাঁদের উপর অর্পণ করা হয়? তাঁরা আমাদের ভালবাসার পিতা, ভালবাসার মাতা, ভালবাসার সঙ্গে আমরা তাঁদের মুক্ত আলিঙ্গনে গিয়ে বদ্ধ হব *, না যোড়হস্তে বিনীত ভাবে আমাদের মানুষ পিতার কাছে না গিয়ে আমা-দের জাতের বহির্ভূক্ত কোন দেবতুল্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে বোসে থাক্‌বো, অতি মৃদুস্বরে কথা কব, অতি নত ভাবে আত্মনিবেদন কোরব? এর মধ্যে

---

* অবশ্য শৈশব কালে এইরূপ আচরণই স্বাভাবিক কিন্তু এক জন ষোল বর্ষ বয়স্ক পুত্র ওরূপ ব্যবহার করিলে সেটা অত্যন্ত বেতালা ও বেসুরো হয় কি না একবার ভাবিয়ে দেখা হউক্—একটু যাহার বুদ্ধি হইয়াছে সে পুত্র শুধু শুধু কেনই বা ওরূপ করিবে। ষোল বর্ষের বালক পিতার নিকট পাঁচ বর্ষের শিশুর ভান করিয়া, অথবা দম্পতি-প্রেমোচিত অধীর ভালবাসার ভান করিয়া দৌড়া-দৌড়ি পিতাকে আলিঙ্গন করিলে সে যে কি এক অদ্ভুত দৃশ্য হয় তাহা বর্ণনাতীত। ভাং সং

কোনটা স্বাভাবিক?* আমাদের পরিবারে গুরুলোকদের পরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভক্তির উদ্রেক কোরে দেওয়া হয়, গুরুলোকেরাও সেই অন্ধ ভক্তির প্রভাবে

---

* গুরুজনের সঙ্গে সখ্যরসের আলাপ করা অস্বাভাবিক কি স্বাভাবিক ইহা হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর—যিনি সর্ব্বতোভাবে ভাল চা'ন তাঁকে কোন রূপে কোন পীড়া দিতে তুমি চাও না; তুমি জান যে তোমার কোন বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি দেখিলে তাঁহার মনে যত লাগিবে এত আর কাহারো মনে লাগিবে না, এই জন্য তাঁর কাছে তুমি ভয় ভয় করিয়া চল; ইহা নিশ্চয় জানিও এরূপ ভয় ভালবাসা হইতেই জন্ম গ্রহণ করে; পুত্র যদি পিতাকে ভাল না বাসে তবেই সে তাহার পিতার মনে আঘাত দিতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না—সুতরাং সে-তাহার-ভয় কঠোর শাসন-ভয় হওয়া দূরে থাকুক তাহা অতি সুকোমল ভালবাসার ভয়, সুতরাং অতি সন্তর্পণে রাখিবার সামগ্রী। বন্ধুবর্গের সহিত যখন আমরা সখ্যরসে মিলিত হই তখন আমরা অনেকটা অসংকোচ ভাবে চলা-বলা করি,—কেন? না, বন্ধুরা পিতার ন্যায় আমাদের মঙ্গলের জন্য একান্ত লালায়িত নহে; বন্ধুদিগের লক্ষ্য আমোদ প্রমোদের দিকে; আমোদ প্রমোদের পক্ষে ঢিলাঢালা ভাব যেমন আবশ্যক, মঙ্গলের পক্ষে সংযত ভাব তেমনি আবশ্যক,—বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মনের শৈথিল্য স্বভাবতঃ শোভা পায়, গুরুজন সন্নিধানে মনের সংযত ভাব স্বভাবতঃ শোভা পায়; তা' যদি না বল-তবে ভক্তি শব্দটাকে অভিধান হইতে উঠাইয়া দেও।
ভাং সং

বলীয়ান্ হোয়ে ছোটদের উপর যথেচ্ছ-ব্যবহার করেন। তাঁরা চান, তাঁদের সমস্ত মত, সমস্ত আজ্ঞা ছোটরা অবি-চারে শিরোধার্য্য কোরে নেয়, সে বিষয়ে তারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করে; যেন ছোটরা কতকগুলি কলের কাঠের পুতুল, তাদের মন নেই, তাদের মনোবৃত্তি নেই, তাদের ইচ্ছে নেই, তাদের বিচার শক্তি নেই! সংসারে তোমার যত প্রকার বড় আছে (কেবল লম্বায় ছাড়া) তা'দের কাছে তোমার বিবেচনা ও ইচ্ছে কিছুমাত্র খাটিয়ো না, সে গুলি আপাততঃ সঞ্চিত কোরে রেখে দেও, অবসর পেলে তোমার ছোটদের কাছে তা অন্ধভাবে খাটাতে পারবে; তা'তে সমাজের কোন আপত্তি নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা * পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্র-

* ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নয় যে এক আধ বৎসরের ছোট বড় ধর্ত্তব্য, এখানে এই ইংরাজি প্রবাদটি স্মরণ করা উচিত, Letter killeth but spirit giveth life। (টীকাকার মহাশয় এই বচনটি উপদেশ না দিয়া যদি নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিতেন, তবে লেখকের পাঠকদের যথার্থ উপকার হইত! লেখক।) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জন্মিতে দেখিয়াছে; পিতা মাতা যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাহাকে সেইরূপ আদর করিয়াছে, তাহার পাঠাদি শিক্ষার সহায়তা করিয়াছে তাহার যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহাতে সচেষ্ট হইয়াছে, বন্ধুবর্গ যেমন বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ করিতে পারিলেই

তুল্য; শুনে শুনে অভ্যেস হোয়ে গেছে বোলে ও আমাদের দেশে এই রকম একটা ভাব বর্ত্তমান আছে বোলে এর হাস্যজনকতা ঘুচে গিয়েছে; নইলে এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হোতে পারে? ভ্রাতা কি ভ্রাতার তুল্য হোতে পারে না? সংসারে কি পিতা পুত্র ছাড়া আর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই? ভাই ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বোলে

পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলের অতি অল্পই খোঁজ খবর রাখে—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাব সেরূপ নহে; কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি কোন অমঙ্গলের সূত্রপাত হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমনি তাহার প্রতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়; এ সকল আমলে না আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে যে, "তুমি কেবল বয়সেই জ্যেষ্ঠ" এরূপ কথাতে ভ্রাতৃভাব না ভ্রাতৃভাবের অভাব—কোন্‌টি প্রকাশ পায়? ইংরাজরা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হট্ করিয়া উড়াইয়া দেয়, অথবা তাহার সহিত বয়োবিরুদ্ধ সখ্যভাবের কথাবার্ত্তা কহিতে লজ্জা বোধ না করে তাই বোলে আমাদেরও কি সেইরূপ না করিলেই নয়! ইংরাজদিগের সভ্যতার ছোবড়া ভক্ষণ করিতে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও; তাঁহারা দেখেন—স্বাধীনতা, শেখেন—পর জাতির দাসত্ব; দেখেন—civilization, শেখেন—Devilization; দেখেন—স্বদেশানুরাগ, শেখেন—স্বদেশের প্রতি নির্ম্মমতা; দেখেন—স্বদেশীয় পরিচ্ছদ, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, স্বদেশীয় চাল-চলন, ইত্যাদি সকলের প্রতি ন্যায়-সঙ্গত পক্ষপাত, শেখেন কি?—না, স্বদেশীয় পরিচ্ছদের-প্রতি, স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি, স্বদেশীয় সুরীতি সকলের প্রতি ন্যায়-বিরুদ্ধ বিরাগ! ভাং সং

কি একটা ভাব বর্ত্তমান নেই? কোন প্রকারে কান ধোরে ভাইয়ের সম্পর্ক কি পিতা পুত্রের সম্পর্কের সঙ্গে মেলাতেই হইবে? এমন যন্ত্রণাও ত দেখি নি। তা'হোলে ত তুমি বোল্‌তে পার, হাত মাথার তুল্য; কিন্তু আমি বলি ওরকম তুলনার স্পৃহাটি পরিত্যাগ কোরে হাতকে হাতের স্থানে ও মাথাকে মাথার স্থানে স্ব স্ব কাজে বজায় রাখা হোক্। প্রকৃতি যা' কোরে দিয়েছে সেটাকে ভেঙ্গে চুরে মুচ্‌ড়ে একটা বিকৃতাকার কোরে তুল'না। আমাদের দেশের শাস্ত্র যেমন (শাস্ত্র বোধ হয় সকল দেশেই সমান) আজ্ঞা করে, বুঝিয়ে বলে না, ভয় দেখায়, কারণ দেখায় না, আমাদের গুরুলোকেরাও তাই করেন। তাঁরা প্রতিপদে কারণ না দেখিয়ে আজ্ঞা করেন, ছোট যদি একবার জিজ্ঞাসা করে, "কেন?" তা' হোলে তাঁরা চোক রাঙিয়ে বলেন, "হাঁ, এত বড় স্পর্দ্ধা!" এতে যে ছোটদের মনের একেবারে সর্ব্বনাশ হয়, তা তাঁরা বোঝেন না। একটা ঘোড়া কিম্বা এক পাল গরুকে অবিচারে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেন না তাতে বড় জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে, তাদের মনোবৃত্তি বিকাশ ও বিচার-শক্তি পরিস্ফুটনের কোন ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু কোন মানুষকে সে রকম কোর না, বিশেষতঃ তোমার নিজের ভাই, নিজের ছেলেকে। তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ছেলেবেলা, যখন আমাদের মন খুব কোমল থাকে, তখন

থেকে যদি আমরা ক্রমাগত যুক্তিবিহীন আজ্ঞা পালন কোরে আস্‌তে থাকি, বড় লোক বোল্‌চেন বোলেই দ্বিরুক্তি না কোরে সব কথা আমাদের শিরোধার্য্য কোরে নিতে হয়, তা'হোলে বড় হোলেও আমাদের মনের সে অস্বাভাবিক অভ্যাস দূর হয় না, প্রশ্ন করার স্বভাবটা একেবারে চোলে যায়, আর সে রকম মনে কুসংস্কার অতি শীঘ্র আপনার শিকড় বিস্তার কোর্ত্তে পারে।* আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের একবার দেখ না, তাঁরা অনেক পোড়েছেন, কিন্তু তবু নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশ কোর্ত্তে তাঁদের কেমন সাহস হয় না; যদি মিল কিম্বা স্পেন্সেরের নাম কোরে তাঁদের নিতান্ত একটা আজগুবি কথা বল, দ্বিরুক্তিমাত্র না কোরে তা' তাঁরা মাথায় কোরে নেন; বিলিতি কেতাবে ইংরাজি ছাপার অক্ষরে যা' লেখা আছে, তা' তাঁরা আর বুঝে হজম কোর্ত্তে শ্রম স্বীকার করেন না, শুক পাখীর মত মুখস্থ কোরে যান, কেননা বিলিতি "authority" র উপর তাঁদের এমন অটল ভক্তি যে, বিচার না কোরেই ধোরে নেন যে, কথা গুলো সত্য হবেই! তা'তে আমি তাঁদের দোষ দিতে পারিনে; কেন না ছেলেবেলা থেকে তাঁদের মন এমনি ছাঁচে গড়া যে, বড় লোকের মুখের সাম্‌নে একটা প্রশ্ন কোর্‌তে তাঁদের বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে,

---

* গুরুজনের প্রতি ভক্তি-অভক্তি ও শিক্ষার সুপ্রণালী কুপ্রণালী এ দুটি বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বিচার্য্য। ভাং সং

বড় লোক যা' বোলেছেন তা'র উপরে আর কথা নেই।* তবে দুই বড় লোকের মধ্যে যখন মতের অনৈক্য হয়, তখন আমরা চুপ কোরে অপেক্ষা কোর্‌তে থাকি—আর এক জন বড় লোক এসে তার কি মীমাংসা কোরে দেন।

---

* আমরা আমাদের নিজের জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি যে, লেখক যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, যাঁহারা যথার্থ ভক্তির পাত্র তাঁহাদিগকে ভক্তি করিলে মনুষ্যের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হয় বই হ্রাস হয় না; শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু জনের প্রতি, জননী জন্মভূমির প্রতি, মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্বের প্রতি যদি ভক্তি সমর্পণ না কর, তবে কাজেই চটক-লাগানো, মন-ভোলানো, ভড়ঙ্‌-দেখানো যা'-তা' তোমার চক্ষের সামনে পড়িলেই তা'রি কাছে ভক্তির অপব্যয় করিতে মন তোমার ধাবিত হইবে; আমি বিশেষ এক ব্যক্তিকে জানি, যাহার স্বদেশের প্রতি ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকাতেই সে এত গুলি মহা-প্রভুর দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে রক্ষা পাইয়াছে—(১)মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতিবাদ (২) রঙ্‌চঙ্গে ইংরাজী সভ্যতা, (৩) হুট্‌পেটে ইংরাজী চাল-চলন, (৪) সুরুচি-বিরুদ্ধ সংক্ষিপ্তসার ইংরাজী ঢঙের কোর্ত্তা—যাহা তাহারা নিজেই তাহাদের স্বদেশীয় বড় লোকদের প্রস্তর মূর্ত্তির গায়ে পরাইতে নারাজ, (৫) দেশীয় ভাষার প্রতি অবহেলা, ইত্যাদি। সার কথা এই যে, গুরুভক্তি (অর্থাৎ শুভাকাঙ্ক্ষী উচ্চ উচ্চ লোকদের প্রতি ভক্তি) এবং সর্ব্বোচ্চ ধরিতে গেলে ঈশ্বর-ভক্তি স্বাধীনতার প্রাণ; স্বাধীনতা হইতে ভক্তিটিকে তফাৎ কর, অমনি তাহা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে। ভাং সং

আমরা বড় লোকের নামের ঢেউ দেখ্‌লেই যুক্তির হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে থাকি! কিন্তু এরকম না হওয়াই আশ্চর্য্য। আমাদের নীতিশাস্ত্রে গুরুলোকের কাছে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম বিসর্জ্জন করাই হোচ্চে পুণ্য।* ছোটদের পক্ষে গুরুদের আজ্ঞা পালন করা বাস্তবিকই ভাল, আমি ছোটদের গুরুদের বিপক্ষে বিদ্রোহ কোর্ত্তে বলচি নে, কিন্তু গুরুদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁরা যেন ছোটদের আজ্ঞা না করেন; হয় অনুরোধ করেন, নয় কারণ প্রদর্শন করেন,

---

* মস্তিষ্কের গুরুলোককে আমি মস্তিষ্কের ভক্তি করিব, হৃদয়ের গুরুলোককে হৃদয়ের ভক্তি করিব, একথাটি লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। কার্লাইলের মতের সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি তাঁহার সহিত কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে কি না লাগিবে তাহা আমি একবার মনেও করিব না, কিন্তু গুরুজনের সহিত কোন বিষয়ের তর্ক করিবার সময় একেবারেই তাঁহার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিতে মনের প্রবৃত্তিই হইবে না,—ভালবাসার রীতিই এইরূপ। যদি গুরুজন অপেক্ষা কোন বিষয় আমি ভাল বুঝি তাই বলিয়া কি সেই ভাল-বোঝাটুকুর মূল্য এতই অধিক যে, "এ বুদ্ধির কাছে, কেবা কোথা আছে," যদি বুদ্ধি জারি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে তার দেশ-কাল-পাত্র আছে, তার প্রথা আছে,—তর্কের অনুরোধে গুরু জনের মনে পীড়া দিতেই হইবে, কোন মতে ছাড়া হইবে না, কোন দেশের কোন শাস্ত্রে এরূপ লেখে না। ভাং সং

যখন কারণ প্রদর্শন কোরেও ফল হোল না, তখন একটু খানি গুরুত্ব প্রয়োগ কোর্ত্তে পারেন। কেন না, অপরিমিত ভক্তির রাজ্যে যুক্তির অত্যন্ত হীন পদ; তিনি ক্রমে এত মুষ্‌ড়ে যেতে থাকেন যে, অবশেষে তাঁর আর মাথা তোলবার শক্তি থাকে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের আবার একটা আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এই রকম ছেলে বেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হোয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হোচ্চে। ছেলে বেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব কোরে আস্‌চে সুতরাং বড় হোলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচিজনক বোলে ঠেকে না, তা'র কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। আজ্ঞা * পালন কোরে কোরে

---

* পুত্র বড় ও উপযুক্ত হইলে গুরু জনেরা কখনই তাহাকে বল-পূর্ব্বক পরিচালন করেন না। গুরু-জনেরা সত্য সত্যই কিছু এরূপ বোধশূন্য পাষাণ-অবতার নহেন যে, ছেলেপিলে-দের উপর ক্ষমতা জারি করিবার জন্য তাহাদের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করেন; আর ছেলেপিলেরাও পেটে থেকে পোড়েই কিছু এতদূর বুদ্ধি-বিদ্যার বৃহস্পতি হয় না যে গুরু জনের কথা শুনিয়া চলিলে তাহাদের উপকার না হইয়া অপকার হয়—তাহার স্বাধীন বুদ্ধি খেলিতে পায় না—বুদ্ধি-বৃত্তি দমনে থাকে, মন দমিয়া যায়, ইত্যাদি। প্রকৃত কথাটা এই, ছোট বালকদিগের পক্ষে শরীর চালনা ও সামান্য স্মরণ-শক্তি চালনাই যথেষ্ট, বালকদিগকে অতিশয় বুদ্ধি-চালনা শিক্ষা দিয়া তাহাদের অল্প বয়সেই প্রবীণ করিয়া তুলিলে তাহাদের মূলে আঘাত করা হয়। প্রকৃতি এইরূপ শিক্ষা

তার এমন অবস্থা হোয়ে যায়, যে, আজ্ঞা কোরে বোল্লেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বোলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়। এখনকার বিখ্যাত বাঙ্গলা লেখকদের লেখায় কেমন একটা আজ্ঞার ভাব দেখতে পাওয়া যায়, কথাগুলি অসন্দিগ্ধ, স্পষ্ট, জোর দেওয়া; পাঠকদের সঙ্গে সমান আসনে বোসে যে বিচার কোর্‌চেন তা মনে হয় না, কিম্বা কথা কোয়ে কোয়ে যে চিন্তা কোর্‌চেন তা'ও মনে হয় না; তাঁরা কতকটা গুরু মহাশয়ের মত কথা কন; মনে হয় হাতে একটা বেত আছে, চোখে একটা চস্‌মা আছে, মুখে একটা কঠোর স্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্ত্তমান; ইংরাজিতে যাকে Dogmatic বলে, তাঁদের লেখার অপাদ মস্তক সেই রকম। তা'তে তাঁদের দোষ নেই; নইলে পাঠকেরা তাঁদের কথা মানে না; পাঠকেরা যেই দেখেছেন, তুমি একটু ইতস্ততঃ কোরচ, কিম্বা একটা কথা খুব জোর দিয়ে বোলচ না, কিম্বা তোমার উচ্চ আসন থেকে এতদূর পর্য্যন্ত নেবে এসেছ যে, তাঁদের সঙ্গে সমান ভাবে বিচার কোর্ত্তে

দেন যে শরীরের স্ফূর্ত্তি প্রথমে, মনের স্ফূর্ত্তি তাহার পরে এবং বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি সবাকার শেষে হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়; এমন কি নিউটন রাফেএল প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরাও তাঁহাদের গুরুদিগকে দেবতুল্য (অর্থাৎ আপনা হইতে অনেক বড়) জ্ঞান করিতেন। আগে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান ভক্তিমান আজ্ঞাকারী সাকরেত না হয়, পরে তাহারা কখনই ওস্তাদ হইতে পারে না—ইহা বেদবাক্য। ভাং সং

প্রবৃত্ত হোয়েছ, তা' হোলেই তোমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য হোয়ে দাঁড়ায়। তুমি যুক্তি না দেখিয়ে একটা কথা জোর কোরে বল,' (অবিশ্যি তোমার একটু নাম থাকা দরকার) তাঁরা মনে করেন, "এটা বুঝি একটা ধরা-কথা, কেবল অজ্ঞতা বশতঃ আমরা জানিনে," তাঁরা অপ্রস্তুত হোয়ে সমস্বরে সবাই মিলে বোলে ওঠেন "হাঁ একথা সত্য, একথা সত্য।" যুক্তি দেখাতে গেলেই তাঁরা মনে করেন, তবে বুঝি এটাতে কোন প্রকার সন্দেহ আছে, এটা একটা স্থির সিদ্ধান্ত নয়; অমনি তাঁরা চোক টেপাটিপি কোরতে থাকেন; অত্যন্ত অবিশ্বাসের ভাব দেখান; মনে করেন, এবিষয়ে অনেক কথা ওঠানো যেতে পারে, অর্থাৎ আমি যদি বা না পারি, আমার চেয়ে আর কোন বুদ্ধিমান জীব হয়ত পারেন, যুক্তিটা শুনেই যে আমি বোলে যাব হাঁ সত্যি, আবার দুদণ্ড বাদে যদি ওর একটা ভুল বেরিয়ে পড়ে তা' হোলে কি অপ্রস্তুত হোয়ে পোড়্‌ব? পাঠকেরা যে লেখকের কথা পালন কোর্ত্তে চান, সে লেখকের পাঠকদের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রাণী হওয়া আবশ্যক; পাঠকদের কাছে এমন বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে হবে যে, তিনি সব জানেন, তাঁর উপরে আর কারু কিছু বলবার কথা নেই, বলবার কথা থাকলেই তিনি একেবারে মাটি হোয়ে গেলেন। তার মূল কারণ, ছেলেবেলা থেকে আমরা শাসনের বশ, যুক্তির রাম-রাজ্যে আমরা বাস করিনি। তুমি ঘর থেকে গোড়ে পিটে তৈরি

কোরে আমাদের একটা অসন্দিগ্ধ আজ্ঞা দেও আমরা পালন কোরব, কিন্তু তোমার ঝুড়ি থেকে তোমার যুক্তির মাল মসলা গুলি বের কোরে আমাদের সুমুখে একটি পরা-মর্শ তৈরি কর, সে কোন কাজে লাগ্‌বে না। কেননা আমরা ছেলে বেলা থেকে আমাদের গুরু লোকদের অভ্রান্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর কোর্‌চি, আমরা যেখেনেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেই খেনেই তাঁরা ছেলে মানুষ বোলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করেন নি। ছেলে মানুষের কাছে যুক্তি প্রয়োগ করা তাঁরা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন। আমা-দের শাস্ত্রকারেরাও এক কালে তাই মনে কোর্ত্তেন, তাঁরা শ্রম সংক্ষেপ করবার জন্যে সত্য কথা গুলিও মিথ্যার আকারে প্রচার কোরেচেন, ও যুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন। যদি বল, গুরু লোকেরা আমাদের চেয়ে জ্ঞানী, সুতরাং তাঁদের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে গচ্ছিত রাখা আমা-দের পক্ষে ভাল। তা' যদি বল, তা হোলে ইংরাজদের কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা পাবার জন্যে আমরা খবরের কাগজে দাপা-দাপি কোরে মরি কেন? ইংরা-জরা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সম্পর্কে-বড় কিম্বা বয়সে-বড়র চেয়ে গুণে-বড়র কাছে আত্ম-বিসর্জ্জন করা ঢের বেশী যুক্তি-

সিদ্ধ।* তবে কেন তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না কোরে আমরা নিজের হাতে কতকগুলি স্বাধীনতা নিতে চাই? তুমি বোলবে, যাঁদের আমাদের উপরে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাঁদের কাছে আমরা সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞাবহ হোয়ে থাক্‌ব। তা' থাক না কেন? কিন্তু ফলে যে সমানই কথা। তোমার চড় মারবার অধিকার আছে বোলে যে ব্যক্তি চড় খাবে তার যে কিছু কম লাগ্‌বে তা'ত নয়। যেখানেই অন্ধ একাধিপত্য সেই খানেই খারাপ। যখন গুরু-লোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার, এমন কি কুসংস্কারের বিরোধী হোল বোলে ছোটর প্রত্যেক ইচ্ছা অবিচারে দলন না কোর্ব্বেন, তখন অনেক উপকার হবে।* আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্চে। এখান-কার তুলনায় আমি সেইটি ভাল কোরে বুঝ্‌তে পেরেছি। সু—বি—দের দেখ, তাদের উদ্যম, উৎসাহ, অধীর বাল্য ভাব ও স্বাধীনতা-স্পৃহার সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেদের শুষ্ক, মলিন, গম্ভীর ধীর ভাব, † ও সম্পূর্ণরূপে পর-নির্ভরতার

---

* একথাটি হৃদ-শূন্য মস্তিষ্কের কথা। সম্পর্কের বড়র সঙ্গে হৃদয়ের যেমন যোগ, জ্ঞানে ও গুণে বড়র সঙ্গে সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। ভাং সং

* পুত্র পিতার অসম্মতিতে বিবাহ করাতে পিতা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে—ইংলণ্ডে ত সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। ভাং সং

† রুগ্ন ছেলে ভিন্ন অন্য কোন ছেলেকে আমি ত আজ

তুলনা কোরে দেখ, সে কি অনৈক্য! আমি ইংরেজের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা কোরলুম না, পাছে তুমি বল তা'দের জাতিগত স্বভাবের সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বভাবের ভিন্নতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ছেলেই যথোপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে পালিত হোলে তার কি রকম স্ফূর্ত্তি হয়, তা'র মনের স্বাস্থ্য কি রকম অক্ষুণ্ণ থাকে তাই দেখ। ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব হোচ্চে প্রশ্ন করা, একটা জান্‌বার ইচ্ছে; এখানকার ছেলেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে কোরে সারা হয়। সু-আমাকে প্রশ্ন কোরে কোরে অস্থির কোরে তোলে; আকাশের তারা থেকে পৃথিবীর তৃণ পর্য্যন্ত এমন কোন পদার্থ নেই, বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি কোরে সে যার ঘরের খবর না জান্‌তে চায়। আমি যখন টর্কিতে ছিলুম, তখন একটি ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব কোরে নিয়েছিল; পৃথিবীর যা' কিছু দেখ্‌তো, তা'ই যেন তার ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ত, প্রতিপদে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন কোরে আমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলত; তার কৌতূহলের আর আদি অন্ত নেই। তা'

পর্য্যন্ত শুষ্ক মলিন ধীর গম্ভীর দেখি নি। যে বয়সের যেটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম তাহা এখানেও যেমন বিলাতেও তেমনি—বিলাতে নয় ব্যাট বল্ খেলে, আমাদের দেশে নয় গুলি-ডাণ্ডা খেলে, বিলাতে হাইড্ অ্যাণ্ড সীক্ খেলে আমাদের দেশে নয় লুকাচুরি খেলে—প্রভেদের এই পর্য্যন্ত সীমা।
ভাঃ সং

ছাড়া এখানকার ছেলেদের এক রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখ্‌লে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। তা'র প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমান সমান ভাবে রাখে। আমি এখানকার একটা প্রাইবেট স্কুল দেখেছিলেম; মাষ্টার ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি করেন, খেলা করেন; কত যে স্বাধীনতা দেন তা'র ঠিক নেই; অথচ তা'তে কিছু তা'দের "মাথা খাওয়া" হয় নি; পড়া শুনোতে তা'দের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই।* এই ত গেল ছেলেদের কথা। আর বড়রা যে গুরুর সঙ্গে খুব কম সম্পর্ক রাখে তা' বলাই বাহুল্য। এখানে এমন স্বাধীন ভাব বর্ত্তমান যে, প্রভু ভৃত্যের মধ্যেও সে রকম আকাশ পাতাল সম্পর্ক নেই।† এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা, এক জন বাইরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মত চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের

---

* আমাদের দেশের টোলে এইরূপ প্রথাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের routine business প্রণালীতে বালকদিগের মন দমিয়া যায় ইহা আমি সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করি। ভাং সং

† আমাদের দেশের পাড়াগাঁ অঞ্চলেও এইরূপ দেখা যায়—লেখক সহরে Lord-দের ঘরে স্বতন্ত্র রূপ প্রথা দেখিবেন ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। ভাং সং

হাতে নেই। চাকর কোন কাজ কোরে দিলে "Thank you," ও তা'কে কিছু আজ্ঞা করবার সময় "Please" বলা আবশ্যক।* একবার কল্পনা কোরে দেখ দেখি, আমরা চাকরদের বলচি, "অনুগ্রহ কোরে জল এনে দেও।" বা "মেহেরবাণিকরকে পানি লেওয়াও।" ও জল এনে দিলে বলচি "বাধিত রইলুম।†" তুমি হয় ত বলবে Thank you

---

* লেথক এই মাত্র বলিলেন চাকর মনিবে বেশী তফাৎ ভাব নাই, ইহাতে বুঝায় যে, তাহারা বাড়ির লোকেরই সামিল; আমাদের দেশের গৃহস্থ মানুষদের ঘরেও চাকর মনিবের মধ্যে ঐরূপ ভাব দৃষ্ট হয়—তাহার সাক্ষী চাকরাণীকে ঝি বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা; কিন্তু চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা—আষ্টে পৃষ্টে কাষ্ট-সভ্যতার ভার বহন করা—আমাদের দেশের সহজ-সভ্য লোকদিগের পোষায় না; গর্দ্দভও ভার বহন করিতে ভার বোধ করে, আমরা মনুষ্য হইয়া যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন স্কন্ধে আপনি ভার চাপাই তবে তা'র চেয়ে আমরা বড় কিসে? ভাং সং

† এ সকল কৃত্রিম সভ্যতার না আছে অর্থ, না আছে কিছু; আমাদের দেশে এরূপ মৌখিক ভদ্রতার যত কম আমদানি হয় ততই ভাল; মনে কর ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল অমনি ছেলে বোলে উঠলেন "thank you বাবা"—এরূপ কাষ্ঠ সভ্যতা কাষ্ঠ হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুণ করিয়া তোলে। ভাং সং

ও Please ও কেবল একটা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহার প্রতিপদে যে কথা-ছুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, জাতীয় হৃদয়ে তা'র কারণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে হয় ত জোর কোরে তর্ক কারচি, তুমি হয় ত মান যে, হৃদয়ের মাটিতে শিকড় না থাক্‌লে একটা কথা তিন দিনে শুকিয়ে মারা যায়। এখানে মনিবরা টাকা দেন ও চাকরেরা কাজ কোরে দেয়, উভয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু বাধ্যবাধকতা আছে; তুমি টাকা না দিলে চাকর কাজ করবে না, চাকর কাজ না কোরলে তুমি টাকা দেবে না; কিন্তু একটু খানি কাজের ত্রুটি হোলে তা'কে ও তা'র অনুপস্থিত নির্দ্দোষ পিতা পিতামহ বেচারীদের সম্পর্ক-বিরুদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করবার কি অধিকার আছে? এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা' হয় ত তুমি না দেখ্‌লে ভাল কোরে বুঝতে পারবে না। আমি একটি পরিবার জানি, সেখানে মনিবরা রান্না ঘরে যেতে হলে রাঁধুনীর অনুমতি চেয়ে পাঠাতেন, পাছে তার কাজের মধ্যে intrude কোরলে সে বিরক্ত হোয়ে ওঠে! এই থেকে কতকটা বুঝতে পারবে। এই রকম এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্ত্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন কোর্ত্তে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীন ভাব কোথা থেকে আস্‌বে? কিম্বা হয় ত আমি উল্‌টো বলচি, একটা জাতির

হৃদয়ে স্বভাবতঃ এতটা স্বাধীন ভাব না থাকলে এমন কি কোরে হবে? যা'দের হৃদয়ে স্বাধীন ভাব নেই, তারা যেমন অম্লান বদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে পারে, একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে ভাল বাসে। আমাদের সমাজের আপাদ মস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিল্‌টি কোরে আমরা বড় জোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারিনে, তা'র যা কুফল তা' থেকে যায়। আমি আগে মনে কোর্‌তুম যে, হিন্দুদের মনে একটা সহজ স্বাভাবিক ভাব আছে, কোন প্রকার অস্বাভাবিক বাঁধা বাঁধি, আইন কানুন নেই। কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তা' বোল্‌ব বল? হিন্দুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আইন কানুন নেই? তাদের পরিবারের মধ্যে দেখ! আপনার ভাই বোন্ পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্রের মধ্যে কতটা বাঁধা বাঁধি আছে একবার দেখ! ভাইয়ের প্রতি কি রকম ব্যবহার কোর্ত্তে হবে তা' কোন্ দেশে শেখাতে হয় বল দেখি? তবে যদি বল যে, ভাইয়ের প্রতি পিতা বা পুত্রের মত ব্যবহার কোর্ত্তে হবে, তা' হ'লে শেখাবার খুব আবশ্যক করে বটে;* কোন মানুষের সহজ অবস্থায়

---

* মনে কর একটি বড় পুত্র এবং একটি ছোট পুত্র রাখিয়া পিতামাতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন

আত্মপ্রত্যয় থেকে ও কথা মনে আসবার কোন সম্ভব নেই। গুরুলোকদের কাছে বেশী কথা কওয়া বা হাসা পর্য্যন্ত নিষেধ। কি ভয়ানক! যাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা * অনবরত থাক্‌তে হবে, তা'দের সঙ্গে যদি মন খুলে কথা বার্ত্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাস্‌বে, তা'দের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, হাস্যোচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে, আর মুখের ওপর একটা সম্ভ্রমের মুখস্ পোরে দিন রাত্রি থাক্‌তে হয় তা' হোলে কোথায়

ছোটটিকে তাহার পিতা যেমন যত্ন করিতেন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে সেইরূপ যত্ন না করিলে তাহার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ, হৃদয়-বিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় হয় কি না? পিতার অবর্ত্তমানে যাহা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী—পিতা বর্ত্তমানে তাহা হইলে আরো ভাল হয় কি না? যে যাহাকে পুত্রের মত যত্ন করে তাহাকে সে পিতার মত ভক্তি করিবে কি না? ধাত্রীকে তাহার দুগ্ধ-পোষ্য শিশু স্বভাবতই মাতার মত এবং স্থল-বিশেষে তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে কি না? ধাত্রী পর হইয়াও যদি মাতার ন্যায় হইতে পারে তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার হইয়া কেন না পিতৃতুল্য হইতে পারিবে? বড়র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে না ত কাহার প্রতি করিবে? ভাং সং

* চব্বিশ ঘণ্টা গুরুলোকের সঙ্গে থাক্‌লে ছেলেরা দু-দিনে বুড়িয়ে যায়—কোন ছেলেকে আজ পর্য্যন্ত ওরূপ করিতে দেখি নাই। ভাং সং

গিয়ে আর বিশ্রাম পাবে?* ইনি দাদা, উনি কাকা, তিনি মামা, এ ছোট ভাই, ও ভাই-পো, সে ভাগ্নে, কারু কাছে ভাল কোরে মুখ খোল্‌বার যো নেই†। কি করা যায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা গাড়্‌তে হয়, সেখানে পাঁচ জনে মিলে তামাক

---

† গুরুলোকেরা শিক্ষার স্থান, ভক্তি শ্রদ্ধার স্থান; বিশ্রামের স্থান বা বিনোদের স্থান নহেন; তাঁহারা যদি বিনোদের স্থান হইবেন, তবে সমবয়স্কেরা কি করিতে রহিয়াছে;—ক্ষুধার জন্য অন্ন রহিয়াছে, তৃষ্ণার জন্য জল রহিয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইয়া ক্ষুধা পাইলে যে ব্যক্তি জল খায় ও তৃষ্ণা পাইলে ভাত খায়, সেই ব্যক্তিরই কর্ম্ম—বিনোদ ইচ্ছা হইলে গুরুলোকের নিকট যাওয়া ও সদুপদেশ এবং উচ্চ সহবাসের ইচ্ছা হইলে সমবয়স্কদিগের নিকট যাওয়া; ভক্তিভাজন ব্যক্তির সম্মুখে মন স্বভাবতই প্রশান্ত সংযত ভাব ধারণ করে—মনঃসংযম যাহা অনেক শিক্ষার ফল তাহা আপনাআপনি হয়, এ কিছু কম কথা নহে। ভাং সং

* কেন মুখ খুলিবার জো নাই? অবশ্য মুখ খুলিবার জো আছে—কেবল এলোমেলো যা ইচ্ছা তাই বকিবার জো নাই। গুরুজনদিগের কথা বার্ত্তা, রীতি চরিত্র, দেখিয়া শুনিয়া বালকেরা কথা বার্ত্তা কহিতে বসিতে দাঁড়াইতে যত দিন না শেখে, তত দিন তাহারা অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিলে আদর বই ভর্ৎসনা লাভ করে না এবং বালকদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাপল্য হ্রাস পায় ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয়, ইহা সকল দেশেই সমান। ভাং সং

খাওয়া, দাবা খেলা, ও হাসি তামাসা করা যায়। এ দুর্দ্দশা কেন বল দেখি? আফিস থেকে এসে যেমন আফিসের কাপড় চোপড় ছেড়ে হাঁফ ছাড়া যায়, তেমনি বাড়িতে প্রবেশ করেই লৌকিক ব্যবহারের খোলষ পরিত্যাগ কোরে মনটাকে কেন একটুখানি হাত পা ছড়াতে দেওয়া হয় না? তখনো কেন আমি স্ত্রীর সঙ্গে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ কোরে কথা কব, পাছে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর ভাশুর বা ঐ রকম একটা কোন মান্যবর পূজনীয় সম্পর্কের ব্যক্তি আমার স্ত্রীর গলা শুন্‌তে পায়? স্ত্রীর গলা বা হাসি শুন্‌লে কার কি সর্ব্বনাশ হয় বল দেখি? একেই কি সহজ-শোভন ভাব বলে? এর মধ্যে সহজ ভাব টা কোন্ খানে বল দেখি? বিলিতি-বাঙ্গালীরা যে দেশে ফিরে গিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করেন, ও বলেন, আমাদেয় দেশে "Home" নেই, বিলেতেই যথার্থ "Home" আছে; তাঁরা বোধ হয় তা'র এই অর্থ করেন যে, বিলাতের পরিবারে একটা স্বাধীন-উচ্ছ্বাসের ভাব আছে *। বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রী পুত্রে মিলে হাসি, গল্প,

---

* এইরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিবার জন্য বিলাতে যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এক জন সামান্য খ্রীষ্টান বাঙ্গালীর ঘরেও ঐরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেরূপ উচ্ছ্বাস বাস্তবিক স্বাধীন উচ্ছ্বাস কিম্বা প্রবৃত্তির অন্ধ উত্তেজনা, এইটির প্রতি একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়; দেশ কাল পাত্রোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

গানে, অগ্নিকুণ্ডের চারধার উচ্ছ্বাসময় কোরে তোলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে একটা উল্লাস, একটা মেশামেশির ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। * এক ঘরে

বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাই স্বাধীন নামের যোগ্য ; স্বাধীন কিনা স্ববশ, কিন্তু স্ববশ দূরে থাকুক আমি যখন এরূপ অবশ হইয়া পড়িয়াছি যে গুরুজনের প্রতি একটুও দৃক্‌পাত নাই, আপনার সুখেই আপনি অচেতন, তখনকার সে মূঢ় ভাবকে স্বাধীনতা বলা আর পা-কে মাথা বলা উভয়ই সমান ; স্ত্রীর সহিত যেরূপ মন খোলাখুলি করিয়া কথা বার্ত্তা কহা যায় তাহা কি গুরুজনের শ্রুতি-যোগ্য, না গুরুজনেরা তাহা শুনেন ইহা কাহারো প্রার্থনীয় ? স্ত্রী পুরুষদের নির্জনে কথা বার্ত্তা কহিবার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে কেবল আমাদের দেশে নহে ; ইহার কারণ এই যে, পতি-পত্নীর মধ্যে এরূপ অভেদ সম্বন্ধ যে উভয়ের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই, সুতরাং পতি-পত্নী নির্জনে যেরূপ কথা–বার্ত্তা কহে গুরু-জন-সমক্ষে তাহারা সেরূপ কথা বার্ত্তা কহিলে তাহাদের পতি-পত্নীত্ব ভূতপেত্নীত্বে পরিণত হয় ; পতি-পত্নী যখন গুরুজনসমক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে আলাপ করিতে পারে না, তখন সে জায়গায় আলাপ না করাই ত ভাল, যে জায়গায় আমি মন খুলিয়া হাসিতে না পারি সেখানে না হাসাইত ভাল, এই সকল সোজা বিষয়কে নানা রূপে বাঁকাইয়া তাহা কোন জন্মে যা' নয় তাই করিয়া তোলা বক্তৃতা-শক্তির অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাং সং

* একটা গল্প মনে পড়িল,—এক জন সহস্রমারী

শ্বশুর তাঁর দুই চারটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে তামাক খেতে খেতে এখনকার ছেলে পিলেদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে কলির দ্রুত উন্নতির আশঙ্কা কোরচেন, আর এক ঘরে বউ সাত হাত

দলের কবিরাজ রোগীকে দেখিতে আসিয়া তাহার ঘরের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কোন চিকিৎসককে কি দেখানো হইয়াছিল?" তাঁহারা বলিলেন "অমুক চিকিৎসককে দেখানো হইয়াছিল" কবিরাজ বলিলেন "তিনি কি বলিয়াছেন" তাঁহারা বলিলেন তিনি বলিয়াছেন যে নাড়ীতে এখনো একটু বেগ আছে, আজকের দিন স্নানটা স্থগিত রাখিলে ভাল হয়" কবিরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আরে, আমি কি বলচি ওকে অষ্টপ্রহর জলে চুবিয়ে মেরে ফাল্‌!—আর কি বল্লেন?" উত্তর "আর বলেছেন আজকের দিন ভাত না দিয়ে খই বাতাসা এমনি-সকল সামগ্রী খেঁতে দেওয়া হয়" কবিরাজ বলিলেন "আরে, আমি কি বলচি ওকে গাণ্ডে পিণ্ডে যা' তা' খাইয়ে ওকে একেবারে শেষ কোরে ফ্যাল্"—ইত্যাদি। বিলাতি শাস্ত্র বোল্‌চেন—লোক জন মিলে মিসে আমোদ করা ভাল, আরে আমাদের শাস্ত্র কি বোল্‌চে—যে, দুজন লোককে, এক ঠাঁই মিলে আমোদ কর্ত্তে দেখেচ কি আর অমনি মারো লাঠি! আমাদের দেশে কি বন্ধুবর্গেরা একত্র মিলে মিসে আমোদ করে না, বাপ মার কাছে ছেলেরা বসিয়া কি কখন সুখের আস্বাদ পায় না, না স্ত্রী পুরুষেরা পরস্পরের সহবাসে সুখভোগ করে না, না ছেলে পিলেরা আপনাদের মধ্যে বাল্যক্রীড়া করিয়া সুখী হয় না। অপরাধের মধ্যে পতি-পত্নীরা পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ীর

ঘোমটা টেনে তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে নীরবে তাঁর দৈনিক তিরস্কার সেবন কোরচেন, আর এক ঘরে স্বামী

সমক্ষে পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করে না, না করিল তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল—পতিপত্নীর পরস্পর হৃদয়-বিনিময়ের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না বন্ধু-জনগণের আমোদের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না পিতা পুত্রের স্নেহ ভক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মিল,—যাহা ঠিক, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সভ্যোচিত, যাহা শোভন তাহাই হইল—যাহা বেঠিক, বেচাল, অসভ্যোচিত, অশোভন তাহাই হইল না। অন্তঃ-পুরবাসিনীরা আপনাদের মধ্যে যেমন সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে পুরুষদের সঙ্গে কখনই তেমন পারে না; যেখানে পাঁচ জন স্ত্রীলোকে মিলিয়া সখ্যরসের আলাপে নিমগ্ন হয় সেখানে পুরুষ মানুষ গেলে তাহাদের আমোদে ব্যাঘাত পড়ে; এজন্য সখায় সখায় সম্মিলনের জন্য বহিরা-লয় এবং সখীতে সখীতে সম্মিলনের জন্য অন্তঃপুর সৃষ্ট হইয়াছে; ইহাতে পরিবারের স্ত্রীলোকদের এবং পুরুষদের সম্মিলনের কোন বাধা নাই, দুই এক স্থলে যা বাধা আছে তাহা দেশাচারের কোটায় ফেলিয়া দেওয়া উচিত (কোন্ দেশের দেশাচার একবারেই কুসংস্কার-বিহীন?) "বাধা নাই" কেবল নহে, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পুরুষের মধ্যে সম্মিলন ঘটনার সময়ও নিদ্ধারিত হইতে পারে, যেমন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ইত্যাদি; স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মধ্যে যেমন অসঙ্কোচে সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে, পুরুষদের সঙ্গে তাহারা তেমনটি পারে না বলিয়া সখ্যা-লাপ-স্থলে এদেশে স্ত্রীলোকদের পুরুষদের একত্র সম্মিলনের প্রথা নাই। যদি কেবল অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে

তাঁর দুই একটি যুবা বন্ধু জুটিয়ে নিন্দালাপ * কোর্‌চেন, এ রকম চিত্র এখানকার কেউ কল্পনা কোর্‌তে পারে না। আমাদের মুখ খোলবার জায়গা পরের কাছে। বউয়ের দুই চারটি সমবয়সী এই আছে, তা'দের কাছে অবসর মত স্বামীর ভালবাসার গল্প করে; খাশুড়ির কতকগুলি প্রৌঢ়া প্রতিবাসিনী আছে, সকলে মিলে পাড়ার অন্তঃপুরের সুস্বাদ গুপ্ত খবরের আলোচনা করা হয়, স্বামীর কতকগুলি যুবা বন্ধু আছে তা'দের সঙ্গে কালেজীয় অশাস্ত্র আলোচনা চলে, আর শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কতকগুলি খুড়ো ও দাদা মহাশয়ের আমদানি হয়, ও ঐ সকল পাকাবুদ্ধিতে মিলে ইহকাল ও পরকালের অনেক কঠিন বিষয় মীমাংসা করেন। আমাদের পরিবারে পরকে আপনার কোরে নিতে হয়, কেননা

পুরুষেরা সন্ধ্যা-যাপন করে তবে তাহারা বাহিরের বন্ধু-দিগের সঙ্গে মিলিয়া প্রকৃত পক্ষে সখ্যরস উপভোগ করিবে কখন্? যদি বল যে সখারা এবং সখীরা সকলে একত্রে মিলিয়া বন্ধুতালাপ করিতে হানি কি? তাহার এই উত্তর যে, সখার সঙ্গে সখার কিম্বা সখীর সঙ্গে সখীর বন্ধুতা অতি নিচু-দরের বন্ধুতা—সখা-সখীর মধ্যে চখা-চখীর ভাবই আসল বন্ধুতা! তাহার সাক্ষী—বল্‌-মজলিসে পর-পুরুষদের সঙ্গে নাচিবার জন্য ইউরোপবাসিনীদের মন কেমন নাচিয়া উঠে! ভাং সং

* ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, নিন্দালাপই আমাদের একমাত্র আলাপও ইংরাজেরা সে রসে বঞ্চিত—gossiping শব্দের অর্থ তবে কি? বিবিদের সম্মিলনে নিন্দাবাদের

আপনার সকলে পর।* অসদ্ব্যবহার বা পাপ-কার্য্যে লোকের স্বাধীনতা যত কমাও, ততই ভাল, কিন্তু নির্দ্দোষ এমন কি উপকারজনক বিষয়ে স্বাধীনতা যত কম ছাঁটা যায় ততই ভাল। শ্বশুরে স্ত্রীর গলা শুন্‌লে পৃথিবীর কি হানি ও নরকের কি শ্রীবৃদ্ধি হয় বল দেখি? আপনার লোক সকলে মিলে মিশে গল্প স্বল্প কোর্‌লে উপকার ছাড়া অপকার কি হয় বল দেখি? অনেকে সমাজের অনেক রকম বড় বড় সংস্কারের কথা পাড়েন, আমি একটা ছোট খাটো পরামর্শ দিচ্চি শোন দেখি, আমাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতা সঞ্চার কোরে দেও দেখি; টানাটানি, বাঁধাবাঁধি, শাসন ও পরনির্ভরতা কমিয়ে দেও দেখি। তুমি হয়ত ভারি চোটে উঠেছ, তুমি বল্‌চ যে "তুমি বিলেতে কি দেখেছ শুনেছ, তাই বল, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি; কিন্তু এরকম যদি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কর, তাহোলে ত আর আমাদের ধৈর্য্য থাকে না!" কিন্তু তোমাকে এই খেনে বোলে রাখছি, আমি এ চিঠিতে টেম্‌স্‌টানেল ও ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টর হলের বর্ণনা কোর্ত্তে বসি নি। বিলেতের

ফোয়ারা কেমন খুলিয়া যায় তাহার একটি জাজ্বল্যমান ছবি লেখকের হস্ত দিয়া ভারতীতে পূর্ব্বে একবার বাহির হইয়া গিয়াছে।

* বিলাত থেকে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এইরূপ দশা ঘটে।

সমাজ আদি দেখে আমার কি মনে হোল ও আমার কি রকমে মত পরিবর্ত্তন ও গঠিত হোল তাই বোলব। আজ আমারযে মত তোমাদের বিস্তৃত কোরে লিখলুম, তা' এখানকার সমাজ দেখে আস্তে আস্তে আমার মনে বদ্ধমূল হোয়েছে। একটা সমাজের ভিতরে না থেকে বাইরে থেকে তা' আলোচনা কোরলে তা'র অনেক বিষয় যথার্থ রূপে চোখে পড়ে, ভিতরে থাকলে খুব কম বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, সকলি স্বাভাবিক বোলে মনে হয়। আমার তাই একটি মহা সুবিধে, আর একটি সমাজের সঙ্গে তুলনা কোর্ত্তে পারচি। তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিল্‌ল না বোলে তুমি হয়ত বোলবে বিলেতে গিয়ে লোকটার মাতা ঘুরে গিয়েছে। এ কথা বোল্লে কোন যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো একতোপে উড়িয়ে দিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ কোরে বোল্‌চি বিলেতে এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে ত সে তোমাদের এই বিনীত দাসের।

দশম পত্র।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা নিতান্তই চল্‌ল দেখ্‌চি। কিন্তু সে ত এক প্রকার

সুখেরি বিষয়। বিষয়টা গুরুতর ; সে সম্বন্ধে দু পক্ষের মতামত ব্যক্ত হোয়ে একটা আন্দোলন হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু কথাটা যতই গুরুতর ও সারবান হোক্ না, আমার গলার দোষে মারা যায় বা! অর্থাৎ সম্পাদক মহাশয় পাছে তাঁর অত্যুচ্চ অট্টহাস্যের প্লাবনে আমার ক্ষীণ-কণ্ঠের কথা গুলো একেবারে ভেঙ্গে চুরে, উল্‌টে পাল্‌টে, তোলপাড় কোরে ভাসিয়ে নিয়ে যান, কথাগুলো একেবারে পাঠকদের কানে ভাল কোরে না পোঁছোয়! এখেনে একটা সেখেনে একটা তাঁর ছুঁচোলো নোটের হাস্য-বিষাক্ত খোঁচা খেয়ে খেয়ে আমার গরীব ভালমানুষ মত গুলি প্রাণের দায়ে উর্দ্ধশ্বাসে দেশ ছাড়া হয় বা! পাঠক মহাশয়েরা আমার কথাটা একবার অবধান করুন্; আর কিছু নয়, লেখক মহাশয় আমার কথাটা আপনাদের ভাল কোরে শুন্‌তে দিচ্চেন না। আমি একটি কথা বোল্‌তে মুখ খোল্‌বার উপক্রম কোরেছি কি, অমনি তিনি দশটা কথা কোয়ে একটা ঘোরতর কোলাহল উত্থাপন কোরেছেন, আর আমার কথাটা একেবারে মাথা তুল্‌তে পারে নি। পাঠক মহাশয়েরা যদি এক পক্ষের কথা শুন্‌তে না পান ও গোলেমালে একটা ভুল বুঝে যান্ তবে বড় দুঃখের বিষয় হবে।

লেখক মহাশয়ের নোটের বিরুদ্ধে আমার প্রধান নালিশ ছিল এই যে, আমি যে কথা বলিনি, সেই কথা আমার মুখে বসানো হোয়েছে। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, "লেখক

কি ভাবে কি কথা বলিয়াছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার প্রতি!" দোহাই পাঠক মহাশয়দের, আমি এক কথা বোল্লে আপনারা আর এক কথা যদি শোনেন তবে আমি গরীব মারা যাই কেন? আমি যদি বলি—বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পা, আর আপনাদের মধ্যে কেউ শোনেন—বিশ্বম্ভর বাবুর চার পা, তা হোলে যদি সম্পাদক মহাশয় আমার চুলের ঝুটি ধোরে বিধি মতে নিগ্রহ করেন, ও দশটা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত কোরে, দশ জন পশু-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত নিয়ে আমাকে দশ ঘণ্টা ধোরে গম্ভীর ভাবে বোঝাতে আরম্ভ করেন যে, বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পায়ের অধিক পা হবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই; শুদ্ধ তাই নয়, তাই নিয়ে হাসি টিট্‌কিরি কোরে, ঠাট্টা মস্‌করা কোরে দশ জন ভদ্র লোকের কাছে আমাকে বিধি মতে অপদস্থ করেন যদি, তবে আমি সহ্য করি কি কোরে বলুন দেখি? শাশুড়িরা যে ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেন, তাতে যে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয় সে বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করিনে, কিন্তু আপনারা কি অস্বীকার কোর্ত্তে পারেন যে, উপকারটা বউয়ের হোক, কিন্তু যদি কারু পিঠে বেদনা হয় ত সে ঝিয়েরি! আচ্ছা ভাল—আমার পিঠ বেকার অবস্থায় পোড়ে আছে, আর সম্পাদক মহাশয়ের মুষ্টির যদি আর কোন কাজ না থাকে তবে আমার নিরীহ পিঠের

ওপর যথেচ্ছাচার করুন কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, সে কিল গুলো প্রাপ্য আপনাদের, কেবল সম্পাদক মহাশয়ের অপূর্ব্ব বিচারে সে কিলের ভার যিশুখৃষ্টের মত আপনাদের হোয়ে সমস্ত আমাকেই বহন কোর্‌তে হোচ্চে!

লেখক মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ ছিল এই যে, তিনি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ঠাউ-রেছেন কেন? তার উত্তরে তিনি যা' বলেন, তার ভাবটা হোচ্চে এই যে, পাছে পাঠকেরা তাই ঠাউরে থাকেন, এই কারণ বশতঃ আর কিছু নয়! কিন্তু আমার অপরাধ? লেখক বিলাতি বিবিদের চাল-চোল ধরণ-ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্য বিলাতান-ভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে, কার্য্যতঃ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর কিছু নহে, কেবল বিবিদিগের চাল-চোল ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। "ইহা একটি লোক্‌-বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদের Shoppingএর জ্বালায়, নির্দ্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে, এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া ল'ন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন।" ইত্যাদি। এর থেকে অনেক কথা উঠ্‌তে

পারে। প্রথমতঃ, সম্পাদক মহাশয় তা হোলে এই কথা বলেন যে, বিবিদের চাল্-চোল্ ধরণে অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ, যেন আমি বিবিদের অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো প্রভৃতির আনুষঙ্গিক স্বরূপেই স্ত্রী-স্বাধীনতা উল্লেখ কোরেছিলুম? সম্পাদক মহাশয় যে কেন বলেন, বিবিরা অবিনয়ী, অসরল, উচ্চের প্রতি তাদের ভক্তি নেই, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য নেই—তা' সম্পাদক মহাশয়ই জানেন; একমাত্র Shoppingএর উদাহরণ দিয়ে তিনি ইংরেজ-মহিলাদের স্কন্ধে অত গুলো পাপের বোঝা চাপিয়েছেন। আমি ইংলণ্ডে যতই বেশী দিন থেকেছি ততই সেখানকার ইংরেজ পরিবারের মধ্যে ভাল কোরে মিশেছি; আমি যতদূর জানি তাতে একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্তে পারি (অনেক পাঠক মহাশয়ের অযথা দেশানুরাগে হয় ত আঘাত লাগ্তে পারে) যে, সম্পাদক মহাশয় ইংরাজ-মহিলাদের প্রতি যতগুলি দোষারোপ কোরেছেন তার কোনটা সত্য নয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ অভি-ধানে যদি বিনয় অর্থে যথাসাধ্য কথার উত্তর না দিয়ে, ঘোমটা টেনে, সঙ্কোচে, নিতান্ত ম্রিয়মান হোয়ে বোসে থাকা না হয়, তা' হোলে ইংরেজ ভদ্র মহিলারা বিনয়ের আদর্শ। ইংরাজ পরিবারের মধ্যে এমন কত শত বালিকা (আমাদের দেশের পূর্ণ-যৌবনা) দেখা যায়, যারা সরলতার

প্রতিমা, যারা তুষারের মত, নিজের শুভ্র ললাটের মত নিষ্কলঙ্ক ; নিষ্কলঙ্ক অর্থে শুদ্ধ কার্য্যতঃ নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের মন বিশুদ্ধ ; ছেলাবেলা থেকে তা'দের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্ফূর্ত্তি পেয়েছে, দাসীদের কাছ থেকে বা অসংমনা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে বিয়ের কথা, বরের কথা, সংসার ধর্ম্মের কথা বা কোন রকম অসৎ কথা একটিমাত্র শোনেনি, সর্ব্বদা হাস্যোচ্ছ্বাসময়ী। উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা যদি বল তবে তা ইংলণ্ডে যেমন আছে, এমন অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যেখেনে Carlyleকে গাড়ি চোড়ে যেতে দেখ্‌লে কত শত রাস্তার লোক টুপি খুলে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটেছিল ; যেখানে কোথায় Shakespeare একটা গাছ পুঁতেছিলেন, কোথায় Addison-এর একটা চৌকি আছে, সে সমস্ত লোকে একেবারে তীর্থস্থান কোরে তুলেছে ; যেখেনে একজন কবির পাণ্ডু-লিপি, একজন খ্যাত ব্যক্তির নিজের হাতের নাম সই পেলে লোকে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে, সেখেনে উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা নেই কি কোরে বোলব ; আর সেই উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা হোতে সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই যে বিশেষ বঞ্চিত এমন নয়। এ কথার উত্তর তেমন আর কিছু হোতে পারে না যেমন, একটিবার বিলেতে যাওয়া। কেননা আমি বলব 'না,' সম্পাদক মহাশয় বোলবেন 'হাঁ' আবার আমি বোলব 'না' আবার তিনি বোলবেন 'হাঁ ;'

এমন কোরে যতক্ষণে না হাঁপিয়ে পড়া যায় ততক্ষণ হয়ত 'হাঁ' 'না' চালানো যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের আমার চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং এমন স্থলে আমার চুপ কোরে থাকাই শাস্ত্র-সম্মত; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের মতে যা'ই হোক্ আমি কখনো বিবিদের অবিনয়, অসরলতা ইত্যাদির আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখ কোরেছি কি না সেইটি বিবেচ্য স্থল। বিলেতে নিমন্ত্রণ-সভায় স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করে, একটা নতুন ভাল বই উঠলে সে বিষয়ে পরস্পর আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে, একটা নতুন যন্ত্র উঠ্‌লে গৃহকর্ত্তা তাই নিয়ে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে দেখান, গৃহকর্ত্রী রোমে গিয়াছিলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ স্থানের যে সকল ফোটগ্রাফ নিয়েছিলেন তাই দেখিয়ে সকলকে আমোদে রাখেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপলক্ষে কথায় কথায় আমি স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করি; এর থেকে যদি কোন বিলাতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে কোরে থাকেন যে, Shopping করাকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে বা বিলাতের মহিলারা যা কিছু মন্দ-আচরণ করেন (সত্যই হোক্ আর জন-শ্রুতিই হোক্) তারই নাম স্ত্রী-স্বাধীনতা, তাহোলে (বেয়াদবি মাপ কর্ব্বেন) তাঁদের মস্তিষ্কের দোষ জন্মেছে একথা স্বীকার কোর্ত্তেই হয়।

সত্য সত্য যা কিছু দোষ করি একে ত তার জন্যই

আমরা ইহকালে পরকালে দায়ী, কিন্তু যে দোষ করিনি তার জন্যেও যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয় তা' হোলে সংসারের পায়ে গড় করি! সম্পাদক মহাশয় মহা খাপা হোয়ে চক্ষু রাঙিয়ে বোল্‌চেন,—"য়ুরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আন্দোলন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সর্ব্বদেশসম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয়, এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈর-চারিতা—লেখক সে সকল কথার উল্লেখ না করাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিবিদের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুল-রমণীরা স্বাধীনতা পথে বিচরণ করিতে পারিবেন।" ইংলণ্ডের ধান ভান্‌তে গিয়ে আমি জাপানের বা বোম্বায়ের শিবের গান তুল্‌ব, সম্পাদক মহাশয় যদি কখনো এরকম আশা কোরে থাকেন, তাহোলে বলা বাহুল্য আমার মত প্রকৃতিস্থ লোকের কাছে সে আশা করা দুরাশা! আমি চোখে চষমা এঁটে, চাপকান পোরে, জগতের অজ্ঞান-তিমির-মোচন নিতান্ত মহামূল্য মতগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠকদের বিতরণ করছিলুম না; আমি বৈঠকখানায়

বোসে পাঠক মশায়দের সঙ্গে দুদণ্ড গল্প স্বল্প করছিলুম। একটা গল্প থেকে আর একটা গল্প ওঠে! একটা নিমন্ত্রণ-সভা বর্ণনা কোরে সেই সূত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা আমার মনে এল, সে বিষয়ে আমার যা' কিছু বক্তব্য ছিল সব বোলে ফেল্লুম। আমার সে বক্তব্যের মধ্যে ইংলণ্ডের স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখমাত্র ছিল না, আর, সত্যের খাতিরে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে নিতান্ত লজ্জার সহিত স্বীকার কোর্‌তে হোচ্চে, জাপানের ও বোম্বায়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা আমার মনেও আসেনি! মনে আসেনি—অপরাধ হোয়েছে বটে! তা, সম্পাদকীয় বেত্রাঘাতে মনে না আস্‌বার জন্যে যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছি। আচ্ছা, না হয়, এবার থেকে আমি যখনি স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ভাব্‌ব, তখনি জাপান ও বোম্বায়ের কথা মনে কোর্‌তে ভুল্‌ব না। সে কথা যাক্, আমার মত হোচ্চে এই—যে, বুট জুতো পরাকেও স্ত্রী স্বাধীনতা বলে না, গৌণ পরাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না, আর মটন দিয়ে রাই খেলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যত্যয় হয় না। যদি কোন পাঠক এখন বুঝে থাকেন যে, বিবিরা যা' করে তা'ই স্ত্রী-স্বাধীনতা, ও সেই জন্যে আমার প্রতি মহা রুক্ষ হোয়ে থাকেন, তা' হোলে তাঁকে আমার বিনীত-নিবেদন এই যে, এই ভুল-বোঝা সম্বন্ধে যদি কারু কোন দোষ থাকে ত সেটা তাঁর বুদ্ধির! তাঁর কানের যদি এমন একটা সৃষ্টি ছাড়া রোগ হোয়ে থাকে

যে, যা তাঁকে বলা যায়নি তা তিনি শোনেন, তা' হোলে সে কান ছুটো যতক্ষণে না বিশেষরূপে মেরামত করা হয় ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার মত লেখক কোন এলাকা রাখেন না! যাহোক্—আমি যদি বলি যে, ইংরাজ বিবিয়ানাকে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না (কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলি, জাপান-বিবিয়ানা বা বোম্বাই-বিবিয়ানাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না) তা হোলেই বোধ করি সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে ওসম্বন্ধে আমার বিবাদটা চুকে গেল। কেননা সম্পাদক মহাশয় এক প্রকার স্বীকারই কোরেচেন যে বিবিদের বিষাক্ত (!) অশোভন (!!) স্বাধীনতা পরিত্যাগ কোরে যদি "নির্ব্বিষ শোভন" স্বাধীনতা লেখক প্রচার করেন তা'হোলে তিনি তা' আদরের সহিত গ্রহণ কোর্ব্বেন। অনর্থক একটা ভুল বো'ঝার দরুণ গোড়াতেই তিনি তা' কোরতে পারেন নি; ভাল এখন ত সব মিট্‌মাট হোয়ে গেল তবে এখন স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক স্বাগত সম্ভাষণ কোরে আমার মতটিকে আদরের সহিত ঘরে নিয়ে যাওয়া হোক্—দরজা থেকেই হাঁকিয়ে না দেওয়া হয়!

সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে ত এক রকম ঐক্য হোল, এখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এমনি ভালয় ভালয় মতের মিল হোয়ে গেলে বড় খুসী হওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ত বোল্লেন, "নির্ব্বিষ" স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর কোন মনান্তর নেই; এখন কাকে তিনি "নির্ব্বিষ

স্ত্রী-স্বাধীনতা” বল্লেন, সেইটে মীমাংসা হোয়ে গেলেই অধিক বক্তব্য থাকে না। সম্পাদক মহাশয়ের লেখা দেখে বোধ হয়, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আলাপ মাত্র হওয়া তাঁর মতে প্রার্থনীয় নহে, * কেননা “তাহাতে পাছে কুলোকে কুভাবে, স্থলোকে কুভাবে ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়।” তা' যদি হয়, তা'হোলে বাইরের কিছু দেখবার জন্যে মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে বের হওয়াও প্রার্থনীয় নয়—কেননা পাছে তাতে কোরে “কুলোকে কুভাবে, সুলোকে কুভাবে, ও স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার কোন কারণ ঘটে! † তা হোলে দাঁড়াচ্চে এই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তা'ই “নির্ব্বিষ” স্বাধীনতা। কেন, তাঁদের ত নিশ্বাস ফেলবার স্বাধীনতা আছে, সেটা একটা “নির্ব্বিষ স্বাধীনতা;” হাই

---

* ইহা কোন কালেই আমাদের অভিপ্রেত নহে,—আমরা প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী—এই পর্য্যন্ত। প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। ভাং সং

† আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কতরূপে যে মারপ্যাঁচ হইতে বাঁচাইয়া চলিতে হয় সেবিষয়েও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এমত স্থলে যদি “স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই-ই-চাই” এই ভাবটি তাঁহাদের মনের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে খেপাইয়া তোলা হয়, তবে যাঁহারা ঐ মতানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই-

তোলবার ও পান সাজবার স্বাধীনতা আছে, সেটা আর একটা 'নির্ব্বিষ স্বাধীনতা,' আহার করবার স্বাধীনতা আছে, যদি কেউ আড়ি কোরে তা'তে বিষ না মিশিয়ে দেয়, তাহোলে সেটাও একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা!" তা' হোলে ত আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল, আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সেইটে গোড়ায় বোল্লেই ত হোত। এটা কি রকম হোল জান? করুণরসে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হোয়ে একজন গরীবকে বলা হোল, "আমার পকেটে যা' আছে বাপু, সব তুই নে!" অথচ পকেটে একটি সিকি পয়সা মাত্র নেই। ভাগ্যি ছিল না, তাইত এতটা করুণ রসের কথা শোনা গেল। "পাছে কুলোক কু ভাবে, ও সুলোক কু ভাবে এই জন্যেই কোন স্ত্রীলোকের কোন পরপুরুষের সহিত মেশা অবৈধ"—এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা সচরাচর শোনা যায় না। এমন কি কাজ করা যেতে পারে যা' কুলোকে কু না

বেন তাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার যে একটি ভাল আদর্শ আছে তাহা অমান্য করিয়া প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতার দিকেই আপনাদের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি বল পৌরুষ প্রয়োগ করিবেন ইহা সম্ভব বোধ হয়; এই জন্য আমরা বলিতে চাই যে, যখনই স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে মেলা-মেশার কথা উত্থাপন করা হয়, তখনই এই বিষয়ে পাঠককে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা ঘোরতর বিষাক্ত হইয়া উঠে। ভাঃ সং

ভাবতে পারে, এমন কি, স্থলোকের কু ভাবতে আটক না থাকে। বল না কেন, আহার করা অবৈধ;—দুধেতে প্রুসিক আসিড মেশানো থাক্‌তে পারে, মাছের ঝোলে খানিকটা আফিম গোলা থাক্‌তে পারে, আর ভাতের মধ্যে খানিকটা হোর্ক্তেল থাকাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। যদি সম্পাদক মহাশয় বোল্‌তেন, পরপুরুষের সঙ্গে এমন কোরে মেশা কর্ত্তব্য নয় যা'তে কোরে সাধারণতঃ প্রকৃতিস্থ লোকে স্বভাবতই কু ভাবতে পারে—সে এক স্বতন্ত্র কথা হোত, কিন্তু পাছে লোকে কু ভাবে সেই জন্যে একেবারে পর পুরুষের সঙ্গে মেশাই কর্ত্তব্য নহে,এ যে বড় ভয়ানক কথা! যদি বল এমন স্থলে সাবধানে আহার করা উচিত, যেখানে খাদ্যে বিষ থাক্‌বার যথার্থ সম্ভাবনা আছে, তা হোলে কথাটা মানি, কিন্তু খাদ্যে বিষ থাকা অসম্ভব নয় বোলে আহার বন্ধ কোর্ত্তে পরামর্শ দিলে—আর যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা' পালন করুন না কেন—আমি করিনে! * পাছে "স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়," এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথাটা খাটে, অর্থাৎ পর-পুরুষের সহিত যদি এমন কোরে মেশা যায়, যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-

* স্ত্রী-স্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা দোষাক্রান্ত হয় ইহা লেখক স্বীকার করেন—সে মাত্রা যে কতটুকু তাহা গড়ে জন সাধারণে বিদিত আছে—তাহার কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্ভবে না। ভাং সং

আশঙ্কা স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হোলে তার থেকে হানি হোতে পারে, নতুবা নয়! সম্পাদক মহাশয় বলেন "স্বামীর হয়ত এইরূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে যে, পরপুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু মেলামেশাই ভাল তাহা অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল না, যে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সেই স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত কে হইবে?" সত্যইত! সচরাচর ত এমন হোয়েই থাকে। Jealous স্বামীরা পাছে মনে আঘাত পায় এই জন্যে ত য়ুরোপে অনেক হতভাগ্য রমণী ইচ্ছা কোরেই হোক বা শাসন-ভয়েই হোক্ সমাজে মেশে না। এখানেও অনেক সময়ে তাই ঘোট্‌বে। রমণীদের জীবন পর্য্যন্ত যখন স্বামীর ওপর নির্ভর করে তখন স্বামীর মন যুগিয়ে চল্‌বার জন্যে প্রাণ-পণ কোর্‌তে—ভালবাসায় না হোক্—দায়ে পোড়ে হয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন "সে মাত্রা (মেলা মেশার মাত্রা) কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না;" সে কি কথা? স্ত্রী তাহা জানে না এমনো হয়? হোতে পারে, কোন স্ত্রী-বিশেষ কোন স্বামী-বিশেষের মনের ভাব ভাল কোরে বুঝতে পারে নি; কি করা যাবে বল? তাঁর জন্যে তা'কে কষ্ট সইতেই হবে। কিন্তু তাই বোলে চুলটা কাট্‌তে মাথাটা কাট্‌বে কে বল? দু চার জনের জন্যে সকলে কষ্ট পাবে কেন? অন্তঃপুর-বদ্ধ এমন ত অনেক

স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর মনের ভাব ভাল কোরে আয়ত্ত কোর্ত্তে পারে নি বোলে পদে পদে কষ্ট পায়, তবে কি তুমি বিবাহটা একেবারে উঠিয়ে দেবে! অতএব কথা হোচ্চে এই যে, পর পুরুষের সহিত এমন কোরে মেশা উচিত নয় যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায় ও সাধারণত, প্রকৃতিস্থ কুলোক বা সুলোকে ন্যায্য-রূপে কু ভাব্তে পারে। এতেও একটা "কিন্তু" আছে। লোকের কু ও সু ভাবা অনেক সময়ে আবার দেশাচারের ওপর নির্ভর করে। এক জন স্ত্রীলোক অতি ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি পোর্‌লে কুলোকেও কু ভাবে না, সুলোকেও কু ভাবে না, স্বামীর মনেও কু আশঙ্কা স্থান পায় না, কিন্তু সে যদি সেই ফিন্‌ফিনে সাড়িতে দৈবাৎ ঘোম্‌টা দিতে ভুলে যায়, তা হোলে কুলোকেও কু ভাবে, সুলোকেও কু ভাবে, আর স্বামীর মনেও হয়ত কু-আশঙ্কা স্থান পায়! অতএব নিরর্থক দেশাচারের পান থেকে একটু চুন খোস্‌লে যদি কুলোকে কু বা সুলোকে কু ভাবে, তা'হোলে সেটা গ্রাহ্য করা যাবে না। আজ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে খোলা গাড়িতে একটু হাওয়া খেয়ে এলুম বোলে যদি লোকে কু বলে তা' তারা বলুক, কিন্তু যদি আমার স্ত্রী কোন এক পুরুষের বাড়িতে সমস্ত দিন বা রাত্রি যাপন কোরে আসে, তা হলে লোকে যদি কু ভাবে তা হলে সে কু ভাবাকে যথার্থ একটু সমীহ কোরে চল্‌তে হয়।

সম্পাদক মহাশয় নানা উদাহরণ প্রয়োগ কোরে রাজকীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে যা বোল্লেন, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য হয়। উদ্ধত, গর্ব্বিত, বিকৃত, নীচ-স্বভাব অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানরা আমাদের যে রকম নীচু নজরে দেখে, তা'রা যে আপনাদের স্বজাতি-প্রচলিত গাল্যাণ্ট্রি আমাদের পুরস্ত্রীদের প্রতি প্রয়োগ না করবে—তা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কি এল গেল? স্ত্রী পুত্র পরিবার সমেত লাঙ্গূল নাড়্‌তে নাড়্‌তে একটা গর্ব্ব-স্ফীত অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের পা চাট্‌তে যাবার প্রয়োজন কি? অধীনতার প্রতি আমাদের যে রকম অনুরাগ, খোসামোদ আমাদের যে রকম উপজীব্য হোয়ে উঠেছে, তা'তে হয়ত আমাদের অনেকে স্ত্রী-কন্যাগণকে স্বচ্ছন্দে এক জন শ্বেত-বদনের কাছে নিয়ে যাবেন, যদিও হয়ত নিজের কৃষ্ণ-চর্ম্ম বন্ধুর কাছে বের করতে কুণ্ঠিত হবেন! সে রকম স্থলে তাঁরা ঠেকে শিখ্‌বেন। যদি আপনাদের নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার বল না থাকে তা হোলে না হয় ট্রেণে প্রভৃতি যাবার সময় বন্ধ সন্ধ কোরে নিয়ে যাবেন, অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাক্‌বেন। আমি বলি কি, আমাদের আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর মেলা-মেশা আলাপ-পরিচয় হোক্। নিমন্ত্রণ সভায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকুন। যেখানে নানা প্রকার বিষয় আলোচনা চোলচে সেখেনে তাঁরাও যোগ দেন। এই প্রকারে সঙ্কীর্ণ-স্থান-বদ্ধ তাঁদের

কুঞ্চিত মন বিস্তার লাভ করুক্, স্বাধীন মুক্ত বায়ু সেবনে স্বাস্থ্য উপভোগ করুন।

একাদশ পত্র।

আমরা এখন লণ্ডন ত্যাগ কোরে এসেছি। লণ্ডনের জন-সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলে তা' জান? বসন্তের আরম্ভ থেকে গর্ম্মির কিছুদিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার Season। এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে,—থিয়েটার, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক "বল," আমোদ-প্রমোদে চারদিক ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি। ধনীলোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন কোরে তোলে। আজ তাদের নাচের নেমন্তন্ন, কাল ডিনারের নেমন্তন্ন, পশু´ থিয়েটরে যেতে হবে, তশু´ রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান শুনতে যেতে হবে, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ত ভাব। সুকুমারী মহিলা, যাঁরা দু-পা চোল্লে হাঁপিয়ে পড়েন, দুটো কাজ কোরলে চোক উল্‌টে চৌকিতে এলিয়ে পড়েন, একটু গরম হোলে অবসন্ন হোয়ে পাখার বাতাস খেয়ে খেয়ে সারা হন, যাঁদের সুখ শান্তির জন্য শত শত মহিলা-সেবকেরা দিন রাত্রি প্রাণ পণ কোর্‌চেন,—চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া,

দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে যাতে কুসুম-সুকুমার-তনু অবলাদের তিলমাত্র শ্রম স্বীকার না কোর্ত্তে হয়, তার চেষ্টা কোর্‌চেন, তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির নটা থেকে ভোর চারটে পর্য্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্য কোর্‌চেন; সে আবার আমাদের দেশের মত অলস নোড়ে চোড়ে বেড়ানো বাইনাচের মত নয়, অনবরত ঘুরে ঘুরে দৌড়ে বেড়ানো; একে শ্যাম্পেনের তরঙ্গ মাথায় গিয়ে আবর্ত্ত তুলেছে, তা'তে আবার এই অবিশ্রাম ঘুরপাক্, এতে মহা মত্না জোয়ান পুরুষের মাথা ঘোরবার কথা, (পুরুষদের আবার দুরকম মাথা ঘোরে, শ্যাম্পেন ও ঘুরপাকে বাইরের মাথা ও পার্শ্বস্থ সুন্দরী সহনর্ত্তকীর মধুর হাসির প্রভাবে ভিতরের মাথা ঘুরে যায়) এ রকম স্থলে ললিতা বালিকারা কি রকম কোরে টি'কে থাকেন, আমি তা'ই ভাবি; এ পরিশ্রমটা তাঁদের নিজে কোর্ত্তে হয়, কোন মহিলা-ভক্ত পুরুষ তাঁদের হোয়ে নেচে দেয় না। এই ত গেল আমোদ-প্রমোদ, তা' ছাড়া এই সময়ে পার্ল্যামেণ্টের অধিবেশন হয়; ব্যাণ্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার টেবিলের হাস্যালাপ-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা political কোলাহল লণ্ডনের প্রাসাদারণ্য ধ্বনিত কোর্ত্তে থাকে। আমরা নির্জ্জীব পর-রাজ্যবাসী জাতি, এখানকার politi cal উত্তেজনা না দেখলে হয় ত বুঝতে পারিনে।

রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্ল্যামেণ্টের রাজনৈতিক-মল্লযুদ্ধের বিবরণ কি আগ্রহের সঙ্গে পোড়তে থাকে, (এমন কি দোকানদার ও গাড়োয়ান পর্য্যন্ত), এক একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে কত সভার সৃষ্টি হয়, ও কত তুমুল সংগ্রাম বাধে, Conservative ও Liberal-রা দুই পক্ষেই দুই পক্ষের দুর্ব্বল স্থান কি যত্নের সঙ্গে দিন-রাত্রি অনুসন্ধান ও আক্রমণ কোরচে, সে ভাব আমাদের উত্তেজনা-শূন্য ঝিমন্ত দেশে দুই প্রহরের রৌদ্রে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে হাই তুল্‌তে তুল্‌তে কল্পনা করা একেবারে অসম্ভব। Season-এর সময় লণ্ডন এই রকম নানা প্রকার উত্তেজনায় সরগরম থাকে। তার পরে আবার ভাঁটা পোড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন লণ্ডনের আমোদ কোলাহল বন্ধ হোয়ে যায়, লোকজন চোলে যায়; কেবল অল্প স্বল্প লোক, যা'দের শক্তি নেই বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই তারাই লণ্ডনে পোড়ে থাকে। যখন লণ্ডনে season নয়, তখন লণ্ডন থেকে চোলে যাওয়া একটা fashion। আমি একটা বইয়ে ("Sketches and Travels in London."—Thackeray) পোড়েছিলুম, যে এক পরিবার বাড়ির সুমুখে দরজা জানলা সব বন্ধ কোরে বাড়ির পেছন দিকের ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে বাস কোর্ত্ত, তার কারণ, অন্য লোকেরা তা'হোলে মনে কোরবে যে season-এর সঙ্গে সঙ্গে তারা লণ্ডন ছেড়ে চোলে

গেছে। Season ফুরিয়ে গেলে লণ্ডনে মুখ দেখাতে হয়ত অনেকের লজ্জা করে, সুতরাং লণ্ডন শূন্য-প্রায় হোয়ে আসে। South Kensington বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রং-করা-মুখের সমষ্টিরা চোক ঝোলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মত বাগান আলো কোরে বেড়াচ্চে না; মহা মহা সুন্দরীরা অশ্ব ও রথের উপর থেকে পদাতিকদের প্রতি কটাক্ষের শতঘ্নী বর্ষণ কোরচেন না; কুঞ্জচ্ছায়ায় প্রণয়ী-যুগল ফুস্ ফুস্ কোরে কথা কইতে কইতে আপনাদের তুলনায় পৃথিবীর আর সকল লোককে হতভাগ্য মনে কোরচে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখেনে তেমনি ফুল ফুটছে, কিন্তু তা'র জীবন্ত শ্রী চোলে গিয়েছে। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লণ্ডনটা পরিষ্কার হোয়ে গেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের Season ভেঙ্গে গেছে, আমরাও লণ্ডন ছেড়ে Tunbridge Wells বোলে একটা পাড়াগাঁর মত জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর পাড়াগাঁয়ের বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। লণ্ডনের বাতাসের মত বাতাস কোথাও দেখলুম না। হাজার হাজার chimney অর্থাৎ ধূম-প্রণালী থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়-লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লণ্ডনের বাতাসের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ কোরেছে। দুদণ্ড লণ্ডনের রাস্তায় বেড়িয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালীর কাজ

করা যায়, কয়লার গুঁড়োয় বাতাস এমন ভরপুর। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মাথায় একস্তর জোমে যায়; মাথার ঘিয়ে ও কয়লার গুঁড়োয় মাথাটাও বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হোয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পরে এখানকার সূক্ষ্ম বাতাস টেনে লণ্ডনের ভার-গ্রস্ত বাতাসের প্রভেদ বুঝতে পারচি। Tunbridge Wells অনেক দিন থেকে তার লৌহ-পদার্থ মিশ্রিত স্বাস্থ্যকর উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আমরা এখেনে এসে কল্পনা কোরলেম—উৎসটা না জানি কি সুন্দর দৃশ্য হবে;—চারদিকে পাহাড়, পর্ব্বত, গাছপালা থাকবে, "সারস-মরাল-কুলকূজিত, কনক-কমল-কুমুদ-কহ্লার-বিকসিত সরোবর" "কোকিল-কূজন," "মলয়-বীজন," "ভ্রমর-গুঞ্জন" দেখতে ও শুনতে পাব, ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে বসন্ত-সখার পঞ্চশরের প্রহার খেয়ে ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসবো! ও হরি! গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখেনে একটু একটু কোরে জল উঠ্‌ছে, একটা বুড়ি একটা কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে!—একটা বুড়ি!—একটি গজেন্দ্র-গমনা, বিম্বোষ্ঠী, কম্বুকণ্ঠী, শুকচঞ্চু-নাসা, কেশরী-মধ্যা, কোকিল-ভাষিণী, মধুর হাসিনী, বিলাসিনী ষোড়শী নলিনী-পত্রের ঠোঙা হাতে কোরে দাঁড়িয়ে নেই, ("ঠোঙা"

কথাটা বড় 'গ্রাম্য' হোয়ে পোড়ল, ওর সংস্কৃতটা কি ?) একটা গাউন-জুতো-পরা বুড়ি এক এক পেনী নিয়ে কাঁচের গেলাসে কোরে জল বিতরণ কোচ্চে ও অবসর মতে একটা খবরের কাগজে গত রাত্রের পার্ল্যামেন্টের সংবাদ পোড়ছে। চার দিকে দোকান বাজার; গাছ পালার কোন সম্পর্ক নেই; সুমুখেই একটা কশাইয়ের দোকান, সেখেনে নানা চতুষ্পদ ও দ্বিপদের মধ্যে "হংস মরাল কুলের" ডানা ছাড়ানো মৃত দেহ দড়িতে ঝুলচে; এই সব দেখে আমার মন এমন চোটে উঠ্‌লো যে, আমার কোন মতে বিশ্বাস হোল না যে, এ জল খেলে আমার কোন প্রকার রোগ নিবারণ হবে বা শরীরের কোন প্রকার উন্নতি হবে।

Tunbridge Wells কতকটা পাড়াগাঁয়ের মত। এটা একটা পাহাড়ে জায়গা। এখেনে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখানকার আকাশ মুখ-গোঁ-করা নয়, বাড়ি গুলো অনাতিথ্য ভাব-সূচক নয়, পথিকদের মুখ ঘোরতর ব্যস্তভাবময় নয়, রাস্তা গুলো ঘর্ঘর-ধ্বনিত পাষাণ-হৃদয় নয়। আসল সহরটা খুব ছোটো, দুপা বেরোলেই গাছ পালা মাঠ জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। সহরটা অবিশ্যি কতকটা লণ্ডনের ছাঁচে গড়া। বাড়ি গুলো লণ্ডনের মত থাম-বারন্দা-শূন্য, ঢালু-ছাত-ওয়ালা সারি সারি এক ঘেঁষে ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকান গুলো তেমনি সুসজ্জিত, পরি-পাটী, কাঁচের জানলা-দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে

সাজানো পণ্য দ্রব্য দেখা যাচ্চে; কসাইয়ের দোকানে কোন প্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদদের আস্ত আস্ত শ্রীচ-রণ ঝুলচে,—ভেড়া, গরু, শুওর, বাছুরের নানা অঙ্গ নানা প্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙ্গিয়ে রাখা হোয়েছে, হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার বিচিত্র মরা পাখী লম্বা লম্বা গলাগুলো নীচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আচলের মত কাপড় (apron) ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিলেতের ভেড়া গরুগুলো তাদের মোটা সোটা মাংস চর্ব্বিওয়ালা শরীরের জন্যে ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত, যদি কোন 'মানুষ-খেগো' সভ্য জাত থাকৃত, তা' হোলে বোধ হয় বিলেতের কসাই গুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মার্ঘি দামে বিকোত। আমি একটা কসাই রোগা দেখিনি, এমন জোয়ান মোটা ভীষণাকার জানোয়ার খুব অল্প আছে। এখানকার কসাইয়ের দোকান গুলো দেখ্লে আমার গা শিউরে ওঠে, এখানকার সূক্ষ্ম স্নায়ু-বিশিষ্ট বিবিরা এ দৃশ্য কি কোরে সহ্য করেন, বোলতে পারিনে। অনেক বিবি ইচ্ছে কোরে বাজার কোর্ত্তে আসেন। ফলের দোকানে বা তরকারীর দোকানে সক্ কোরে বাজার কোর্ত্তে পারা যায়; কিন্তু কশাইয়ের দোকানের মত অমন নিষ্ঠুর জায়-গায় ভদ্রলোকদের কোমল-হৃদয়া মেয়েরা কি কোরে সাধ কোরে আসেন আমি তাই ভাবি, সকলি অভ্যেস। এক

জন বিবি বলেন যে, কশাইয়ের দোকান দেখ্‌লে তাঁর বেশ তৃপ্তি হয়; তাঁর মনে হয় যে, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মত খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভি-ক্ষের কোন সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, তাতেও কেমন অহৃদয়তা প্রকাশ পায়; কেটে কুটে মস্‌লা দিয়ে মাংস তৈরি কোরে এনে দিলে এক রকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বোসেছি; কিন্তু মুখ পা বিশিষ্ট একটা আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা জীবন্ত প্রাণীর মৃত দেহ খেতে বোসেছি বোলে গা কেমন কোর্‌তে থাকে। কশাইয়ের দোকানের ওপর অনেক কথা বল্লুম, কেননা বিলেতে এসে অবধি আমার ঐটের ওপর অত্যন্ত ঘৃণা আছে, সেই ঝাল ঝাড়্‌তে গিয়ে কথাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হোয়ে পোড়্‌ল। নাপিতের দোকানের জান-লায় নানা প্রকার কাঠের মাথায় নানা প্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসান রোয়েছে, দাড়ি গোঁফ ঝুলচে, শত শত মার্কা মারা শিশিতে টাক-নাশক চুল উঠে-যাওয়া-নিবারক শত প্রকার অব্যর্থ ওষুধ রোয়েছে; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে, এবং এই রকম নানা প্রকার বাহার কোরে দিতে পারে। এখেনে মদের দোকান গুলোই সব চেয়ে জম্‌কালো দেখ্‌তে, সন্ধ্যের সময়

সে গুলো আলোয় আলোয় আলাকীর্ণ হোয়ে যায়, বাড়ি-গুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড় ও সাজানো, ও খোদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্ব্বদাই, বিশেষতঃ সন্ধে বেলায় লেগে থাকে। দরজীর দোকানও মন্দ নয়। নানা ফেষানের কোট্ প্যাণ্টলুন কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে, বড় বড় কাঠের মূর্ত্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হোয়েছে; মেয়েদের কাপড় চোপড় এক দিকে সাজানো; সে সকল নানা প্রকার সাজ সজ্জা টুক্‌রো টাক্‌রা আমার মত এক জন বিদেশী Bachelorএর কাছে ঘোরতর রহস্য, তার মধ্যে দন্তস্ফুট করা আমার সাধ্য নয়; এই খানে যে কত-লুব্ধ নেত্র দিন রাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই, সাজ সজ্জার দিকে সকল দেশের মেয়েদেরই সমান টান। এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফেষানের দামী কাপড় কেন্‌বার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে দামী কাপড়গুলো ভাল কোরে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে। এখানকার দোকান বাজার গুলো এই রকম লণ্ডনের ছাঁচে তৈরি। আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা Common অর্থাৎ সরকারী জায়গা; চারিদিক খোলা, বড় গাছ খুব অল্প; ছোট ছোট গুল্মের ঝোপ, ও ঘাসে পূর্ণ, চারদিক সবুজ, বিচিত্র গাছ পালা নেই বোলে কেমন ধূধূ কোর্‌চে, কেমন বিধবার মত চেহারা,

উঁচু নিচু জমী, কাঁটাগাছের ঝোপ ঝাপ, জায়গাটা আমার বেশ লাগে ; মাঝে মাঝে এই রকম কাঁটা খোঁচা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়োর মধ্যে এক এক জায়গায় একরকম ছোট ছোট নীল ফুল ঘেঁসাঘেঁসি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে শাদা শাদা ডেজি ও হোল্‌দে বাটার-কপ্‌ এক রাশ্‌ ফুটে রোয়েছে, চারদিকে এই রকম একটা অনুর্ব্বর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাচ্চে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাপের মধ্যে ও গাছের তলায় এক একটা বেঞ্চি রোয়েছে, এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। কি ভাগ্যি গাছ পালা বসিয়ে এটা বাগান কোরে তোলা হয় নি, "আশ্রম-বাসিনী" প্রকৃতিকে সাজিয়ে গুজিয়ে "শুদ্ধান্ত-যোগ্য" কোরে তোলা হয় নি। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বড়, যে মানুষের ঘেঁসাঘেঁসি নেই, লণ্ডনের বড় বড় বেড়াবার বাগানের মত যে দিকে চাই সেই দিকেই ছাতা-হস্ত, টুপি-মস্তক চোক-ধাঁধক ভিড়ের চারদিক থেকে আনা গোনা নেই ; দূর দূর বেঞ্চীর মধ্যে নিরালা যুগলমূর্ত্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় বোসে আছে ; কিম্বা হাত ধরাধরি কোরে নিরিবিলি বেড়াচ্ছে, পাছে পাশের লোক শুন্‌তে পায় বোলে গলা নাবিয়ে কথা কইতে হোচ্চে না কিম্বা প্রাণ খুলে হাসির ব্যাঘাত হোচ্চে না। যাঁরা বলেন, গাছ পালা লতা পাতা ঘাস গুল্ম কেবল ছাগল গরুদের কাছেই আমোদ জনক, আরক্ত কপোল, আকর্ণ চক্ষু, আকু-

ঞ্চিত কুন্তলের দিকেই যাঁদের আন্তরিক টান, তাঁরাও যে এখেনে এসে নিতান্ত নিরাশ হবেন, তা'নয় ; তাই বল্‌চি সবশুদ্ধ জড়িয়ে Common জায়গাটা খুব উপভোগ্য। এখনো গর্ম্মিকাল শেষ হয় নি। এখেনে গর্ম্মিকালে সকাল ও সন্ধে অত্যন্ত সুন্দর। গর্ম্মির পূর্ণ যৌবনের সময় রাত দুটো তিন-টের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ কোর্ত্তে থাকে ও রাত্রি নটা দশটার আগে দিনের আলো নেভে না। আমি একদিন ৫ টার সময় উঠে Common এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বোস্‌লুম, দূরে ছবির মত সহর দেখা যাচ্চে, একটি লোকও তখন ওঠে নি, একটুও কোয়াষা নেই, চারদিক অত্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্চে। ঘুমন্ত সহরটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তার নির্জ্জন রাস্তাগুলি, গির্জ্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্র-রঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি অতি স্পষ্ট ছবির মত আঁকা! খুব ভাল লাগ্‌চে বটে কিন্তু ভাল লাগার প্রধান কারণ হোচ্চে, একটা সহরের ঘুমন্ত ভাব কল্পনা করা! একটা ঘুমন্ত গ্রামের চেয়ে একটা ঘুমন্ত সহরের গাম্ভীর্য্য আছে ; পরিশ্রম, নড়া চড়া, ও যুঝাযুঝি বোলে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য অসহায় শিশুটির মত ঘুমিয়ে আছে, তার কপাল থেকে ভাব-নার ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে গেছে ; মুখের একটা দৃঢ়ভাব চোলে গিয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো শিথিল হোয়ে এলিয়ে পোড়েছে।

দিনের বেলায় আফিসের মূর্ত্তিতে যা'কে খারাপ দেখাচ্ছিল এই ঘুমন্ত অবস্থায় তা'র মুখেই একটু সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে দেখে আমার ভাল লাগে, নইলে আসলে এই সহরটা কিছুই ভাল দেখতে নয়, এখানকার বাড়িগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালুছাত ও তার ওপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলো কুশ্রী নল হোচ্চে এখানকার বাড়ির বাহ্য আকার; এ আর কি ভাল দেখাবে বল। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হোতে লাগল শত শত chimney থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে সহরটা অস্পষ্ট হোয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিলে, গাড়ি ঘোড়া বেরোতে আরম্ভ হোল, হাতগাড়ি কিম্বা ঘোড়ার গাড়িতে কোরে দোকানীরা মাংস রুটি তরকারী বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ কোরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে, (এখানে দোকানীরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিষ পত্র দিয়ে আসে,) ক্রমে Commonএ লোক জোমতে আরম্ভ হোল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

আমার এখানে একটি সাধের বেড়াবার জায়গা আছে আমি সেখেনে রোজ বিকেলে বেড়াতে যাই। সেটা একটা পাড়াগাঁর রাস্তা, পাথর দিয়ে বাঁধানো কিম্বা খুব সমতল করা নয়, গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো খেবড়ো উঁচু নিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে blackberry ও ঘন লতা গুল্মের বেড়া, বড় বড় গাছে ছায়া কোরে আছে, রাস্তার আশে

পাশে ঘাস উঠেছে, ও ঘাসের মধ্যে daisy প্রভৃতি বুনো ফুল ফুটে আছে, পাড়াগাঁয়ের ছোটলোকেরা ধুলো-কাদা-মাখানো ময়লা কোট প্যাণ্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনা-গোনা কোরচে (বর্ণনার এ অংশটা বড় romantic হোল না), ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলো তাদের লাল লাল ফুলো-ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিম্বা রাস্তায় খেলা কোরচে, এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোন দেশে দেখিনি; তাদের গাল দুটোর অযথা প্রাদুর্ভাবে নাক ও চোক নিতান্ত হীন অবস্থায় উপত্যকার অন্ধকারে পোড়ে আছে, হাত পা গুলো অত্যন্ত মোটা, গাল দুটো অত্যন্ত লাল, এক একটা জীবন্ত মাংসের ঢিবি আর কি। এক একটা বাড়ির কাছে ছোট ছোট পুকুরের মত আছে, সেখেনে পোষা হাঁস গুলো ভাস্‌চে; মাঠ গুলো যদিও পাহাড়ে উঁচু নিচু, কিন্তু চসা জমী—এমন সমতল ও পরি-ষ্কার যে, আমাদের দেশের কোন সমভূমিতে এমন দেখিনি; ঘাস গুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তেমন তীব্র নয় বোলে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন হেজে যায় না, তাই জন্যে এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভাল লাগে, অজস্র সবুজ রঙ্গে চোক যেন ডুবে যায়, উঁচু নিচু পাহাড়, যতদূর দেখা যাচ্চে ঘাসের সবুজ প্লাবনে প্লাবিত, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ ও শাদা শাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোট ছোট দেখাচ্ছে, এই রকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে

অনেক দূরে এসে এক একটা প্রকাণ্ড পাইন (pine কেলু) গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁসাঘেঁসি pine গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার কোরে আছে, সে খুব গম্ভীর দেখতে। বাড়ি গুলো আমাদের দেশের কুঁড়ে ঘরের মত গরিবানা ও গাছ পালা ঘাস মাঠের মধ্যে থাকাবার উপযুক্ত সুন্দর দেখতে না;—সোজা, খাড়া, পরিপাটি দোতালা বাড়ি, বাস কোর্ত্তে খুব আরামের বটে, কিন্তু গাছ পালার মধ্যে দেখতে ভাল লাগে না, তবে এক একটা বাড়ি আপাদ মস্তক লতা ও ফুলে ঢেকে গিয়ে খুব ভাল দেখ্‌তে হোয়েছে।

বর্ণিমা নিয়ে আর বেশী বকাবকি কোরব না। তুমি হয়ত এতক্ষণ মনে করচ যে, এব্যক্তি কোথা থেকে আকাশ-থেকে-পড়া গোটাকতক কথা পেড়ে তাই নিয়ে অনর্গল বোকে যেতে লাগ্‌ল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেনি, কেউ জান্‌তে চায় নি, অথচ গায়ে পোড়ে ধোরে-বেঁধে কতকগুলো লম্বা চৌড়া Information দিতে আরম্ভ কোরলে। যা হোক্—এখন আমি ছেড়ে দিলুম তুমি কেঁদে বাঁচ।

দ্বাদশ পত্র।

গর্ম্মি কাল। আজ অতি সুন্দর সূর্য্য উঠেছে। এখন দুপর দুটো বেজেছে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপর

বেলাকার বাতাসের মত বেশ একটি মিষ্টি বাতাস বইচে, রোদ্দুরে চার দিক ঝাঁ ঝাঁ কোরচে। এমন ভাল লাগ্‌চে, আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আস্‌চে যে কি বোল্‌ব। মনের Sentimental অবস্থায় যে যে লক্ষণ হোয়ে থাকে, তা' আমার সব হোয়েছে যথা,—নিশ্বাস পোড়চে, একটু চুপ চাপ হোয়ে আছি, মুখটা একটু গম্ভীর হোয়ে গেছে—ইত্যাদি। কিন্তু আজকের রোদ্দুরে, গরমে, চার-দিকের গাছ পালায়, বসন্তের বাতাসে, পাখীর ডাকে, যদি আমার এ রকম ভাব হোয়ে থাকে তা' হোলে কি "লোকটা দেখ্‌চি নিতান্তই কবি হোয়ে গিয়েছে" বোলে আমার একটা বদ্‌নাম হবার সম্ভাবনা আছে? দেশে যদি আমার "কান্ত" থাকৃত, তা হোলে আজ হয়ত এই দুরন্ত বসন্তে একান্ত প্রাণান্ত, ও "অন্ত" অক্ষর-বিশিষ্ট আরো অসংখ্য ঘটনা ঘোট্‌ত। এদেশে "বসন্ত" বোলে বাস্তবিক একটা পদার্থ আছে। আমাদের দেশে বসন্ত নেই কেবল বসন্ত বসন্ত বসন্ত কোরে বিরহীগুলো ভারি গোলমাল করে; বলে, মলয় বাতাসে তা'দের গা দগ্ধ হয়, আরে হবে না কেন? সে চৈত্রি মাসের মলয় বাতাসে সহজ মানুষের গা পুড়ে যায়, তা'দের ত তবু অনেক দিনকার একটা বাঁধা দস্তুর আছে! সেই বিরহীগণ একবার এখানে আসুন্ দেখি—দেখি কেমন কোরে চন্দন আর পঙ্ক মাখেন, আর নলিনী-পত্রের বাতাস খান!

আমরা এখন Devon-Shire-এর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বোলে এক নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনো দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারি দিক হাস্য ময়। চারি দিকে সবুজ বর্ণ, চারিদিকে গাছ পালা, চারিদিকে পাখী ডাক্‌চে, ফুল ফুটচে। যখন Tunbridge Wells এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখেনে যদি মদন থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার ফুল শর তৈরি করবার জন্যে এত ফুল পায় কোথা? অনেক বন বাদাড়, ঝোপ ঝাপ, কাঁটা গাছ হাতড়ে দু চারটে বুনো ফুল নিয়েই কাজ চালাতে হয়। কিন্তু Torquayতে মদন যদি গ্যাট্‌লিং-এর কামানের মত এমন একটা বাণ উদ্ভাবন কোরে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে তীর ছোঁড়া যায়, আর সেই বাণ দিন রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুলশরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোন সম্ভাবনা নেই;— এত ফুল। যেখানে সেখানে, পথে ঘাটে, ফুল। ফুল মাড়িয়ে চোল্‌তে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গরু চোর্‌চে, ভেড়া চোর্‌চে! এক এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠ্‌তে নাব্‌তে কষ্ট হয়। এক এক জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ পথ, দুধারে গাছ উঠে আঁধার কোরে আছে, ওঠ্‌বার সুবিধের জন্যে জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে, ফুল ফুটে

রোয়েছে। চার দিকে এমন মধুর রোদ্দুর, (হাস্‌চ কি! রোদ্দুর মধুর হোতে পারে কি না, এখেনে এসে একবার দেখে যাও দিকি!) এত অগণ্য ফুল, যে মনের মধ্যে বসন্ত জেগে ওঠে. মলয় বাতাস বইতে থাকে। এখানকার বাতাস বেশ গরম! ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এই টুকু গরমেই লণ্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীব জন্তুদের কত নির্জ্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়া গুলো আস্তে আস্তে যাচ্চে, মানুষ গুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি কোরে চোলেছে। আমি আজ কাল এমন আলস্য চর্চ্চায় ব্যস্ত আছি যে তোমাদের একটু ভাল কোরে চিঠি লেখবার সময় পেয়ে উঠিনে। দিনের মধ্যে তিন শো হাই উঠ্‌চে, এক একটা বই খুল্‌চি ও তার ওপরে আধ ঘণ্টা চোক বুলিয়ে দু ঘণ্টা চোক বোজবার বন্দোবস্ত কোরে নিচ্চি, দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কালী তুলে লেখা সমুদ্র মন্থনের মত একটা ঘোরতর ব্যাপার বোলে মনে হোচ্চে, চোখের পাতা ফেল্‌তে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পরিশ্রম বোধ হোচ্চে! তুমি এখেনে এলে বড় আরামেই থাক। এখানকার মত দৃশ্য, নদীর ধার, মাঠ, পড়বার বই, গল্প করবার সময়, গান করবার নির্জ্জনতা, পর নিন্দা করবার অবসর আর যদি কোথাও আছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড় ভাল লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথর গুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। খুব ছোট

ছোট দ্বীপের মত দেখায়। জলের ধারেই ছোট বড় কত পাহাড় উঠেছে। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে সব গুহা তৈরি হোয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বোসে থাকি। বেশ নির্জ্জন। সুমুখে দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু একটু জল জোমে রোয়েছে, ইতস্ততঃ সমুদ্র-উদ্ভিদ (Seaweeds) পোড়ে রোয়েছে, সমুদ্রের এক রকম স্বাস্থ্য-জনক গন্ধ পাওয়া যাচ্চে, চার দিকে পাথর ছড়ানো আছে। আমরা সবাই মিলে এক এক দিন সেই পাথর গুলো ঠেলাঠেলি কোরে নড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকে পোড়েছে; আমরা প্রাণপণ কোরে এক এক দিন সেই অতি দুর্গম পাহাড় গুলোর ওপর উঠে বোসে নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান পতন দেখি। সমুদ্রের একটা হু হু শব্দ উঠচে, জলে এক একটা ছোট ছোট নৌকা পাল তুলে চোলে যাচ্চে, চার দিকে রোদ্দুর হাসচে, মাথার ওপর এক একটা ছাতা খোলা রোয়েচে, পাথরের ওপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প কোরচি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর পাবে? তুমি যে Thomson-এর Castle of Indolence পড়েছ—এখানটা তার একটা জীবন্ত ছবি। এক এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপঝাপে-ঢাকা

একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই খাদটিতে গিয়ে একটি বই নিয়ে পোড়তে বসি। কিন্তু অতি একমনে বই পড়বার জায়গা টর্কী নয়। মনের এমন শিথিল অলস অবস্থায় অত মনোযোগ দেওয়া পোষায় না। তাই যদি পারবে তবে একদিকে এমন সুনীল সমুদ্র কি কোরতে, এমন রোদ্দুর উঠেছে কেন, এমন অতি পরিষ্কার আকাশ কি জন্যে? ছছত্র বই পোড়বে, আর ছদণ্ড সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাক্‌বে, চেয়ে থেকে থেকে সাত শ ভাবনা ভাববে, অথচ ভাবচ কি না ভাবচ—তা' বিশেষ মনোযোগ না দিলে টের পাওয়া যাবে না, হঠাৎ বইয়ের দিকে চোক্ পড়বামাত্র আবার পড়া আরম্ভ করবার জন্যে খুব দৃঢ় সংকল্প কোরবে, কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের একটা কমা পর্য্যন্ত যেই পৌঁচেছ অমনি মনটা অলক্ষিত ভাবে তোমার হাত ফোস্‌কে এমন একটা অদ্ভুত জায়গার গিয়ে হাজির হবে, যে জায়গার বিষয় ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনো ভাবও নি। মনটা সমস্ত দিন এই রকম লুকোচুরী খেলে বেড়ায় একটা বইয়ের দেড় পাতা পোড়তে আড়াই দিন লাগে।

আমি বড় বাজে কথা বোকে যাচ্চি, এ কিন্তু টর্কীর বাতাসের গুণে। মনের ভিতর হাজারটা কথা চলাফেরা কোরে বেড়ায়, কিন্তু কথা গুলো হাত ধরাধরি কোরে আসে না, পরস্পরের মধ্যে চেনা শুনো নেই, খাপছাড়া, দল ছাড়া কথা গুলো মনের বড়রাস্তা দিয়ে খুব ঘেঁসাঘেঁসি

কোরে চোলেছে, কিন্তু পথিকদের মত কেউ কারো কোন এলাকা রাখে না। এমন ভাঙ্গাচোরা কথার জোড়াতাড়া চিঠি পোড়তে কি তোমাদের ভাল লাগ্‌চে?

তুমি যদি এখানে আসতে ভাই, তা'হোলে সমুদ্রের শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে, সমুদ্রের ঢেউ গুণ্‌তে গুণ্‌তে, ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের 'রেণু্‌ গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধে বেলায় সাগর বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের পরে গাছের তলায়, গল্প হোত, হাসি হোত, ঠাণ্ডায় যদি কাশী হোত বাড়ি যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন, কাটাতেম। কেমন! লোভ হোচ্চে কি? আমি ভাই কবি নই, একটা ঘোরতর কাজের লোক। তবে যে, এ জায়গাটা খুব ভাল লাগচে বলচি, তার কারণ হোচ্চে বরাবর শুনে আস্‌চি ভাল জায়গা দেখলে লোকের ভাল লাগা উচিত। না ভাল লাগলে বড় লজ্জার বিষয়। তুমি হোচ্চ কবি মানুষ, ছড়া টড়া লিখে থাক, তুমি এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভাল।

একটা গল্প বলি শোন। আমাদের এখেনে দিন কতক Miss H ও Miss N ছিলেন। Miss H একজন চিত্রকরী। তাঁর বড় সুন্দর ছবি আঁকা আসে। তিনি প্রায় প্রত্যহ breakfast খেয়েই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ছবি আঁকতে বেরোতেন। Miss N ক্রমিক কবিতা ও নভেল পড়েন, ও তিনিও না কি শুনেছি কাগজে খুব ভাল ভাল Sonnet

মাঝে মাঝে লিখে পাঠান। মাঝে মাঝে আমরা তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেম। কোনখানে একটা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, কোথাও বা একটা ভাঙ্গাচুরো বেড়া, কোথাও বা খানিকটা বনজঙ্গল ঝোপঝাপ, কখনো বা এক খণ্ড মেঘের বিশেষ একটা রং দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে যেতেন, ও শত মুখে ব্যাখ্যা কোরতেন। আমার ত 'ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত, আমি তাদের বিশেষ সৌন্দর্য্য বড় একটা বুঝতে পারতেম না ; ঝট কোরে একটা মত ব্যক্ত কোরতে বড় ভয় কোরত। দ্বিরুক্তি মাত্র না কোরে তাঁদের মতে সায় দিয়ে যেতেম। রোজ রোজই আমি অতি ভাল মানুষটির মত তাঁদের প্রতি কথায় বিনীত ভাবে সায় দিয়ে যেতেম। শেষ কালে আমার বড় লজ্জা বোধ হোতে লাগ্‌ল। একদিন বেড়াতে বেরোবার সময় প্রতিজ্ঞা কোরলেম, "আজ আমি নিজে হোতে প্রকৃতির একটা কিছু সৌন্দর্য্য বের কোরে আগে থাকৃতে তাঁদের দেখাব, তাঁদের মুখ থেকে বাহবা নিতেই হবে।" এই পণ কোরে ত বেরোনো গেল। চার-দিকে ফুল আছে, গাছ পালা আছে, পাহাড় পর্ব্বত আছে, কিন্তু সে সব ত পুরোণো, একটা নতুন কিছু বের কোরতে হবে। খানিক দূর গিয়ে দেখি, একজনদের বাড়ির সুমুখে তারা একটি বাগান তৈরি কোরেছে, গাছ গুলোর ডাল পালা কেটে নানাবিধ আকারে পরিণত করা হোয়েচে। কোনটা গোল, কোনটা বা অষ্ট কোণ, কোনটা মন্দিরের

চূড়োর মত। দেখেত আমার তাক্ লেগে গেল। পাছে তাঁরা আগে থাক্‌তে কিছু বোলে ফেলেন এই ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে না খুলতে তাড়া তাড়ি আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, "How beautiful!" Miss H-কে তার একটা ছবি নিতে অনুরোধ কোরলেম। Miss H ও Miss N ত একেবারে হেসে আকুল, তাঁরা বোলে উঠলেন, "Oh, Mr. T., surely you are joking!" Mr. T.ত কাল বিলম্ব না কোরে তাড়াতাড়ি হেসে উঠলেন; যেন তিনি ঘোরতর একটা ঠাট্টা কোরে নিয়েচেন ও তার জন্যে মনে মনে ভারি তৃপ্তি ও গর্ব্বের উদ্রেক হোয়েচে। ভাল কোরে সামলাতে পেরেচি কি না বোলতে পারি নে। কিন্তু বড় লজ্জা হোল! "যাবৎ কিঞ্চিৎ" বাক্যব্যয় না কোরে ছিলেম, "তাবচ্চ" যথা কথঞ্চিৎরূপে শোভা পেয়েছিলেম, কিন্তু প্রথম যে দিনই মুখ খুললেম সেই দিনই এই রকম হাস্যভাজন হোতে হোল। আমি কিন্তু Miss H ও Miss N.-এর ভাব আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলেম না; তাঁরা একটা যা'চ্ছেতাই বন বাদাড় দেখলে হাঁ কোরে চেয়ে থাক্‌তেন, আর অমন সুন্দর নানা আকৃতিতে ছাঁটা গাছ পালা তাঁদের পছন্দসই হোল না। সে দিন একটা ভিক্ষুক একটা ছেঁড়া টুপি পোরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ তাঁদের খেয়ালে কেমন লেগে গেল, তৎক্ষণাৎ তাকে আট গণ্ডা পয়সা (এক শিলিং) দিয়ে দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হোল, আর রাস্তা দিয়ে কত মহা মহা

সুন্দরী চোলে যায়, যাদের এক দিন দেখলে তিরিশ দিন মলয় সমীরণ ও চাঁদের কিরণে দগ্ধ কোরতে থাকে তাদের সম্বন্ধে তাঁরা একটি কথাও কন না। কেন বল দেখি? যাহোক অপ্রস্তুত হোয়ে বাড়ি গিয়েই একটা বাঙ্গালা কবিতা লিখতে বোসলেম। Miss N আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, আমি কি বাড়িতে চিঠি লিখচি? আমি বিনয় সহকারে হাসতে হাসতে বোল্লেম যে, "আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখ্‌তে চেষ্টা কোরে থাকি, তাই দুই এক ছত্র কবিতা লিখচি।" শুনে অবধি Miss N-এর আমার প্রতি ভারি ভক্তি হোয়েছে। তিনি মনে কোরলেন, লোকটা খুব ভাবুক হবে। তিনি তাঁর লেখা দুই একটা Sonnet আমাকে শোনাতে আরম্ভ কোরলেন। কবিতা পোড়তে পোড়তে যেখানটা ভাল লাগত আমাকে চেঁচিয়ে শোনাতেন। আমার উচ্ছ্বাস দেখে কে! আমার পূর্ব্বকৃত কোন ত্রুটি তাঁর আর মনে রৈল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ভারি পরিপক্ক হোয়ে উঠতে লাগল—এতদূর পর্য্যন্ত যে, একটা ফুসফাস উঠল। ম—সন্দেহ কোরলেন যে Miss N-এর নেত্র, রূপ ও বাক্য-বাণ-বর্ষণের মধ্যে পোড়ে আমার বুকটা দু তিন টুক্‌রো হোয়ে গেছে। আমি তাঁকে বোঝাতে গেলেম, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। আমি একটা হৃদয়হীন শীতলশোণিত জীব। আমার হৃদয় দগ্ধও হয় না, ভস্মও হয় না, হারায়ও না, ভাঙ্গেও না চূরেও না। অমন

একটা বিষম নটখোটে পদার্থের আমি কোন সম্পর্কই রাখিনে।” তিনি ত বিশ্বাসই কোরলেন না। তিনি বোল্লেন, “Courtship চালাও।” আমার মত চুপচাপ লাজুক মানুষ কি Courtship চালাবার উপযুক্ত নাবিক? আমি কি মশায় তার দিকে হাঁ কোরে চেয়ে ফোঁস ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলতে পারি! ডিনার টেবিলে আমার দিকে একটা লবণ-দানী সরিয়ে দিলে এমনি অতিমাত্র কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হোয়ে ঢল ঢল নেত্রে অত্যন্ত কোমল ভাবপূর্ণ হাস্য-রসে মুখ খানা টসটোসে কোরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কি আমার কর্ম্ম? বায়রণ থেকে বেচে বেচে এমন কবিতা পোড়ে শোনানো, যাতে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয়, পোড়তে পোড়তে বিশেষ একটা লাইনে থেমে অতিশয় করুণ-রসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা, সে সব কি আমার পোষায়? আমি কি হাঁটু গেড়ে বোলতে পারি—“সুন্দরি, ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্নং?” তোমরা কবি মানুষ তোমরা হোলে পারতে। কিন্তু এ কথা নিয়ে আর বেশী ঠাট্টা উচিত নয়, বিষয়টি গুরুতর, একটা মনুষ্য-মনের সুখশান্তি নিয়ে কথা হোচ্চে। আমার আলাপী অনেক লোকের মুখেই এই রকম একটা গুজব শুনতে পাচ্চি যে, আমি ভালবাসায় পোড়েচি ও সেই জন্যে মনে মনে আমার অত্যন্ত কষ্ট হোচ্চে, সংবাদটা অত্যন্ত ভাবনা-জনক এবং শুনে অবধি আমি ভারি চিন্তিত আছি।

কি কোরব বল দিকি? বিবাহের প্রস্তাব কোরব কি? অবিশ্যি, লোকের মুখে এক কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি কোরে বিয়ে কোরতে যাচ্চি নে, আমি প্রথমতঃ তদারক কোরব যে, আমি ভাল বাসায় পোড়েচি কি না, তার পরে যদি প্রমাণ হয় তা হোলে তোমাদের এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে যা' হয় স্থির করা যাবে। কি বল? তার পরে গল্পের শেষ দিকটা শোন। সেই বাঙ্গালা কবিতাটা লিখ্‌ছিলেম। চতুর্থ ছত্রে লাইনের শেষে ডেজি (daisy) কথাটা পোড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আর কোন মিল না পেয়ে সেই খেনেই কবিতাটা বন্ধ থাকে। এ দিকে Miss N. রোজই আমাকে পীড়াপীড়ি করেন, বলেন, তোমার কবিতাটা অনুবাদ কোরে শোনাও। আমি ত আজ কাল কোরে রোজই স্থগিত রাখি। পরশু দিন তাঁরা এখান থেকে লণ্ডনে চোলে গিয়েচেন, ও আমাকে বিশেষ কোরে অনুরোধ কোরে গিয়েচেন "কবিতাটা অনুবাদ সমেত লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" কি করা যায় বল ত। ভারি মুস্কিলেই পোড়েচি। আমি বলি কি, তুমি ভাই আমার হোয়ে যত শীঘ্র পার একটা কবিতা লিখে পাঠাও। বিষয়টা কি জান? টর্কী না দেখে টর্কীর বর্ণনা কি অসম্ভব মনে কোরচ? কিচ্ছুই না। ভাল জায়গা মাত্রেরই যে রকম বর্ণনা করা হয়, সেই রকম কোর্‌লেই চুকে যাবে। অর্থাৎ, ফুল ফুটচে, পাখী ডাকচে, বাতাস বয়, জ্যোৎস্না ওঠে। যত প্রকার

মিষ্টি জিনিষ আছে, কোন প্রকারে কবিতাটার মধ্যে গুঁজে দেওয়া। গাছ পালার বর্ণনা সমাপ্ত কোরে যদি কোন রকম কোরে খানিকটা অশ্রুজল, হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গী, নিরাশা, প্রিয়-তমা, নিবিড় কুন্তল, সুদীর্ঘ নয়ন বসাতে পারো, তা হোলেই জিনিষটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে। দেখ, Nightingale, Violet, Forget-me-not, Hyacinth প্রভৃতি কথা গুলো বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে ভাল শোনাবে না। কিন্তু তার জন্যে বেশী ভেবো না। তুমি ত, কোকিল, পাপিয়া, মালতী, মল্লিকা, চামেলি, চম্পা লিখে দিও, তার পরে অনুবাদ কোরে দেবার সময় আমি যা হয় একটা উপায় কোরে দেব।

সমস্ত গল্পটা কি নিতান্ত আজ্‌গুবি মনে হচ্চে? তবে আসল কথাটা খুলে বোল্‌চি। এটা আমার কথা নয়। এক ব্যক্তি তাঁর নিজের ঘটনা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, তাঁর চিঠি থেকে আমি উদ্ধৃত কোরে দিলেম। ব্যক্তিটি কে শুন্‌বে? না; কাজ নেই বাপু; তোমরা আবার দশ জনের কাছে গল্প কোরে বেড়াবে। তোমাদের পেটে যদি একটি কথা থাকে! ভারি কৌতূহল হোচ্চে? আচ্ছা তাঁর নামের প্রথম অক্ষর লিখ্‌চি,—শ। বুঝেছ?

ত্রয়োদশ পত্র।

ভারি কাজে ব্যস্ত। হাই তোলবার সময় নেই। সময় যদি নিলেমে বিক্রি হয়, তা হোলে যত ব্যস্ত লোক সংসারে আছে, আমি সকলের চেয়ে চড়াদাম ডাকি ;—এত কাজ। এমন অবস্থায় তোমাদের চিঠি লেখা সামান্য কথা? এত ব্যস্ত অবস্থায় লিখতে বোস্‌লে কি বিপদ ঘটে জান? মনের বাক্সের চাবি পকেট হাৎড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি বা বাক্স খোলা গেল, তাড়াতাড়ি, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে, হাঁস্ ফাঁস কোরতে কোরতে, হুটপাট কোরে, যেখানে যত ভাব গোছানো ছিল, খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ওলট্ পালট্ বিপর্য্যস্ত কোরে ফেলি; এটা তুল্‌চি, ওটা তুল্‌চি, কিন্তু যেটা আবশ্যক সেইটে পাওয়া যায় না। লিখতে গেলে কথা পোড়ে যায়। তাড়াতাড়িতে কর্ত্তার আগে ক্রিয়াকে আসন দেওয়া হয়, ও কর্ত্তা জায়গা না পেয়ে হয় ত কর্ম্মের পিছনে হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকেরকার চিঠিতে এই রকম নানা ত্রুটি হবার সম্ভাবনা আছে, তবু কোন প্রকারে আজকের মধ্যে চিঠিটা লিখতেই হবে। মনে আছে, তিন চার মেল আগে তোমাকে লাইন দশেকের যে একটি চিঠি লিখেছিলেম, তাতে তোমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেম যে "শীঘ্রই তোমাকে একখানি বড় চিঠি লিখ্‌ব।" "লিখ্‌ব" ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়া। আজ

থেকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের সীমা। তা' ছাড়া যেমন একটি বাঁধা নিয়ম আছে যে, পয়সা চৌষট্টিটা হোলেই টাকায় পরিণত হয়; তেমন কোন শাস্ত্রেই এমন একটা ধরাবাঁধা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই যাতে অবিসম্বাদে বলা যায় যে, "শাভ্র" এত আনা হোলে "দেরী" টাকায় পরিণত হয়। অতএব তোমাদের এমন একটা অনিশ্চিত অনির্দ্দিষ্ট আশায় আর বেশী দিন ফেলে রাখতে চাই নে।

Christmas ফুরোলো, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একটা উৎসব এসে পোড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্চিনে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে আস্‌বে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। তার কারণ এই হোতে পারে যে, পাছে পুরাণো বৎসর ঘরের মধ্যে আট্‌কা পোড়ে থাকে, তার চোলে যাবার ব্যাঘাত হয়, আর পাছে নতুন বৎসর এসে জান্‌লার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তার ঘরে ঢুক্‌তে বিশেষ কষ্ট হয়। এখেনে শীতে জান্‌লা দরজা সমস্ত বন্ধ থাকে কিনা, সুতরাং দরজা খুলে না দিলে নতুন বৎসর ঘরে ঢুক্‌তে পান না, বাইরে দাঁড়িয়ে সর্দ্দিতে মারা যান। আর পুরাণো বৎসরের বাড়ি যাবার সময় হোয়েছে, তাকে

যদি অমন দরজা বন্ধকোরে রাখ, তবে সে ব্যক্তি দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে বাড়িময় দাপা-দাপি কোরে বেড়াতে থাক্‌বে। কিন্তু দুর্দ্দশার কথা কি বোল্‌ব, আমরা হচ্চি ঘোরতর অসভ্য অজ্ঞান লোক,—আমাদের বাড়ির জানলা কাল রাত্রে খুলে রাখা হয় নি, আমাদের চিমনির (ধোঁয়ার নলের) ভিতর দিয়ে ছাড়া পুরাতন বৎসরের আর বেরোবার জায়গা ছিল না। আজ সকালে উঠে এই কথাটা আমাদের হঠাৎ মনে পোড়ল। মনে পোড়ে অবধি আমরা অনুতাপে সারা হচ্চি। মনে কর প্রতি বাড়িতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ, আমাদের বাড়িতে ১৮৭৯। মনে কর যদি আমরা আর বাড়ির জানলা দরজা একেবারে না খুলি তাহোলে আর পঁচাত্তর বৎসর বাঁচলেও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মরি। কিম্বা যদি চিত্রগুপ্তের খাতায় ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রভুর আলয়ে শুভ পদার্পণ নির্দ্দিষ্ট থাকে, তা'হোলে সে শুভদিন আমার ভাগ্যে একেবারেই আসে না, চিরকালই আমি ১৮৭৯-তে থাকি। মন্দ কি? চিরকালই যদি ১৮৭৯ এ থাক্‌তে পারি সে ত বেশ হয়। কিন্তু রোস,' একটু ভেবে দেখি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এমনিই কি আমার সুখের বৎসর গিয়েছে? আহা! এর আগে এমন কত বৎসর গিয়েছে, যাদের ধোরে রাখ্‌তে পার্‌লে চির জীবন ধোরে রাখ্‌তুম। যা' হোয়ে গেছে, তাতো হোয়ে গেছে। এখন, আমার কুষ্টিতে লেখা আছে, যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমার "ধন রত্নানি" একটি ভার্য্যা ও

অনেক মিত্র লাভ হবে; মনে কোরচি, ১৮৮২ কে আর ঘরে ঢুকতে দেব না। যা' হোক্, নতুন বৎসরকে অনেক ক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হোয়েছিল, আস্বা-মাত্রেই তাঁকে আবাহন কোর্ত্তে পারিনি, তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে শত শত ক্ষমা চাচ্চি। নতুন বৎসরের আগমনে আজকের দিনের মুখশ্রী বড় উজ্জ্বল হোয়ে ওঠেনি। আজ ভারি মেঘ ও অন্ধকার কোরে আছে। নতুন বৎসরের উপ-ক্রমণিকা যদি এই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তবে এর উপ-সংহার না জানি কি রকম হবে। টর্কি থেকে বহুদিন হোল আমরা আবার লণ্ডনে এয়েছি। টর্কিতে বসন্তের সঙ্গে প্রকৃতির ফুলশয্যা দেখেছিলেম। সেই উৎসব থেকে লণ্ডনের এই ব্যস্ত ভাবের মধ্যে এসে পোড়ে বড় ভাল লাগ্বে না। এখন আমি Mr K. র পরিবারের মধ্যে বাস করি। Mr K., Mrs. K., তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও Toby বোলে এক কুকুর হোচ্চে এই বাড়ির জন সংখ্যা। Mr K. হোচ্চেন এক জন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পেকে গিয়েচে। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখ্তে। যেমন অমায়িক স্বভাব তেমনি অমায়িক মুখশ্রী। তাঁর পরিবারের সকলেই বড় ভাল লোক। আমার সঙ্গে অল্প দিনের আলাপেই বেশ বন্ধুত্ব হোয়েছে। Mrs K. আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পোরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার

সময় যদি তাঁর মনে হয়, আমি কম কোরে খেয়েছি, তা হোলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মত খাই, ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশীকে বড় ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে ছবার কেশেছি তা' হোলেই, তিনি জোর কোরে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ-রকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানি-কটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন, তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড় Miss K. ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেক্‌ফাস্ট তৈরি হোয়েছে কি না তদারক করেন; অগ্নিকুণ্ডে ছু চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল কোরে রাখেন। খাণিকক্ষণ বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়। বুড়ো K. শীতে হিহি কোর্ত্তে কোর্ত্তে খাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত, পা, পিট, বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বোসলেন। তাঁর বড় মেয়েকে চুম্বন কোরলেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হোল। লোকটা ভারি প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসি তামাসা হোল, খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা পোড়ে শোনাতে লাগ্‌লেন। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হোয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর ছুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন কোর-লেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যে দিন Mr K. র আগে উঠ্‌বেন, সে দিন Mr K. তাঁদের পাঁচ

সিকে দেবেন, আর যে দিন Mr K. তাঁদের আগে উঠ্‌বেন, সে দিন Mr K. কে তাঁদের চার আনা দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হোত, তবু Mr K.-র তাঁদের কাছে প্রায় দু তিন পাউণ্ড পাওনা হোয়েছে। রোজ সকালে Mr K. তাঁর পাওনার জন্যে দাবী করেন। কিন্তু তাঁর দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। Mr K. বলেন "এ ভারি অন্যায়!" তিনি আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন "আচ্ছা, Mr T. তুমিই বল, এরকম debt of honour ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা!" যাহোক্ রোজ রোজই Mr K.-র পাওনা বাড়চে। তার পরে Mrs K. এলেন। আমাদের ব্রেক-ফাষ্ট প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। Mr K.-র বড় ছেলে আমাদের আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েচেন, আর Mr K.-র ছোট ছেলেটি ও ছোট মেয়েটি অনেকক্ষণ হোল খাওয়া শেষ কোরেচে। এক জনের কথা বোলতে ভুলে গিয়েছি। Toby কুকুরটি অনেকক্ষণ হলো এসে আগুণের কাছে আরামে বোসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া ঝঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোক মুখ ঢাকা। বুড়ো হোয়েছে আর তার একটা চোক কানা হোয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির কতক গুলি নবাবী চাল হোয়েছে। Drawing room ছাড়া অন্য কোন ঘরে তার মন বসে না। কথা নেই বার্ত্তা নেই, ঘরের সকলের চেয়ে ভাল কেদারাটিতে অম্লান বদনে লাফিয়ে উঠে বসা হয়; ঘরে

যদি একঘর লোক হয় তবুও বোসে আছে, এক ব্যক্তির হয়ত বসবার জায়গা হোচ্চে না, কিন্তু Tody র তাতে আসে যায় না, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ দৃক্‌পাত না কোরে দিব্য আরামে চৌকিতে তিনি বোসেচেন, তার এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসে, অমনি তিনি মহা বিরক্ত হোয়ে দর্পে সে চৌকি থেকে উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পাশের কৌচটির ওপরে গিয়ে বোসে পড়েন। সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্টের সময় তাঁর তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুট গুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বোসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কূট গুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না কোরলে সে কোন মতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড় ভাল বাসে। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরী হোত; সে তার বরাদ্দ বিস্কূট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বোসে ঘেউ ঘেউ কোরত। কিন্তু গোল কোরলে আমি বিরক্ত হোতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে, যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে দিই—চুপ কোরে বাইরে বোসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ করে; তার পরে একবার বিস্কূটের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে চায়। মনোগত ভাবটি এই

যে, "প্রাতঃকৃত্য সারা হোয়েছে? তা' বেশ হোয়েছে। এখন আমার বিস্কুটটি একবার গড়িয়ে দেও; আমার বড় খেলা করবার ইচ্ছে গিয়েছে।" এক এক সময় সন্ধে বেলায় পেছন দিকের দুটো পা গুটীয়ে সুমুখের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে মহা চিন্তিত ভাবে বৃদ্ধ আগুনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টা যায়, Tobyর হুঁস নেই, তখন তাকে আদর কোর্ত্তে যাও, মাথায় হাত বুলোও, মহা অসন্তুষ্ট ভাবে গোঁগোঁ করে, মাথা নাড়ে। "বিরক্ত কর কেন? ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্চে এখন উনি আমার মাথায় হাত বুলোতে এলেন!" এ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল বল দিকি? অ্যারিষ্টট্‌ল ছিল না কি? যাহোক, সাড়ে নটার মধ্যে আমাদের ব্রেকফাষ্ট শেষ হয়। তার পরে Mrs K. হাতে দস্তানা পোরে দাসীদের নিয়ে চৌতলা থেকে একতলা পর্য্যন্ত, জিনিষ পত্র গোছানো, ঘর দ্বার পরিষ্কার করানো ও সমস্ত গৃহকার্য্য তদারক কোরে উঠানাবা করেন। একবার রান্না ঘরে যান, সেখেনে শাক-ওয়ালা, রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালার বিল দেখেন, যাকে যার চুকিয়ে দেবার দেন। মাঝে মাঝে ওপরে এসে Mr K.-র সঙ্গে গৃহকার্য্যের পরামর্শ হয়। রান্না ঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কিনা ও যথা স্থানে আছে কিনা দেখেন, ভাল মাংস এনেছে কিনা, ওজনে কমবেশী হোয়েছে কিনা সে সব দেখেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রান্নাতে যোগ

দেন। এই রকম ব্রেকফাষ্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা দেড়টা পর্য্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড় মেয়ে যোগ দেন। মেজ মেয়ে Miss J. দেখি, প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে Drawing-room সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিষ পত্রে যা' কিছু ধূল লাগে তা' তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করেন। এখানকার অনেক ভদ্র পরিবারেই Drawing-room-এর জিনিষ পত্র সাফ করবার ভার বাড়ির মেয়েরাই নেন। দাসীদের হাতে পাছে জিনিষ পত্র ভেঙ্গে যায় বা ভালরূপে পরিষ্কার না হয়। তৃতীয় মেয়ে Miss A. বালিষের আচ্ছাদন, আসন, মোজা, কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠি পত্র লেখেন, এক একদিন বাজনা ও গান অভ্যেস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজ কাল স্কুল বন্ধ, ছোট ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের Lunch খাওয়া আছে। Lunch সমাপন কোরে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হোলেন। এই সময়ে Visitor-দের আসবার সময়। হয়ত Mrs K. Mr K.-র এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চসমা পোরে Drawing room এ বোসে সেলাই কোরচেন। Miss A. একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি কোরে দিচ্চেন। Miss J. একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বোসে হয়ত Green's History

of the English People পোড়তে নিযুক্ত হোয়েছেন। বড় Miss K. হয়ত তাঁর কোন আলাপীর বাড়িতে Visit কোরতে গিয়েচেন। তিনটের সময় হয়ত একজন Visitor এলেন। দাসী Drawing roomএ এসে বোল্লে "Mr ও Mrs A.।" বোলতে বোলতে ঘরের মধ্যে Mr ও Mrs A. এলেন। মোজা জামা রেখে, বই মুড়ে Mrs K. ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা কোরলেন। Weather ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত কোরলেন। Mrs A. বোল্লেন, "Mr X.–এর ৪৩ বৎসর তিন মাস বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বোলে তিনি চার দিন আপিশে যেতে পারেন নি। কাল আফিশে গিয়েছিলেন। তাঁর হাম হোয়েছিল বোলে আফিশের লোকেরা তাঁকে নির্দ্দয় রূপে ঠাট্টা কোরতে আরম্ভ কোরেচে।" Mrs J. বোল্লেন, "অমন ব্যামো হোলে কি দুর্দ্দশা। একেত ব্যামোর কষ্ট; তার ওপর কারো মমতা পাবার যো নেই; শুধু তাই নয়, ব্যামো হোলে আবার তাই নিয়ে হাসি তামাসা ঠাট্টা খেয়ে বেড়াতে হয়।" এই কথা থেকে ক্রমে হাম রোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। Miss A. বোল্লেন, "Mr Z-এর তৃতীয় ছেলেটির হাম হোয়েছে।" তার থেকে কথা উঠল যে, Mr Zর যে এক Cousin Miss Y. অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর Captain W-র সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এই রকম খানিক ক্ষণ কথোপকথন হোলে পর তাঁরা চোলে গেলেন। বিকেলে

হয়ত আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছটার সময় আমাদের ডিনার খাওয়া হয়। ডিনার খেয়ে ৭ টার সময় আমরা সবাই মিলে Drawing-roomএ গিয়ে বসি। আগুন জ্বোলচে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেচে। আমরা আগুনের চার দিকে ঘিরে বোস্‌লুম। এক এক দিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতি মধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না কিন্তু তবু সত্যি কথা বল্‌তে কি, এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A. বাজান। Miss A. আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধে বেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা কোরে ৬ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পোড়তে পোড়তে এক এক দিন প্রায় ১১॥।১২ হোয়ে যায়। ছেলেরা এখন শুতে গেছে।

ছেলেদের সঙ্গে আমার ভারি ভাব হোয়ে গেছে। তারা আমাকে Uncle Arthur বলে। Ethel ছোট মেয়েটি আমাকে ভারি ভাল বাসে। তার ইচ্ছে যে, আমি কেবল একলা তারই Uncle Arthur হই। তার ভাই Tom যদি আমাকে Uncle Arthur বলে তবেই তার ভারি কষ্ট উপস্থিত হয়। একদিন Tom তার ছোট বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বোলেছিল, "He is my Uncle Arthur." এইত Ethel আমার গলা জড়িয়ে ধোরে

তার ছোট ঠোঁট্ দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে। কত কোরে তাকে থামাই। Tom একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভাল মানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক এক সময়ে আমাকে এমন এক একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে কি বোলব। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কোরছিল, "আচ্ছা, Uncle Arthur, ইন্দুররা কি করে?" Uncle Arthur বোল্লেন "তারা রান্না ঘর থেকে চুরী কোরে খায়।" সে একটু ভেবে বোল্লে, "চুরী করে? আচ্ছা, চুরী করে কেন?" Uncle বোল্লেন, "তা'দের ক্ষিদে পায় বোলে।" শুনে Tom এর বড় ভাল লাগল না। সে বরাবর শুনে আসচে যে, জিজ্ঞাসা না কোরে পরের জিনিষ নেওয়া অন্যায়। আর একটি কথা না বোলে সে চোলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, "Oh, poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!" এমন মজা কোরে বলে যে সে হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য। Ethel এর মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন Lady। সে কেমন গম্ভীর ভাবে কেদারায় গিয়ে ঠেস দিয়ে বসে। Tom কে এক এক সময়ে ভৎসনা কোরে বলা হয়, "আমাকে বিরক্ত কোর না।" এক দিন Tom পোড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বল্লেম "ছি! কাঁদতে আছে।" অমনি Ethel আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক কোরে বোল্লে "Uncle Arthur,

Uncle Arthur, আমি একবার ছেলে বেলায় রান্না ঘরে পোড়ে গিয়ে ছিলেম, কিন্তু কাঁদিনি।" উঃ! বয়স কত?

Mr N—ডাক্তারের আর এক ছেলে বাড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আফিশে থাকেন। কিন্তু আফিশ থেকে এলেও তাঁর বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ কি জান? তিনি Miss I.-এর সঙ্গে engaged। তাঁদের দুজনে কোর্টষিপ চোলচে। রবিবার দুবেলা তাঁকে নিয়ে তাঁর চর্চ্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধে বেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নৈমন্তন্ন আছে। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসর কাল কাটাবার জন্যে অন্য কোন জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধে বেলায় যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে তবু Mr N. পরিষ্কার কোরে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট brush কোরে ফিট্‌ফাট্‌ হোয়ে, ছাতা হাতা কোরে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। এক-বার খুব শীত পোড়ে ছিল, আর তাঁর ভারি কাশি হোয়ে ছিল; মনে কোরলেম, আজ বুঝি বেচারীর আর যাওয়া হয় না। কি আশ্চর্য্য! ৭টা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিট্‌ফাট্‌ হোয়ে নেবে এসেচেন। তাঁর বাপ, মা, বোনরা, সবাই বোল্লে "It is very foolish of you, N"

কিন্তু বোল্লে হয় কি ? "নদী যবে চলে সিন্ধুপানে, কার সাধ্য রোধে তার গতি।" নদী ত বাপ, মা, বোনের উপরোধের শিলাবাধা লঙ্ঘন কোরে, কাশি হাঁচি ও রুমালে সর্দ্দিঝাড়ার কল স্বর কোরতে কোরতে সিন্ধুর উদ্দেশে চোল্লো। (উপমা কেমন হোল বল দেখি।) তখন বৃষ্টি পোড়চে, বরফ পোড়চে, রাস্তায় কাদা জোমেচে। তার পর দিন সকালে সর্দ্দিতে বেচারী মাথা তুলতে পারে না। এমন যন্ত্রণা!

যা হোক, আমার এই K. পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হোয়ে গেছে। সে দিন Miss N. আমাকে বোলছিলেন, যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস কোরতে আসচে, তাঁদের ভারি ভয় হোয়েছিল। "ব্যক্তিটা কি রকম হবে, না জানি। তার সাক্ষাতে আবার কি রকম আদবকায়দা রেখে চোলতে হবে? আমাদের কথা সে ভাল কোরে বুঝতে পারবে কি না"—এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের ত রাতে ঘুম হয় না। যে দিন আমার আসবার কথা ছিল, সেই দিন Miss A ও Miss J. তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পরে হয়ত যখন তাঁরা শুনলেন যে, একটা পোষমানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেচে, সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না যে, তার কখনো মানুষের মগজের লাড়ু, মানুষের ঠ্যাং-এর শিক্‌কাবার বা খোকা খুকী ভাজা খাওয়া অভ্যেস

ছিল, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরে না, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। Miss J. বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কোয়ে ছিলেন তবু ও দুদিন পর্য্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়ত তাঁর ভয় হোয়েছিল যে, কি অপূর্ব্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখবেন। তার পরে যখন আমার মুখ দেখ-লেন—তখন? তখন কি? আমার ত বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়ত বিশ্বাস কোরবে না, যে; এই মুখ দেখে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওইত সুমুখের আরনায় আমার মুখটা দেখ্‌তে পাচ্চি। কেন, কি মন্দ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারো মাথা ঘোরে নি সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাথা আছে?

যা হোক্, এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধে বেলা বেশ আমোদে কেটে যায়,—গান, বাজনা, বই পড়া। সকলের সঙ্গে ভারি বন্ধুত্ব হোয়েছে। আর Ethel তার Uncle Arthur কে মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাক্‌তে চায় না।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS,
40, GURUPRASAD CHOWDHURY'S LANE, CALCUTTA.